দিনান্তের আগুন

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৯৮।৪, রসা রোড, কলিকাতা (২৬) হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ, ১৩৫৬

মূল্য—আড়াই টাকা

১, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা (২৫)
দি নিউ প্রেস হইতে
শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, এম্, এল্, এ
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

অগ্নির রক্তবর্ণ হিংস্র লেলিহান শিখা
এবং ঘনকৃষ্ণধূম্রজালের অভ্যন্তরে
একটি জ্যোতির্ময় সুবর্ণকান্তি রূপ
রহিয়াছে—তাহাই বিশ্বের পাবক—
তাহাই কল্যাণতম। সমগ্র জীবন
দিয়া এ সত্যকে আপনি অনুভব
করিয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া
এই গ্রন্থখানির সহিত আপনার নামটি
যুক্ত করিয়া রাখিলাম।

বিনীত
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

এই লেখকের অন্যান্য বই :—

বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ

বাঙলা-সাহিত্যের একদিক

সাহিত্যের স্বরূপ

ত্রয়ী { বাল্মীকি ও কালিদাস
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ }

উপমা কালিদাসস্য

ভারতীয় সাধনার ঐক্য

এপারে-ওপারে (কবিতা)

সীতা (কবিতা)

নিশাঠাকুরের কড়চা (কথিকা)

রাজকন্যার ঝাঁপি (নাটক)

বিদ্রোহিণী (উপন্যাস)

জঙলা-মাঠের ফসল (উপন্যাস, যন্ত্রস্থ)

নিবেদন

নাটক-রচনায় কোন ভূমিকা না করাই ভাল; এখানে শুধু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুত মন্মথ রায়, এম্, এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী, এম্, এ মহাশয়গণের নিকট হইতে এই নাটক রচনায় যে উৎসাহ এবং উপদেশ লাভ করিয়াছি তাহাই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৫৬

বিনীত
গ্রন্থকার

পাত্র-পাত্রীগণ

বিষ্ণুরায়	ছাতিমপুরের জমিদার
নন্দ রায়	বিষ্ণুরায়ের পুত্র
ব্রজহরি ঘোষাল	গরিব যজমানী ব্রাহ্মণ
করিম সর্দার	বিষ্ণুরায়ের বর্গাদার, বর্ধিষ্ণু চাষী
আইজদ্দি	করিম সর্দারের পুত্র
পটল ডাক্তার	গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার
কানাই	পার্শ্ববর্তী গ্রামের কর্মী যুবক
মেছের	বিষ্ণুরায় কর্তৃক প্রতিপালিত চাষীযুবক
বাঞ্ছারাম	চাকর
হ্যাপা ও ভ্যাপা	বিষ্ণুরায়ের পড়শী, ঘরামি কাজ করে
ফটিক	গ্রাম্য ফচকে ছোড়া

কাছেম পিয়াদা, মোস্তাজ, কাজল বয়াতি, এক্রাম, গোপাল, রজ্জব,
তাহের, বেঙ্গু কুলু, কিনারাম, ঈশান ঢুলী, জগত্তারণ, বালকগণ,
দারোগা, কনষ্টবল, ফকির, যাত্রি-ত্রয়, মাঝিগণ
আরও অন্যান্য।

হরসুন্দরী	বিষ্ণুরায়ের স্ত্রী
ক্ষেমঙ্করী	ব্রজহরির স্ত্রী
অতসী	ব্রজহরির কন্যা
ঊষা	পটল ডাক্তারের স্ত্রী
চপলা	বাঞ্ছারামের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী
দুর্গা	বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা
জঙ্গলা ও মঙ্গলা	অতসীর প্রতিবেশিনী বালিকাদ্বয়
কাশির মা	

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শেষ রাত্রি, শীত কাল, শোবার ঘরে নন্দলাল রায় দড়াদড়ি লইয়া একটা লণ্ঠনের মিটমিটে আলোতে একা একা বিছানাপত্র বাঁধিতেছে।

নন্দ—যা ভাবছিলুম তাই; ব্যাটা বাঞ্ছারামই আমাকে ডোবাবে। আকাশ ফর্সা হয়ে গেল কখন, এখন পর্যন্ত হারামজাদা পাজির দেখা নেই। ঝেঁটিয়ে দিতে হয় যত কুঁড়ের হাঁড়িগুলোকে! [পূবের জানালা খুলিয়া খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল; সজোরে আবার জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া মালপত্র গুছাইতে লাগিল। ভিতরের একটা দুয়ার দিয়া হরসুন্দরীর প্রবেশ।]

হরসুন্দরী—নন্দ, এসব তোর কি হচ্ছে? তুই কি সত্যি ক্ষেপেছিস্? রাত দুপুর থেকে তুই এ-সব কি ঘুটঘাট্ আরম্ভ করেছিস্।

নন্দ—তোমাদের ঐ দোষ মা, ব'সে ব'সে খালি সমস্যাপূরণ। যাই কি না যাই, আজ যাই কি কাল যাই—এই ক'রে আজ একমাস চ'লে গেল। আমি আর কাজকর্ম ফেলে কত দিন বাড়ি ব'সে থাকব?

হর—তুই বাবা সব ব্যাপারেই বড্ড তড়্‌বড়্ করিস, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি তাই। এতদিনের ঘর-সংসার বিষয় সম্পত্তি—সব ছেড়ে চ'লে যাব—এত বড় কাজ—দু'দিন ভেবে চিন্তেই করতে হয়।

নন্দ—ভাবনা-চিন্তা অনেক ক'রেছ মা; এত দিন ব'সে ভাবনা চিন্তা-

ক'রেইত ঠিক করলে আজ রওনা হবে। এখন যদি তোমাদের আবার ভাবনা চিন্তায় পেয়ে বসে তবে আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, তোমাদের যা ইচ্ছে হয় ক'রো।

হর—আরও ভাবতে হয় বৈ কি। কাল সারাটা রাতে ঘুমোই নি, ব'সে ব'সে ভেবেছি। আমি বলি কি নন্দ, আর কিছুদিন এখানে থেকেই দেখি না।

নন্দ—আবার সব পুরোণো তর্কই তুললে। তুমি ত ঘরে ব'সে থাক মা, সব কথা ত জান না। আমিও অনেক ভেবে দেখেছি। যেদিন বাঙলা দেশকে কেটে ভাগাভাগি ক'রে নেওয়া হয়েছে, সেইদিনই জানি, এ দেশ-গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

হর—তোর যেতে হয় তুই চলে যা।

নন্দ—শুধু আমি গেলেই হবে না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাবাও আর এখানে দু'দিনও তিষ্ঠোতে পারবেন না। তুমি ভাবতে পার মা, আমাদের সাত-পুরুষের খাসের প্রজা আইজদ্দি সেদিন আমাকে হাটের ভেতরে দেখে পাঁচজন সাগ্রেদ্ জুটিয়ে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট ধরাল—আর তাই ফুঁকে ধোঁওয়া ছেড়ে ছেড়ে ফচ্‌কেমি করতে লাগল!

হর—নোতুন নোতুন এসব হচ্ছে, আবার হয়ত দু'দিন পরে শুধরে যাবে। চ্যাঙ্‌ড়া মানুষ, সব কি বুঝে করে? দু'পয়সা হাতে পড়েছে—আর কষ্টিনষ্টি করে। ওর বাপ করিম মিঞাকে ত দেখেছিস্—এখনও বৌমা ছাড়া ডাকটি নেই, মাটির মানুষ।

নন্দ—তুমি বোঝ না মা, এসব আর শুধরাবার নয়। ঐ সব মাটির মানুষ আবার ইটপাটকেল হ'য়ে যেতে দু'দিন লাগবে না।

হর—ধর্ম্ম ত একটা আছে উপরে।

নন্দ—সে সবে তোমরা বিশ্বাস কর, আমরা করি না। তারপরে মহলের খবর জান? একটি পয়সা আদায় নেই, নায়েব মুহুরির পর্যন্ত মাইনে চলছে না। এবার লাটের খাজনা সব ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিতে হবে। কি লাভ এখন এই বিষয়-সম্পত্তি আঁকড়ে ধ'রে থেকে?

[বাহিরের দুয়ারে খট্ খট্ শব্দ]

নন্দ—কে, কে?

দুর্গা—(বাহির হইতে) বৌঠান উঠেছ নাকি, বৌঠান—

হর—কে, দুগ্গা ঠাকুর ঝি নাকি?

(বাহিরে) হ্যাঁ গো হ্যাঁ—

হর—এত রাত থাকতে! (দুয়ার খুলিয়া দিল)

[মধ্যবয়সী ব্রাহ্মণ বিধবা দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা—দেখ এসে নন্দ, পচ্চিমের ভিটার নারকেলগুলো কারা সব দাপুড় দুপুড় ক'রে পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। 'কে' ব'লে ডেকে এগোতে আবার তিন চারটে ছোঁড়া লাঠি দিয়ে সুপারি গাছগুলোর উপরে বাড়ি দিতে দিতে আমাকেই তেড়ে এসেছে। এখন আমি কি উপায় করি বল দেখি বাবা! অত বড় একটা বাড়িতে আমি কি একা একা ম'রেই পড়ে থাকব?

হর—এই বা কি অনাচ্ছিষ্টি হ'ল! গাছের ফল গাছে রাখতে পারা যাবে না—মানুষ তা হ'লে থাকবে কি ক'রে!

দুর্গা—গাছের ফল বৌঠান? বাঁশ ঝাড়ের বাঁশগুলো সব কেটে নিয়েছে দিনের বেলাই। ভয়েতে কাছে এগোই না, দেখেও দেখি না। সেদিন গোসাঁই ঘরের টিন ক'খানা সন্ধ্যা রাত্তিরেই ছুটিয়ে নিয়েছে; উত্তর ঘরের বারান্দার কাঠের কবাট জোড়া

তুলে নিয়ে গেছে। নিত্য নিত্য তোমাদের এসে কত আর বলব ?

নন্দ—আচ্ছা চলত পিসি—আমি একবার দেখছি—

হর—নারে নন্দ, কাজ নেই বাপু তোর গিয়ে। আবার কোথায় কি হাঙ্গামা বাঁধাবি। তার চেয়ে আয় দেখি ঠাকুরঝি, আমিই লোক-জন পাঠাচ্ছি তোর সঙ্গে।

নন্দ—তাই ভাল মা। (হরসুন্দরী ও দুর্গার প্রস্থান। নন্দ আবার মাল-পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল।) এঁদের মতি আর কিছুতেই স্থির হবার নয়; জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় দেখছিনে।

[বাহিরের দুয়ার দিয়া আগাগোড়া থলের চটে মোড়া বাঞ্ছারামের প্রবেশ—শুধু শ্বাস ছাড়িবার জন্য এবং দেখিবার জন্য কপালের নীচে ইঞ্চি দু'য়েক ফাঁক। নন্দলাল সহসা একটু ভড়কাইয়া গিয়া]

—কেরে—বাঞ্ছারাম নাকি রে ?

বাঞ্ছারাম—(বিরক্তির কণ্ঠে) আইজ্ঞে হয়।

নন্দ—সেটা বাপু ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বলতে হয়! নইলে যে মূর্তিতে তুই দেখা দিয়েছিস্—

বাঞ্ছা—আর মস্করা করবা না কত্তা—তোমার জন্যে দুফার রাত্তিরে খুনের দায়ে পড়ছিলাম আর কি ! (বলিতে বলিতে তিনচার পল্লা করা চটগুলি গা হইতে খসাইতে লাগিল।)

নন্দ—কেন ব্যাপার কি ?

বাঞ্ছা—ব্যাপার তোমার গরজের ঠেলা বাবা ! দেশ ছাড়বা এই পরের রাত্তিরে—তার সাজ-গোছ আরম্ভ হইছে আগের রাত্তিরে। এই

মাঘমাসের রাত্তির—কি ভাবে আসি কও না বাপু! আমার কি তোমার মতন নয়শ' পঞ্চাশটা আলিষ্টর আছে, না শাল-গরদের ঢাকনি আছে?

নন্দ—তাতে হয়েছেটা কি বল না।

বাঞ্ছা—হইছে মানুষ খুন। তুফার রাত্তিরে শীতে মরি, চট মুড়ি দিয়া বাইর হইছি পথে; ন্যাপা ঘরামির বুড়ী মা বসা ছিল একা একা আন্ধারের মধ্যে জুলি পথে—নৈলান রসের পাহারায়। দূরের থিকা আমারে যেই দেখা অমনি 'ওরে ন্যাপা' কইয়াই চিৎ। এক দৌড়ে আইল ন্যাপা, আইল ভ্যাপা, কিল্‌বিল্ কৈরা আইল যত কাল-ভৈরবের চ্যালা-চামুণ্ডা! কথা নাই বার্তা নাই, একটায় বুকে এক ঘুষি, একটায় মাজায় এক লাথি, একটায় পিঠে এক কিল। ভাগ্যে দৌড়া'য়া আইল বঙ্কু খুড়া—নইলে এই রাত্তিরেই জম্মের মতন হইছিলাম দেশান্তরি।

নন্দ—তবে তুই গেছিলি কেন অত রাত্তিরে আবার বাড়ি? বারণ করেছিলুম না?

বাঞ্ছা—আমি তোমার এইখানে বৈয়া কৈলকাতা যাবার যোগাড় যন্তর করি, আর একা ঘরে পাইয়া আমার বউ লইয়া যাউক চোরে। আমার এমন দেশান্তরি হওনের বাই হয় নাই বাপু।

নন্দ—কেন, তোরইত গরজ দেখেছি সব চেয়ে বেশী।

বাঞ্ছা—না গো বাপু, আমার কোন গরজ নাই, আমি বাড়ি-ঘর ছাড়ুম না।

নন্দ—সেকি নিজের বুদ্ধিতে বলছিস, না বউএর সঙ্গে রাত্তিরে পরামিশ ক'রে ঠিক করলি?

বাঞ্ছা—এর আবার পরামিশ কি? পোলা নাই পান নাই—সোয়ামী

আর ইস্তিরি ; খাই না খাই পৈড়া থাকুম বাপ-দাদার ভিটায়। কোন্ বৈদ্যাশে যামু মরতে ?

নন্দ—তবে যে আমি আসা অবধি আমার দুই কানে গর্ত করে দিয়েছিস ঘুন্থর ঘুন্থর পুন্থর পুন্থর ক'রে—তুই এদেশে আর থাকতে পারবি নে বলে ?

বাঞ্ছা—তোমরা যত কৈলকাতার মানুষ দেশে আইসাইত আমাদের ভয় বাড়াও—নইলে তো মোরা ছিলাম বেশ।

নন্দ—ছিলি বেশ ? তবে যে তুই দিনরাত বলতি, এখানে থাকলে না খেয়ে ম'রে যাবি, তোর তৃতীয় পক্ষের জোরমস্ত বউ দেখে কারা সব সন্ধ্যা রাত্তিরে কলাবাগানের আড়ে বসে ফিস্‌ফাস্ করে, একা ঘাটে গেলে তুড়ি দেয়, দুপুর রাত্তিরে তোর হোগলের বেড়ায় খচমচ্ শব্দ করে,—ধুপ্‌ধাপ্ পায়ের শব্দ পাস, সারা রাত্তিরে তোর ঘুম হয় না! তুই না বলেছিলি কারা এসে হাঁড়ি শুদ্ধু তোর খেজুরের রস নাবিয়ে নিয়ে যায়, পুকুরে না ব'লে এসে জাল ফেলে—জমির ধান কেটে নেয় ? (বাঞ্ছারাম উদাসীনভাবে নিরুত্তর) কথা বল, জবাব দে। এই ক'দিন ধ'রে তুই আমার হাড় জ্বালিয়েছিস্—আর এখন বলছিস্ ছিলি বেশ! খালি ক'লকাতার লোক এসে তোকে ভয় দেখিয়ে পাগল ক'রে তুলেছে!

বাঞ্ছা—শীতের মধ্যে ঐ সব চোটপাট রাখ বাপু, এখন কাজের কথা কও। (বলিয়া বাঞ্ছারাম মালপত্রের কাছে গেল।)

নন্দ—তার আগে তোর মাথাটা ভেঙে গুঁড়ো ক'রে দিতে ইচ্ছা করে। নে তোকে আর গুছনো মাল নাড়াচাড়া করতে হবে না। শোন্ আবার তোকে ব'লে রাখছি, বেলা দশটার ভিতরে বাড়ির সব

মাল-পত্র গুছিয়ে ফেলতে হবে, যা যাবে—যা না যাবে। বেলা তিনটার ভিতরে নৌকোয় উঠতে হবে, সন্ধ্যায় ষ্টীমার ষ্টেসনে পৌঁছতে হবে, আমি রাতের বেলা নৌকো পথে চলব না, মনে থাকে যেন। আর শোন্—দেখে আয় দেখি বাবা উঠেছেন কি না—

বাঞ্ছা—হ্যাঁ—ঠিক ওঠছেন।

নন্দ—কোথায়? কি ক'রছেন?

বাঞ্ছা—চণ্ডী-মণ্ডপে লণ্ঠন জ্বালা'য়া চণ্ডীপাঠ করছেন।

নন্দ—এটা তা হ'লে প্রতিবাদ। এত রাত থাকতে উঠে—চণ্ডী-মণ্ডপে গিয়ে চণ্ডীপাঠ কোন দিনই হয় না। বেশত, কারুর যদি যাবার ইচ্ছা না-ই থাকে, তবে আমারই বা জোরাজুরির এমন কি দায় পড়ল? টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে আসি নি আমি কাউকে, তুই ও ত যাবি নে বলছিস্।

বাঞ্ছা—আমার ত গরজ ছিল আঠার আনা।

নন্দ—ছিল তবে এখন আবার আটকাচ্ছে কিসে?

বাঞ্ছা—আরে যার জন্যে দেশ ছাইড়া পালাবার এত গরজ সে-ই দেখি এখন আবার যাইতে নারাজ।

নন্দ—কে, তোর বউ? বউ কেন যাবে না শুনি।

বাঞ্ছা—শোনায় আর কাজ নাই দাদা, বাঞ্ছারামের কপাল পোড়ছে। তোমারে কি বলুম দাদা, অরে বুদ্ধি দিছে ঐ পচ্চিম পাড়ের ফৈটকা হারামজাদা। রোজ আসে পান খাইতে। (আগাইয়া আসিয়া নন্দলালের হাত দুইটি ধরিয়া) তোমারে কই দাদাবাবু, ঐ বাপের বেজন্মা ফৈটকা হারামজাদা আমারে দেশ ছাড়া করবে। তারে আমি একদিন খুন কৈর‍্যা ফাঁসির

কাষ্ঠে ঝুলুম কইয়া রাখলাম। ওর পানের মধ্যে যদি আমি করবীর বীচি কুচা কৈরা না রাখি ত আমি নেতারামের পুত্তুর বাঙ্গারাম না।

নন্দ—কেন, সেদিন ত তুই বললি, আইজদ্দির চোখ পড়েছে তোর বউর উপরে।—আজ আবার ফটকে ফটকে করছিস্ যে ?

বাঙ্গা—ঐ ত খুঁটার জোরে মেড়া কোন্দে। আইজদ্দির উষ্কানিতেই ত কৈটকার এত সাহস।

নন্দ—(অন্যমনস্কভাবে কান পাতিয়া দূর হইতে আগত আজানের শব্দ শুনিয়া) ঐ আজানের শব্দ আসছে কোত্থেকেরে বাঙ্গা ?

বাঙ্গা—বোধকরি সোনাই প্যাদার বাড়ির দরগায়।

নন্দ—সোনাই প্যাদার বাড়িতে আবার দরগা কোথায় রে ?

বাঙ্গা—ছিল না, জঙ্গল ফুইড়া বাইর হইছে

নন্দ—সে কিরে ?

বাঙ্গা—সোনাই প্যাদার বাড়ির পিছনে সেই ইছু মিঞার ছাড়া ভিটা—

নন্দ—হ্যাঁ—

বাঙ্গা—এবারে পাটের নগদা দাম পাইয়া সেটা কি'না নিছে সোনাই প্যাদা। তারই জঙ্গল সাফ করতে করতে বাইর হইয়া পড়ছে দুইটা ভাঙ্গা গম্বুজ। তার উপরে ছনের ছাউনি দিয়া দরগা তুইলা ফেলেছে। এবার দেখি সেখানে কত ছিন্নির মোচ্ছব !

নন্দ—ঐ আজান দিচ্ছে কে ?

বাঙ্গা—বোধকরি ইয়াসিন্ গাজি।

নন্দ—ইয়াসিন্ গাজি কেরে ?

বাঙ্গা—সেও ছিল না এ মুল্লুকে, কিছুদিন হয় আইয়া জোটছে দক্ষিণের চরের থিকা। বড় ফকির দাদা, দিনরাত্তির কাজ কারবার দ্যাবতা-

দুনের সঙ্গে ; ষষ্ঠীর দিনের কপাল লেখা গড়গড় কৈরা পৈড়া যায় শুধু কপালের দিকে একবার চাইয়া।

নন্দ—তাই বুঝি খুব ভিড় ?

বাঞ্ছা—ভিড় আইজ্ঞে খুব। হিন্দু-মুসলমান নাই সেখানে, বেহান থিকা সাঁজবাতি পয্যন্ত লোকের ধন্না।

নন্দ—তুই গেছিলি কোনো দিন ?

বাঞ্ছা—মিছা বলুম না তোমার কাছে, গেছিলাম একদিন পয়লা রাত্তিরে।

নন্দ—কি করলি গিয়ে ?

বাঞ্ছা—গরিব মানুষ, কি আর করি ? দুইখানা মোম দিলাম গাজির দুই পাশে।

নন্দ—শুধু সেইটুকু বিশ্বাস হয় না। আর কি করলি ?

বাঞ্ছা—আর আনলাম একটু পানিপড়া।

নন্দ—তুই তাই খেলি ?

বাঞ্ছা—আমি খামু ক্যান,—বউ খাইল।

নন্দ—কেন ?

বাঞ্ছা—সাচা কথা কই তোমারে। ভাবলাম কি, দু' দুইটা বউ মারা গেল, ছেইলা হোক মাইয়া হোক—একটা কড়া যদি থাকত ! এখন যদি এই ছোট বউটার অদেষ্টে কিছু থাকে।

নন্দ—(গম্ভীর ভাবে) হুঁ—

বাঞ্ছা—তাও কই তোমারে। এই দেখলাম ভাইবা, একটা পোলাপান কিছু না হইলে ঐ ছোট বউটারে আর রাখতে পারা যাইবে না ঘরে। ঐ ফৈটকা হারামজাদা—বোঝলা—বাপের বেজন্মা ঐ ফৈটকা হারামজাদা,—গেরদের মানুষ না খাইয়া মরে—জ্বরে মরে, কলেরায় মরে, যমের চৌক্ষে ধূলা দিয়া আছে ঐ ফক্কর

ছোড়া—দিন দিন বাইড়া ওঠছে যেন গোকুলের ষাঁড়। আমি কৈয়া দিলাম, তুমি দেখবা—ঐ নিব্বংশার ব্যাটা আমার হাড় ভাঙবে, মাংস কাটবে—চামড়া দিয়া ডুগডুগি বাজাইবে। সাধে কি দেশ—

(বাহির হইতে কানাই)—নন্দলাল এই ঘরে নাকি ?

নন্দ—হাঁ, কে ?

(বাহির হইতে) আমি রোস্তানকাঠির কানাই।

নন্দ—(তাড়াতাড়ি দুয়ারের কাছে গিয়া) কানাই ? এত ভোরে ?

কানাই—(ভিতরে প্রবেশ করিয়া) তুমিই বা রাতশেষে লণ্ঠন জ্বেলে কি করছ ? একি—এসব কি ? হঠাৎ চললে কোথায় ?

নন্দ—সে পরে হবে, আগে তোমার খবর বল। ব্যাপার কি ?

কানাই—ব্যাপার জরুরী, নইলে কি আর এত রাতভোরে ধাওয়া ক'রে আসি পাঁচ মাইল দূর থেকে ? ভাবলুম বেলা হ'লে তোমাকে আবার পাই কি না পাই—

নন্দ—কি ব্যাপার বলত।

কানাই—সলিমপুর থেকে এক মৌলবী এসেছে কাল মাথা-ভাঙার হাটে। রাত একপ'র ধ'রে সলা-পরামর্শ হয়েছে এতল্লাটের যত মুন্সী-মৌলবীর।

নন্দ—কি হ'ল কিছু খবর রাখ ?

কানাই—খবর পেয়েছি কাল রাত্তিরেই, খবর দিয়ে গেছে মাথা-ভাঙার আকুব খলিফা—আমাদের শান্তি সমিতির লোক।

নন্দ—কি সংবাদ ?

কানাই—সে বলল, মৌলবীর মতিগতি বিশেষ ভাল না। এমনতর উস্কানি দিলে মানুষের মন—বিষিয়ে উঠতে কতক্ষণ লাগে ?

নন্দ—কি বলেছে এ'স মৌলবী ?

কানাই—এ দেশ হবে পবিত্র মুস্লিমরাজ্য—এ নাকি স্বয়ং খোদার ফরমান।

নন্দ—ঠিকই বলেছে, নোতুন বলে নি ত কিছু। এ-কথা ত ঠিক হ'য়ে গেছে এক বছর আগেই যেদিন বাঙলাদেশ—শুধু বাঙলা দেশ নয়—সমস্ত ভারতবর্ষকে কেটে দু'ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

কানাই—ঠাট্টা রাখ নন্দ, এ মৌলবীটি যেমন এসেছেন তেমন তাকে সরিয়ে দিতে হবে।

নন্দ—কি ক'রে ?

কানাই—আমাদের যে শান্তি-সমিতি আছে—

নন্দ—ক্ষমা কর কানাই,—ঐ ব্যাপারটি আপাততঃ চেপে যাও। শান্তি-সমিতির কথা চেপে আপাততঃ অন্যকথা তোল।

কানাই—কেন ?

নন্দ—সত্যি কথা বলতে, আমার ওতে হাসি পায় !

কানাই—কেন ?

নন্দ—আচ্ছা ধর কানাই, ঘন বর্ষার দিনে হঠাৎ যখন প্লাবন আসে তখন যদি কয়েকটি চাষী তাদের ফসলের মাঠের আলের উপরে দাঁড়িয়ে যায় হাত দিয়ে সেই প্লাবন ঠেকাতে, তখন তোমার কি রকম মনে হয় ? তোমাদের ঐ শান্তি-সমিতি ব্যাপারটাও আমার সেই রকমই লাগে। এই শান্তি-সমিতি দিয়ে তোমরা যদি এই সব মৌলবী ঠেকাতে পার ঠেকাও—ভালই ত।

কানাই—আমরা ঠেকাব—তুমি ?

নন্দ—আমি অপবিত্র রাজ্যে স'রে পড়াই ঠিক করেছি।

কানাই—তার মানে তুমি পালাবার মতলবে আছ ?

নন্দ—খোঁচা দিয়ে বলতে ইচ্ছা করলে তা-ই বলতে পাব, নতুবা গোটের উপরে বাজ্য নিষ্কণ্টক ক'রে দিয়ে স'রে পডছি।

কানাই—এটা তোমাব অভিমান আর উষ্মার কথাই বললে।

নন্দ—আব যে কি বলা যায় তাই ত বুঝতে পাবছি নে।

কানাই—তোমাব সঙ্গেও এ নিয়ে এই ভাবে তর্ক কবতে হবে ভাবিনি নন্দ। এ নিয়ে তর্ক কবতে কবতে এখন নিজেবই বিবক্তি ধ'রে গেছে। তর্ক না ক'বে জিজ্ঞেস করছি, এইটাই কি তুমি প্রতিকারেব উপায় মনে কবছ?

নন্দ—ঠিক প্রতিকাবেব উপায় বলতে পাবি না, এটাকে আমি বলব আত্ম-বক্ষাব উপায়।

কানাই—যাবা তোমাব মতন স'বে পড়তে না পারবে?

নন্দ—(একটা সিগারেট ধরাইযা) ব'সে ব'সে কর্মফল ভুগবে।

কানাই—আর তাদের অতীত দিনের যে-সকল কর্মফল ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স হ'য়ে ক'লকাতায় বিরাজ কবছে তুমি ব'সে ব'সে তার ফল ভোগ করবে?

নন্দ—ও সব বক্তৃতার ফুলঝুরি অনেক দেখেছি-শুনেছি কানাই, কতগুলো গাল-ভরা বুলি এখন সবাই শিখে নিয়েছে। আজকাল আব ওতে বাহাদুবি নেই কিছুই।

কানাই—তুমি ক'লকাতাব উকিল, তোমার সামনে বসে বক্তৃতার ফুলঝুরি ছোটাব এমন বেয়াদবি নেই আমাব। তবে এটাও জেনো, মস্তবড় একটা যুগসন্ধির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দেশটা। দেশের সাধারণ অজ্ঞ লোক দিনরাত শুধু ভয় পাচ্ছে, একে ধরতে পারছে না, তাই তারা তাকায় তোমাদের দিকে।

নন্দ—তাকালেই বা কি করতে পারি?

কানাই—কোন কর্তব্য নেই তাদের সম্বন্ধে তোমার ?

নন্দ—কর্তব্য নেই তা নয়, কিন্তু সে কর্তব্য পালন করবার কোনো উপায় নেই। চারদিক থেকে হাত-পা বাঁধা। শুধু পারি অসহায় অপর দশজনের মতন এখানে নিরুপায় প'ড়ে থেকে বেইজ্জতি হতে—অনাহারে অবিচারে এখানে বসে তিলে তিলে মরতে। তাতে দুনিয়ার কারো কোন লাভ আছে ?

কানাই—আমি বলি লাভ আছে। জানইত নন্দ, যারা ডুবতে বসে তারা খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরতে চায়।

নন্দ—এইগুলোকেই আমি বলছিলুম বক্তৃতার ফুলঝুরি, যেগুলো দূরের থেকে দেখতে শুনতে বেশ, কিন্তু খুব কাছের ক'রে গ্রহণ করবার নয়। খামকা একটা সাম্প্রদায়িকতার জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে প্রাণ খোয়ানোতে বাহাদুরি থাকতে পারে, লাভ নেই কিছু।

কানাই—আমি বলব নন্দ, এটা তোমার গোড়াতেই ভুল। এটা শুধু সাম্প্রদায়িকতার আগুন নয়। উপরে সাম্প্রদায়িকতার ধোঁয়া লেগে আমাদের চোখ ঢেকে গেছে ; কিন্তু সে ধোঁয়ার নীচে যেখানে সত্যিকার আগুন জ্বলছে সেটা যুগান্তের আগুন।

নন্দ—তার মানে ?

কানাই—মানেটা অতি সোজা নন্দ। একটা মানুষ যখন অনেকদিনের পুরোনো হয়, তখন সে মরে। মরে সে আপনি, তবু একটা উপলক্ষ্য গ্রহণ ক'রে মরে। মরলে আগুন জ্বলে, পুরোনো যায়, নূতন আসে। তেমনি একটা যুগেরও। সে পুরোনো হ'য়ে গিয়ে আপনি মরে,—ম'রে জ্ব'লে ওঠে একটা উপলক্ষ্য গ্রহণ ক'রে। সে জ্ব'লে পুড়ে যায় ব'লেই ত নোতুন যুগ আসে।

নন্দ—এটা বুঝি তোমার নোতুন যুগের আগমনীর মশাল? আমাদের দিয়েই বুঝি খড়কুটো করতে চাও?

কানাই—শুধু তোমাদের দিয়ে কেন, কমবেশী সকলকেই পুড়তে হবে।

নন্দ—শুনতে মন্দ শোনাচ্ছে না কানাই। অনেকদিন বক্তৃতায় শুনেছি, এক যুগের পারে যেটা দেখা যায় শ্মশানের আগুন, অন্যযুগের পারে সেইটেই দেখা দেয় মশালের আগুন!

কানাই—বক্তৃতা বলে ব্যঙ্গ করলেইত সত্যটা আর মিথ্যা হ'য়ে যায় না নন্দ।

নন্দ—কিন্তু এযে একেবারে এক তরফা পোড়ান কানাই। একটা বিশেষ সম্প্রদায়ই কি এ যুগের খড়কুটো হল?

কানাই—সেখানেও বোধহয় ভুল করেছ। আগুন লেগেছে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের ভিতরে নয়, আগুন লেগেছে বিশেষ ধরণের একটা জীবন-ব্যবস্থায়। জঞ্জালটা বেশী জমেছিল যে সম্প্রদায়ের ভিতরে, আগুনটা লেগে গেছে সেই দিক থেকেই; কিন্তু সবখানি জ্বলা না দেখে তুমি তার সবটা বিচার করতে পার না।

নন্দ—অন্য কোথাও ত জ্বলার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিনা কিছুই।

কানাই—তার মানে তুমি বলছ, একটা সম্প্রদায় দেখতে না দেখতে বাস্তুহারা ছন্নছাড়া হ'য়ে গেল;—তার জমা-জমি গেল—ধন গেল জন গেল—মান গেল ইজ্জৎ গেল. আর তারই পাশে দেখছ আরেক সম্প্রদায়ের একেবারে রাতারাতি কি বাড়-বাড়ন্ত!

নন্দ—সাদা চোখে ত তাই দেখছি।

কানাই—সাদা চোখে দেখছ না, বিশেষ ধরণের চশমা প'রে দেখছ।

একটা কথা মনে প'ড়ে গেল নন্দ। আগে আগে গাঁয়ে কলেরা লাগলে কি হ'ত মনে আছে ?

নন্দ—সেই ফকিরের ওঝালি ?

কানাই—হাঁ, দাড়ি ঝুলিয়ে ফকির আসত ওলাবিবিকে পুড়িয়ে মারতে। কিন্তু সাধ্য কি বিবিকে পুড়িয়ে মারে! বাড়ির সামনে আগুন জ্বলে ত বিবি দৌড়ে ছাঁচে পালায়, ছাঁচে আগুন জ্বলে ত বাঁশ বনে যায়, বাঁশবনে আগুন জ্বলে ত পালায় 'নাড়ার কুড়ে'র নীচে। পুড়ে মরতে চায় না সে কিছুতে। এখানেও দেখছি তাই। এক সম্প্রদায়ের জীবনে আগুন জ্বলেছে, বিবি রাতারাতি রূপ বদলে ভর করছে গিয়ে অপরকে। কিন্তু যুগের আগুন যখন জ্বলে তখন কি আর পালিয়ে বাঁচা যায় ?.

নন্দ—না গো কানাই, নিজের ঘরে, নিজের গায়ে আগুন দিয়ে বসে তোমাদের যুগের আগুন জ্বালাতে পারব না।

কানাই—বেশ ত, না পার পালাও। তবে ঠিক জেনো—যেখানেই যাও—তোমার পুরোনো পোষাকটা যদি খুলে না ফেল, তবে এ আগুন তোমার পেছনে ধাওয়া করবেই—তা যেখানে যাও।

নন্দ—কানাই, বক্তৃতার জগতের চেয়ে পায়ের নীচের জগৎটা বোধহয় অনেক বড়।

কানাই—তুমি চটে যাচ্ছ নন্দ, তোমাকে আর চটাব না। তোমার তাড়া আছে অনেক দেখছি, নইলে রাত থাকতে এমন দড়াদড়ি নিয়ে বসে যেতে না। তোমার মতন যারা পালাবে তারা শীগ্‌গির পালালেই ভাল।

নন্দ—সে উপদেশ তোমাকে দিতে হবে না।

কানাই—উপদেশ নয়—অনুরোধ

নন্দ—তুমি ভদ্রতার সীমা রক্ষা করছ না কানাই—

কানাই—সেটা চট্ ক'রে এখন বেরিয়ে গেলেই হবে।

[কানাইর প্রস্থান]

নন্দ—ওরে বাঙ্গা—(বাঙ্গারাম ইতিমধ্যেই আবার ছালার চট মুড়ি দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, নন্দ ডাকিতেই এঁ্যা করিয়া লাফাইয়া উঠিল।) এর ভেতরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিস্ ব্যাটা? তুই কি মানুষ না জন্তু জানোয়ার? আপিং টাপিং ধরেছিস্ নাকি!

বাঙ্গা—ঠিক কইছ কত্তা, তুইটাকেই খুন করুম, আফিং দিয়াই খুন করুম। এই চক্ষু এমনি কৈরা একটু বুজছি—আর দেখি, মাথায় টেডি কাইট্যা বিড়ি ফোঁকতে ফোঁকতে ফৈটকা হারামজাদা আইসা উপস্থিত; ছোট বউটারে লইয়া একেবারে রসা'য়া বসছে। এই ফৈটকা হারামজাদা—

নন্দ—তোর চোদ্দপুরুষের মাথা খেয়েছে পাজি ছুঁচো কোথাকার। তুই ফের যদি আবার ছোট বউ আর ফটকের নাম করবি ত এক কিলের চোটে তোর তালের আঁটির মাথাটা একেবারে পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে দেব।

[বাহিরের দুয়ারের কাছে কাছেম পিয়াদা
ও দুইজন মাঝির প্রবেশ]

কে রে কাছেম নাকি?

কাছেম—হয়, আদাব কত্তা।

নন্দ—সঙ্গে আর কে কে?

কাছেম—নৌকার মাঝি, কথা কইবে কত্তার সঙ্গে।

নন্দ—আগে তোর সব খবর বল।

কাছেম—খবর কত্তা—আপনি যেভাবে যা কইছেন সেইভাবেই সব হইবে।

নন্দ—জমির কথা কি বলল আইজদ্দি ?

কাছেম—কইল, জমাজমির রক্ষণাবেক্ষণ সেই করবে, ধান পাটের দাম আপনার কাছে পাঠা'য়া দিবে।

নন্দ—কেন, জমি সে কিনবে না ?

কাছেম—না।

নন্দ—কেন ?

কাছেম—সে কয়, আমি গরিব মানুষ, জমি কিনুম, টাকা কই ?

নন্দ—হুঁ—এর ভেতরেই আবার গরিব হয়ে গেছে ? কেন, সেদিন যে সে সোয়া এগার শ' ক'রে কাণি জমির দাম করে গেল ? সব টাকা নগদ দেবে বলল যে ?

কাছেম—এখন ত সে অস্বীকার যায়।

নন্দ—অর্থাৎ সোজা মাথায় এবার বাঁকা বুদ্ধি ঢুকেছে। ভাবছে, কর্তারা যখন দেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছেন—আর সে যখন বর্গাভাগে জমি চষে, তখন ও জমি আজ হোক কাল হোক—তার পেটেই যাবে। সেটি আমি হ'তে দিচ্ছিনে। দেখ কাছেম, এক্ষুনি চ'লে যা লালচরে ; লালচরের মিঞারা সেদিন হাজার টাকা দর ব'লে পাঠিয়েছিল, আমি তাদের কাছে হাজার টাকায়ই জমি ছাড়ব। এবেলাতেই খবর দিয়ে আসবি, বুঝলি ?

কাছেম—যে।

নন্দ—ভাল কথা, আজ যে ক্ষেতভাঙার পালপার্বণ হবে না কিছু, ব'লে এসেছিস সকলকে ?

কাছেম—আমি ত কইলাম—

নন্দ—তারপরে আবার কি ?

কাছেম—আইজদ্দি ত আমারে হাইসা উড়াইয়া দিল।

নন্দ--কেন ?

কাছেম—কয়, ও আবার একটা কথা হইল ? সাতপুরুষের নাচ গান—মেজবান—ওকি একদিনের মুখের কথায়ই বন্ধ হইয়া যায় ?

নন্দ---তার মানে ? তুই তা হ'লে ভাল ক'বে বলিস নি। আবার ভোর না হ'তে সব এসে জমা হবে নাকিরে ?

কাছেম—আমি ত বারণ করছি—জনে জনে—পই পই কৈরা।

নন্দ—আমি তোর কোন কথায় আর বিশ্বাস করতে পারি না। সব লোকজন এসে যদি এখন আবার হৈ চৈ বাধায় ত আমি তোর শেষ দেখে নেব। কিহে মাঝিরা, তোমাদের আবার কি কথা ? নৌকো টৌকো ঠিক আছে ত ?

১ম মাঝি—আইজ্ঞা নৌকা ত ঠিক আছে—

নন্দ—তবে ?

১ম—কেরায়া যাওয়া যাইবে না।

নন্দ—কেন ?

১ম—বারণ হইয়া গেছে।

নন্দ—কার ?

১ম—মাথা-ভাঙার হাটে—মৌলবীর।

নন্দ—কি বলেছে ?

১ম—স্থাশ ছাইড়া যারা বৈস্থাশ যাইবে তারগো কেরায়া বাইলে গুনা হয়।

নন্দ—এই কথা শোনাতেই বুঝি নিয়ে এসেছিস এদের কাছেম ?

কাছেম—আমি লইয়া আসুম ক্যান্, মাঝিরাইত আইল কত্তার কাছে কথাটা জানাইতে।

নন্দ—হ্যাঁ হ্যাঁ—সবই বুঝতে পারছি আমি। আর ভাল মানষাতি করতে হবে না। সরে পর এখন সব।

[পট পরিবর্তন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিষ্ণুরায়ের বাড়ির সংলগ্ন ভিটার পুকুরঘাট। ঘাটে দুইটি মেয়ে মঙ্গলা ও জঙ্গলা 'থোক' হাতে সুর করিয়া মাঘমণ্ডলের গান গাহিতেছে। ঘাটের অল্প দূরে একটা জারুলের শিকড়ের উপর বসিয়া আছে আঠার উনিশ বছরের একটি মেয়ে অতসী।

মঙ্গলা ও জঙ্গলা—(গান)

আধাগাঙে বালি চুলি আধাগাঙে কালী।
মধ্যগাঙে ফুটিয়া আছে নাগেশ্বর ফুলের ডালি।
নাগেশ্বর ফুলে দিলাম বাড়ি,
ফুল ফুটিছে সারি সারি
ডাল পড়িছে নুইয়া,—
কোথায় যাওরে মালীর ছাওয়াল
পুষ্পের সাজি লইয়া।

অতসী—আজ এখন হয়েছে—এখন থাম, বাড়ি চল,—আমার অনেক কাজ আছে।

মঙ্গলা—বারে—বাড়ি চল কি? এখন পর্যন্ত যে সূর্যাই ওঠে নাই।

অতসী—সূজ্জ ত ঐ উঠেছে মঙ্গলা। তোরা রোজ রোজ দেরী ক'রে আসবি মুখ পাখলাতে—আর সূজ্জ কি তোদের জন্য লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবে।

মঙ্গলা—এঁ্যা—সত্যই ত সূজ্জ উঠলরে—ধর জঙ্গলা শীগ্‌গির গান ধর। —(উভয়ে গান)

সূজ্জ ওঠে কোন্ কোন্ বন্ন।
সূজ্জ ওঠে রক্ত বন্ন॥
ওঠরে সূজ্জ উদয় দিয়া।
মালীর ঘরের কোণ ছুঁইয়া॥

মঙ্গলা—দেখ জঙ্গলা—ঐ যে নন্দকাকা—

জঙ্গলা—সত্যই ত—এইদিকেই ত আসে—

মঙ্গলা—পালাই—পালাই—

অতসী—আহা, পালাবার কি হ'ল? নন্দকাকা কি বাঘ?

জঙ্গলা—হিঁ পিসি, বাঘই ত, ঢুঙ্গী বাড়ির লোকেরা ত তা-ই বলে।

মঙ্গলা—'কুলোই ঠাকুরে'র ভিখ মাগতে এবারের বারবাঘের লেখায় কি বলছিল জান না?

অতসী—কিরে?

জঙ্গলা—বলছিল—একবাঘরে একবাঘ সাহেববাবু—

অতসী—সাহেববাবু আবার কেরে?

জঙ্গলা—ঐ ত নন্দকাকা।

[নন্দলালের প্রবেশ]

নন্দ—কেনরে মঙ্গলী জঙ্গলী,—নন্দকাকা সাহেববাবু হ'তে গেল কেনরে?

অতসী—জান না নন্দ দা, ঢুঙ্গী বাড়ির ছেলেরা যে এবারে কুলোই'র ভিখ মাগতে তোমার নামে গান রচনা করেছে।

নন্দ—এঁ্যা—একেবারে গান ? আমার নামে ? কি গানরে অতসী ?

অতসী—তা বলব না, তুমি চটবে। গাঁয়ের লোক সবাই যে তোমাকে সাহেববাবু ডাকে।

নন্দ—কেনরে কেন ?

অতসী—বলবে না ? তোমার বাপ দাদা ছিলেন সব হালুটে গেরস্ত ; তুমি সহরে গিয়ে লেখাপড়া ক'রে ওকালতি ধরেছ—এবার পুরো সাহেব বনে গেছ।

নন্দ—এ সব কথা কি লোকে ইচ্ছে করেই বলে, না তুই বলতে শিখিয়ে দিয়েছিস ?

অতসী—বারে—

নন্দ—অমন ক'রে স্বর্গের থেকে পাড়িস্ নি অতসী, তুই সে সব পারিস্ আমি জানি।

অতসী—আমার আর রাত-দিন ব'সে কাজ নেই—

নন্দ—তোর আর অন্য কাজই বা কি ? গাঁয়ে বসে ওকালতিও করিস্‌নে, আর তোর ত এখন পর্যন্ত শ্বশুর বাড়িও হয় নি।

অতসী—ঠাট্টা রাখো নন্দ দা, তোমাকে নিয়ে গ্রামের লোকে কত কি যে বলে—।

নন্দ—কত কি বলে ? কি বলেরে অতসী ? অনেক খারাপ বলে ?

অতসী—খালি খারাপ কেন বলবে ? ভালও বলে, খারাপও বলে—দুই-ই বলে।

নন্দ—তাই বল। খারাপ বলে, যেমন—

অতসী—যেমন বলে, রায়দের বাড়ির নন্দরায় শহরে গিয়ে পেট ভ'রে বিদ্যা শিখেছে—তাতে কি হয়েছে ? রায়দের বাড়ির সে জৌলস আর নেই। ক্রমে তা নিভেই যাচ্ছে।

নন্দ—হুঁ—

অতসী—হুঁ করলে কি হবে? তুমি দুগ্‌গা পূজার পাঠা সব বন্ধ ক'রে দিয়েছ, লক্ষ্মীপূজার খাওয়া দাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছ। এবারে নীলপূজায় শিবের 'গিরি-সন্ন্যাসে' কেউ আর জলখাবার পায় নি তোমাদের বাড়িতে। তারপরে তুমি নাকি আবার আজকারের 'ক্ষেতভাঙা'র পাল-পার্বণও সব বন্ধ ক'রে দিয়েছ।

নন্দ—তুই ঘরে বসে এত সব রাজ্যের খবর জানিস্? কার কাছে শুনলি এসব?

অতসী – কার কাছে শুনলুম? তুমি ত দেশে এসে ঘরে বসে সাহেবিয়ানা কর – দু'দিন পরে আবার শহরে চলে যাও। আমাদের যে গ্রামে থাকতে হয়—হাজার রকমের কথা শুনে যে আমাদের কান ঝালা-পালা হয়ে যায়! কাল যে তুমি কাছেমকে দিয়ে ক্ষেতভাঙাতে আসতে সকলকে বারণ ক'রে দিয়েছ তাতে ক'রে গ্রামের সবলোক চটে গেছে—তোমার নিন্দা করছে।

নন্দ—গাঁয়ের লোকের নিন্দায় নন্দরায়ের গায়ে ফোস্কা প'ড়ে যায় না!

অতসী—তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে না, কিন্তু আমাদের গায়ে ফোস্কা পড়ে। এই সব তুমি ক'রোনা নন্দদা। গাঁয়ের লোককে এমন ক'রে ঘেন্না ক'রো না।

নন্দ—ঘেন্না আবার কোথায় হ'ল? তুই এসব বড় বড় কথা শিখলি কোথায় বল দেখি অতসী—

অতসী—আমরা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তোমাদের কাছে কথা কইতে নেই তা জানি; কিন্তু তবু তোমাকে বলছি, তুমি এইসব আর ক'রো না। বাবা বললেন, এই সাতপুরুষ ধ'রে তোমাদের বাড়ি ক্ষেতভাঙার আমোদ হয়—আর তুমি—

নন্দ—তোর বাবাকে এসব কে বলল ?

অতসী—কাল সন্ধ্যার পরে এই নিয়ে অনেক লোক এসেছে বাবার কাছে, আমিও সব শুনেছি। আগে নাকি ক্ষেতভাঙা নিয়ে তোমাদের বাড়ি কত গান-বাজনা খাওয়া দাওয়া ছিল। আমিও ত কত দেখেছি। এখন দিনকাল অন্যরকম পড়েছে—আমরা তা জানি। তুমি খরচ অনেক কমিয়ে দাও. আমরা বারণ করব না—একেবারে বন্ধ ক'রে দিও না। পাঁচ গাঁয়ের ভেতরে শুধু তোমাদের বাড়ি এই নিয়ে চাষীদের একটু নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদ—এ তোমাকে বন্ধ করতে দেব না।

নন্দ—নেরে অতসী, তুই তোর বক্তৃতা এইবারে থামা। বাপরে বাপ, একেবারে হাঁফ ধরিয়ে দিয়েছিস্। তুই গ্রামে ব'সে লেখা-পড়া না শিখেই এই বক্তৃতা শিখেছিস্—শহরে গিয়ে তুই লেখা-পড়া শিখলে আমাদের আর বাঁচোয়া ছিল না। এই ক'বচ্ছর ধ'রে তোর বক্তৃতায় বক্তৃতায় আমি একেবারে আধমরা হয়ে উঠেছি।

অতসী—বারে, বক্তৃতা আমি আবার কখন করতে গেলুম ?

নন্দ—কেন, তোর চিঠি ? তোর এক একখানা চিঠি ত পাক্কা বাইশ-মণি এক-একটি বক্তৃতার জালা।

অতসী—আমার চিঠি মানে ?

নন্দ—তোর চিঠি মানে হ'ল, তুই মুহুরী হ'য়ে মায়ের নামে যত চিঠি লিখিস্। ও যে তোরই মুন্সীয়ানা তা কি আর আমার বুঝতে বাকি থাকে ? এত উপদেশ বক্তৃতা—ইনিয়ে বিনিয়ে এত কথা—একি আর মায়ের সাধ্য ? আমি ঠিক জানি, এসব তোর কীর্তিকলাপ।

অতসী—বাজে ব'কো না নন্দ দা, বানিয়ে বানিয়ে তুমি যত মিথ্যা কথা বলতে শিখেছ।

নন্দ—আমরা তবু বানিয়ে মিথ্যা কথা বলি, তোর ত দেখি আর বানাতেও হয় না—বেশ ত চট্ পট্ জোগায়।

অতসী—বেশ, আমি আর চিঠি লিখে দেব না তোমার মাকে।

নন্দ—তা তুই পারবি কেন ?

অতসী—তার মানে ?

নন্দ—অত মানে দিয়ে আর কাজ নেই। ভোর বেলা মুখ না ধুয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করব না আর। দাঁড়া আগে চট্‌পট্ ক'রে মুখটা ধুয়ে নি। হ্যাঁরে—আর কি যেন বলছিলি ? আমাকে ভাল কে কি বলে তা ত আর বললি নে।

অতসী—বলে, তুমি মস্ত বড় বিদ্বান।

নন্দ—শুধু এইটুকু ?

অতসী—এইটুক্ হ'ল ? সেদিন শ্যামু তিলির নাত বউ কি বলেছিল জান ?

নন্দ—শ্যামু-তিলির নাত বউ তোর কানে কানে এসে কি কথা বলে গেল তা আর আমি জানব কি করে ?

অতসী—শোনই আগে। পিঠা খাবে সেদিন, চাল কুটতে এল আমাদের ঢেঁকিতে। বাড়ি যাবার আগে আমার কানে কানে এসে বলল কি—

নন্দ—যত রাজ্যের মানুষ সব এসে তোর কানে কানেই কথা কয় অতসী ?

অতসী—অমনি টিপ্‌পুনী কাটলে কিন্তু আমি আর বলব না।

নন্দ—আচ্ছা বল—

অতসী—তিলি বউ বলল কি, বামুন দিদি, রায় বাড়ির দাদাবাবুকে একদিন দেখিয়ে দিতে পার ?

নন্দ—তাই নাকি ?

অতসী—আগে শোন। আমি বললুম কেনরে ? বউ বললে—সবার কাছে শুনি কত বড় বিদ্বান্—দেখলে নাকি পুণ্য হয়।

নন্দ—পুণ্য পর্যন্ত হয় ?

অতসী—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

নন্দ—তুই তখন কি করলি ?

অতসী—তোমাকে একদিন দেখিয়ে দিয়েছি।

নন্দ—সত্যি ? কি ক'রে রে ?

অতসী—তা বলছি নে—

নন্দ—লক্ষ্মীটি—বল না—

অতসী—একদিন দুপুর বেলায় নিয়ে এলুম তিলির বউকে তোমার মাকে প্রণাম করাতে। তুমি তখন পশ্চিমের ঘরের দক্ষিণ বারান্দায় বসে চশমা চোখে কত সব কাগজ বিছিয়ে কাজকর্ম্ম করছিলে। দক্ষিণের ঝাঁপটা ছিল খোলা—সেই দক্ষিণের নেবুতলায় দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিলুম তোমাকে।

নন্দ—যদি ধ'রে ফেলতুম ?

অতসী—কি আর হ'ত ? বলতুম টক খেতে নেবু পাতা নিচ্ছি।

নন্দ—তা তুই ঠিক বলতে পারতি, মিথ্যে কথা তোর বেশ জোগায়। তা তিলি বউ দেখে কি বলল ?

অতসী—অত আর বলব না।—একেই যা দেমাক !

নন্দ—আচ্ছা দেমাক ছেড়ে দেব। তুই বল না—

অতসী—বলল, একেবারে রাজপুত্তুর !

নন্দ—রাজপুত্তুর ? বিদ্বান হ'লেই বুঝি রাজপুত্তুর হয় ?

অতসী—আমরা গেঁয়ো মুক্খু মানুষ, কাকে কি বলে অত কি আর জানি ?

নন্দ—থাক গে অতসী—তর্ক থাক। গান শুনে এলুম এ পুকুরে মুখ ধুতে—গান যে তোরা থামিয়ে দিলি।

মঙ্গলা—(ঘাট হইতে উঠিয়া আসিয়া) আমাদের আজকের গান শেষ !

নন্দ—কই, সূর্য ওঠাতে আরম্ভ করলি—সূর্য ত আর ওঠালি না।

জঙ্গলা—সে আজ মনে মনে—

নন্দ—মনে মনে কি আর সূর্য ওঠান চলে ? ওতে বত্ত ভাঙা যায়।

মঙ্গলা—যাঃ—

নন্দ—হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি জানি।

মঙ্গলা—তাই নাকি পিসি ?

নন্দ—পিসি কি জানে, আমি বলছি। আচ্ছা মঙ্গলী-জঙ্গলী সূর্য না হয় উঠে গেছে, সে গান থাক। বত্তের গান জানিস্ ? আজকে চলে যাচ্ছি, একটু শুনিয়ে দেনা—

অতসী—তুমি আজই চলে যাচ্ছ ?

নন্দ—হ্যাঁ—সে বলছি পরে।—শোনা না মঙ্গলী জঙ্গলী তোদের গান।

মঙ্গলা—তা কি ঐ ভাবে হয় ? বস আগে (নন্দের উপবেশন), এমনি আগে কোট কাটতে হয়,—তার শেষে—আহা—সুজ্জাই-গৌরাই কই।—

জঙ্গলা—(দুইগাছি ঘাস ছিঁড়িয়া) এই নেও—এই এক হাতে সুজ্জাই—এই আর হাতে গৌরাই।

মঙ্গলা—বোকার কাণ্ড দেখ, বাঁ হাতে বুঝি সুজ্জাই ! এই বাঁ হাতে গৌরাই—এই আর হাতে সুজ্জাই।

নন্দ—এখন বুঝি বিয়ে হবে ?

জঙ্গলা—আগে সুজ্জাই ঠাকুর বাজার করবে না ?

নন্দ—তবে তারি গান গা।

মঙ্গলা ও জঙ্গলা—(উভয়ে সুর করিয়া)

ওড়ে পাখী জোড়ে জোড়ে নদীয়ার কিনারে রে।

তোমরা নি দেখেছ আমার ছাওয়াল সুজ্জাই কোথায় রে।

দেখেছি দেখেছি সুজ্জাই মালিয়ার দোকানে রে।

বাছা বাছা ফুল কেনে বিবাহের কারণে রে ॥

নন্দ—শুধু ফুল দিয়ে বিয়ে হবে ?

মঙ্গলা—শুধু ফুল কেন, আরও অনেক।

নন্দ—বিয়ের বাজার সুজ্জাই ঠাকুর নিজেই করল ?

মঙ্গলা—তা করবে না ? কত যে সখ !

নন্দ—তাই নাকি ? কেনরে ?

মঙ্গলা—শোঁন তবে। ধর জঙ্গলা--(গান)

একটি যে ব্রাহ্মণের কন্যা মেলিয়া দিছে কেশ।

তা দেখি ছাওয়াল সুজ্জাই ফেরেন নানান্ দেশ ॥

ও সুজ্জাইর মা—

তোমার সুজ্জাই ডাঙ্গর হইল বিয়া করাও না ॥

একটি যে ব্রাহ্মণের কন্যা মেলিয়া দিছে শাড়ী।

তা দেখি ছাওয়াল সুজ্জাই ফেরেন বাড়ি বাড়ি ॥

ও সুজ্জাইর মা—

তোমার সুজ্জাই ডাঙ্গর হইল বিয়া করাও না ॥

নন্দ—এত সব ? এখন তা হ'লে বুঝতে পারলুম। তা'হলে ত বিয়ের জন্যে পাগল হবেই।

অতসী—হয়েছে মঙ্গলা-জঙ্গলা, আর কাজ নেই বিয়েতে, এখন বাড়ি যা।

জঙ্গলা—কাল মুক্তী পিসি সোনাপিসিকে কি বলছিল জান?

অতসী—(ধমক দিয়া) এই জঙ্গলী—

নন্দ—কি বলছিল জঙ্গলী, বলত—

জঙ্গলা—বলল কি—এই সেদিন না—সোনাপিসি না—লাল শাড়ী পরণে—আর খোলা চুলে—আমাদের বাড়ি আসছিল।—

নন্দ—মুক্তী পিসি কি বলল?

জঙ্গলা—বলল—অমন খোলা 'কেশে' ঘুরিস্ না অতসী, সুজ্জাই ঠাকুর কিন্তু—(বলিয়া জঙ্গলা ও মঙ্গলার দৌড়াইয়া প্রস্থান।)

[পট পরিবর্তন]

তৃতীয় দৃশ্য

বিষ্ণুরায়ের বহির্বাটী। পদার আড়ালে চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে বসিয়া বিষ্ণুরায় গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। সম্মুখের আটচালা ঘরে আইজদ্দি, মেছের, মোস্তাজ, বেঙ্গু কুলু, কিনারাম ও আরও অনেকে জটলা করিতেছে।

মোস্তাজ—ও দাদা কিনারাম, কও দেখি ভূঁইয়ায় আইজ কোন্‌ শাস্তোর পাঠ আরম্ভ করিলেন। ও ফুট্‌ফাট্‌ সাপের মন্তর যে আর ফুরায়ই না।

কিনারাম—চণ্ডীপাঠ মেঞা চণ্ডীপাঠ। অত ঠাট্টা বট্‌কারা করবা না। বাক্য জান? 'ঠাট্টা করে চণ্ডী, খসে তার মুণ্ডি।'

মোস্তাজ—ওরে বাবা, একেবারে মুণ্ডিপাত! তবে চুপ যাই। কিন্তু দাদা, এদিকে যে চণ্ডীপাঠ, আর ওদিকে যে খালি মাঠ! নিয়ম পেরথা যে আর কিছুই রইল না। বাপ দাদার কালেরথন একটা রেওয়াজ ছিল, এই মাঘমাসের মধ্যদিনে সুজ্জ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতের মধ্যে একবার হালখানা চালান, পুবের সুজ্জ যে গাছের আগারও পাঁচহাত উপরে উঠল, সে খেয়ালটি আছে?

কিনা—আরে মেঞা, খালি আমাদের খেয়াল থাকলে ত চলবে না; সবইত কত্তার ইচ্ছা কম্ম, এই ত গিয়া ধম্ম!

বেঙ্গু—আরম্ভ হইয়া গেছে ইতিমধ্যেই তোমার ছড়া কাটা?

কিনা—কেন, তাতে তোমার কোন ক্ষেতি আছে কুলুর পো?

বেঙ্গু—ক্ষেতি আছে বই কি? দিনরাত্তির কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর—ওকি আর ভাল লাগে?

কিনা—তোমার ভাল লাগবে কেন? বাক্য আছে, লেপা-পোছা কুলুর পো, মোড ফিরা'য়া ঘরে থো।

বেঙ্গু—সকাল বেলায় জলের মধ্যে তেযাও তোমার বাক্য। মানুষের পেট নাই ভাত—মনে নাই শান্তি,—তোমার আছে খালি বাশীক্রেত বাক্য।

কিনা—ওরে হস্তিমূর্খ, তুই কি বুঝবি বাক্যের মহিমা? মনের শান্তির জন্যই ত সব বাক্য। কথায় বলে,—পেটের জন্য ভাত, ল্যাং-এর জন্য তাঁত, আর মনে রাখ্য, জীবনের শান্তি বাক্য।

বেঙ্গু—বাক্যের ফট ফটিত সবই আমারগো কাছে। আসুক আইজ কাজল বযাতি—দেখা যাইবে তোর বাক্যের জোর।

কিনা—(সুর করিয়া) তবে আসুক বয়াতি, দেখামু বাক্যের কেরামতি। জয় মা কালী চতুর্ভুজা, মনের পুষ্পেই করলাম পূজা, নিবেদন মা ঐ চরণে, উবিষ্ট মোর রসনে, লোলো জিহ্বায় হাসি হাসি—বাক্য যোগাও মা রাশিরাশি।

মেছের—তুমি যে একেবারে আসর বন্দনা আরম্ভ করলা কিনারাম দাদা, একটু সবুর সও।

মোস্তাজ—আর সবুর সইয়াই বা কি হইবে? পালপার্ব্বন আইজ আর কিছুই হইবে না। চলরে ওরে কিনারাম ভাই, নাস্তা খাইতে বাড়ি যাই।

কিনা—(মোস্তাজকে জড়াইয়া ধরিয়া) বাহার বাবা, বাহার বাবা, এইত শিখ্যা নিছ। আইজের তর্জায় কিনারামের দোহার মোস্তাজ মেঞা!

মোস্তাজ—আর দোহার দাদা! ভুইয়ার দেখছি, কি যেন রে কইলি কিনারাম

কিনা—ভুঁইয়ার চণ্ডীপাঠ, আর তোর কিনা মুণ্ডিপাত।

মোস্তাজ—কেনরে দাদা?

কিনা- নইলে আমার মেলবে কেন? এই যেমন ধর—(সুর করিয়া)
শোন্‌রে মোস্তাজ নির্ঘাৎ, ভুঁইয়ার হইবে চণ্ডীপাঠ, তোর হইবে মুণ্ডিপাত, শোনরে মোস্তাজ ধরি হাত, করিলা তোর বান্ধে ভাত, যদি হয় তোর মুণ্ডিপাত, কেমনে খাবি রাঙ্গা চাউলের মিষ্টিভাত, তার চাইয়া আয় আমার সাথ—ছড়া বান্ধি—

মেছের—আরে কোন্ গান আরম্ভ করলা দাদা? ক্ষেপারা নাকি কত্তারে? সকাল বেলায় একটু শাস্তোর পাঠও করতে দেবা না?

বেঙ্গু—শাস্তোর ত মেঞা শাস্তোর—

কিনা—এযে সাগর দুস্তর—

বেঙ্গু—তাই-ই দেখি।

কিনা—মাথায় মারি প্রস্তর—পাঠায় যেন যমের ঘর।

বেঙ্গু—যা কইছিস্ দাদা, এত আর থামবার নামই নাই! বচ্ছরের একটা দিন, এই শীতে কেঁথু বুকে দিয়া রাইত থাকতে বাইর হইলাম কি তোমার ঐ শাস্তোরের জন্য?

মেছের—কাম থাকে তোমার, বাড়ি গেলেই পার—হাত ধরে কে?

মোস্তাজ—তুমিই বা অত চট কেন মেঞা?

কিনা—আহা চটবে বই কি, চটবে বই কি! [illegible] লাগে, পুত্তুর কিনা, তাই ছ্যাঁৎ কৈরা লাগে।

মোস্তাজ—রাখ তোমার [illegible] পৌত্তুর—

কিনা—আহা [illegible] একেবারে পুষ্য পুত্তুর।

মেছের—তাতে [illegible]

কম পড়ে ? রায়বাড়ির খুদকুঁড়া দিয়াই ত বাঁইচা আছ।

কিনা—সাবধানে কথা কইস্ মেছের—

আইজদ্দি—(রুদ্ধস্বরে) কোন কেচ্ছা আরম্ভ করলা সব ? গায়ে তোমারগো আনন্দের আর সীমা নাই ? বাড়ি যাও সব—বাড়ি যাও—

মোস্তাজ—একবর বেলায় এখন বাড়ি যাও কইলেইত হয় না সর্দারের পো, এখন ম্যাও ধরে কে ? এখন গিধা নাস্তা পাই কোথায় ?—খাই কি ?

আইজদ্দি—আমি তার কি জানি ?

কিনা—এখন সর্দার হাত ধুইলে চলবে কেন ? তুমি জান না ত জানে কে ? আমরা ত কাইল বাত্তিরে বারণই করছিলাম, কি কও মোস্তাজ ?

মোস্তাজ—আর এখন যে কইতেছ, বাড়ি চৈলা যা, বাড়ি গিয়া এই সকালে এখন খাই বা কি তাই কও। (কিনারামের প্রতি) যখন বাড়িথন বাইর হই, তখন বুঝলা দাদা, কবিলা কইল, দুইটি নাস্তা কৈরা বাইরবা নাকি মেঞা ? ভাবলাম, সেই আগের দিনের মেজবান আর না থাকলেও আইজ বচ্ছরের একটা দিন—রায়-বাড়িতে নিদান পক্ষে বুঝলা দাদা, এই চিড়া-নারকোল ভিড়মিঠা—তার ত আর বাধা নাই। এখন দাদা, এদিকও যায়, ওদিকও যায়, 'পাইলা'র নাস্তা কি আর একটিও এখন

বাস্ত-সমস্তভাবে বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

এই যে দাদা বাঞ্ছারাম—

কিনা—বাঞ্ছারাম নয় গো মেঞা—একেবারে বাঞ্ছাকল্পতরু। বাকো

আছে---হারায় যদি পাঠাছাগল, হারায় যদি গোরু, ভিটা অঙ্ক খুঁইজ্যা দেবে—

মোস্তাজ—বাঙ্গা-কল্পতরু ।—

কিনা—আরে বাহার বাবা, বাহার বাবা, আইজ মেঞা ছাড়ছি না, আইজ দোহারকি আমার দলে ।

মোস্তাজ—বলি প্যাদা, নায়েব, মুহুরি সব আইজ কোথায় গো দাদা ?

বাঙ্গা—নায়েব-মুহুরি পরশু গেছে আদায়-তশিলে—

মোস্তাজ—আইজ ক্ষ্যাত ভাঙ্গার দিনেও আদায়-তশিল ! এ-সব কও কি দাদা ! তা দাদা, কর্তাপক্ষের ভিতরে এক তোমারই যখন ছিরি চরণের দর্শোন মিলল, তখন এক ছিলুম কড়া তামাকই একবার খাওয়াও !

বাঙ্গা—তামাকের তামাসায় ক্ষেমা দাও—কাজের নাই অন্ত—ব্যস্ত আছি—(প্রস্থানোদ্যত)

কিনা—(হাত ধরিয়া) আমরা তাইলে কেমনে বাঁচি ?—

বাঙ্গা—(জোরে হাত ছাড়াইয়া) বাড়ি যাও সব, নইলে দাদাবাবু ভীষণ ক্ষ্যাপবে । তর্জন-গর্জন করতেছে বাড়ির মধ্যে ।

আইজদ্দি—কেন ? এত তর্জন গর্জনের ব্যাপার কি হইল ?

বাঙ্গা—কেন ? কাছেম কাইল খবর দেয় নাই সকলরে—ক্ষ্যাত ভাঙা হইবে না আর এই বচ্ছরে ?

আইজদ্দি—ক্ষ্যাত ভাঙা হইবে না কি কপাল ভাঙা হইবে ? বচ্ছর ভর খাবা কি ? মাটি না ঘাস ?

বাঙ্গা—ক্ষ্যাত ভাঙতে তোমারে কে বারণ করে সর্দার ? পাল-পার্বন জাঁক-জমক হইবে না কিচ্ছুই ।

আইজদ্দি—ধম্ম কম্ম তাইলে সব লোপ পাইবে ?

বাপ্পা—হাল নিয়া মাঠে গিয়া নাচন কোঁদন—আর চিড়া-গুড়ের ধ্বংস, এ আবার একটা কোন্ দেশী ধম্ম কম্ম ?

আইজদ্দি—কোন্ দেশী ধম্ম কম্ম তুমি জান না ? তোমার বাড়ি কোন্ দ্যাশে মশায় ? তুমিও কি বিলাতের থন্ সাহব আইলা না'কি এই মুল্লুকে ?

বাপ্পা—অত চড়া কথা কেন তোমার কও দেখি সর্দার ?

আইজদ্দি—চড়া-ঢিলার কোন কথা নাই, কথা মোটামুটি এই, আমার চৌদ্দ পুরুষে কখনো ক্ষ্যাত ভাঙার গান বাজনা আমোদ-আহ্লাদ না কৈরা মাঠে হাল দেয় নাই—ঐ আমারগো ধম্ম কম্ম। আমরা ত আর সাহব না দাদা, আমরা আমাদের ধম্ম-কম্ম ছাড়মু না।

[বিষ্ণুরায় চণ্ডী পাঠ থামাইয়া আটচালায় প্রবেশ করিল]

মেছের—চুপ্ চুপ্—কত্তার শাস্তোর পাঠ শেষ হইয়া গেছে।

বিষ্ণু—(অতি গম্ভীর স্বরে) কিসের জটলা-পটলা হচ্ছেরে এখানে আইজদ্দি ?

আইজদ্দি—আইজ ত ভূঁইয়া পনরই মাঘ।

বিষ্ণু—আমি তা জানি।

আইজদ্দি—সূজ্জ না উঠতে আমরা তাই চৈলা আসছি।

বিষ্ণু—কেন, তোরা জানিস্ না, আজ আর ক্ষেত ভাঙার উৎসব হবে না কিছু ? কাছেম কাল খবর দেয় নি ?

আইজদ্দি—তা বিশ্বাস করি নাই।

বিষ্ণু—(গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) বিশ্বাস করিস্ নি—তা ঠিকই করেছিস্। প্রথমটায় ভেবেছিলুম .চটর—ভেবে

দেখলুম—না, চটবার কথা ত বলিস্ নি। (আবার খানিকটা ভাবিয়া) হঁ্যা ঠিকই বলেছিস্। রায়দের বাড়িতে পনরই মাঘে ক্ষেত ভাঙার কোন উৎসব হবে না—এ কথা ত বিশ্বাস করবার কথা নয়—বিশ্বাস করিস্ নি বেশ করেছিস্। কিন্তু—(ভাবিয়া) না—উৎসব আজ আর কিছুই হবে না—ফিরেই যা।

আইজদ্দি—এবারে ক্ষ্যাত তা'লে পতিত থাকবে ?

বিষ্ণু—না, পতিত আর থাকবে কেন ? আর একদিন এসে তোরা নিজেরা নিজেরা ক্ষেত ভাঙিস্। তারপরে 'জোবা' দেখে ভাল ক'রে একদিন হাল দিবি—ধান রুয়ে দিবি।

আইজদ্দি—এভাবে ত কোনদিন হইত না।

বিষ্ণু—হ'ত কি আর আমিই বলছি ? যা হ'ত না, তাই হবে। কত জিনিস ছিল না, আজ হচ্ছে ; আজ যা নেই, কাল তা হবে—এই ভাবেইত দুনিয়াদারি চলছে। তোর বাজানের দাঁত ছিল, এখন নেই ; আমার মাথায় কালোচুল ছিল—এখন সাদা হয়ে যাচ্ছে। সব জিনিস কি সব সময় এক রকম থাকে ?

বেঙ্গু—ভূঁইয়া গরিবের মা-বাপ।

বিষ্ণু—কে বললি তুই ? (কাছে আগাইয়া) বেঙ্গু কুলু ? তা গরিবের মা-বাপ তাতে তোর কি ? তুই ত আর এখন গরিব লোক নস যে তোর মা-বাপ হ'তে যাব।

বেঙ্গু—কি যে সব বলেন ! আমি গরিব নাত এ গেরদে গরিব কে ?

বিষ্ণু—কতাবার্তা ত খাসা শিখেছিস্। বেশ ত মিষ্টি মিষ্টি ক'রে বলিস। আমিও তাই শুনেছিলুম সেদিন নিবারণ বস্তের কাছে। হাত-পা নেড়ে নাকি একসঙ্গে তিনঘণ্টা বক্তৃতা করিস্। তোর জাত-ভাইরা তাই তোকে নাকি খুব তারিফ করে। বেশ বেশ। এবারে

নাকি তুই ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হ'তে যাচ্ছিস, সবাইকে নাকি এক হাত দেখে তবে ছাড়বি।

বেঙ্গু—এই সব মিথ্যা কে যে ছড়ায়!

বিষ্ণু—ছড়াবে আবার কে—ছড়ায় বাতাসে। বাতাসের কি আর কাণ্ড-জ্ঞান আছে যে কার কথা ঠিক কার কাছে বলতে নেই? সবই এনে একদিন আচমকা কানে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। তা আমি খারাপ কিছু বলছি না—ভালই করেছিস। আমাদের মাথা ডুবছে—তোদের মাথা ভেসে উঠছে।

বেঙ্গু—আজ্ঞে ভুঁইয়া কি সব কন।

বিষ্ণু—না না, রাগ ক'রে বলছি না, ঠাণ্ডা মাথায়ই বলছি। হ্যাঁ শরীরের মধ্যে রক্ত এখনও টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে উঠতে চায়—তবুও দেখ ঠাণ্ডা মাথাতেই বলছি—ঠিকই হয়েছে। এতো খালি তোর আমার ইচ্ছা নয়, বিধাতার ইচ্ছা। এই সেদিন বহুদিন পরে গেলুম চরের জমিজমা দেখতে, গিয়ে দেখি, আমার জমিজমা যা ছিল, কেবল ভেঙেই যাচ্ছে—ভেঙেই যাচ্ছে—চেয়ে দেখলুম—ওপারে আবার চর জাগছে। ভাবলুম—বিধাতার ইচ্ছা এই—ভালই হ'ল।

বেঙ্গু—শত্তুরে আপনার কান ভারী করছে।

বিষ্ণু—কান ভারীতে কিছু হয় না রে বেঙ্গু, যদি মন ভারী না হয়। মন ভারী এখনো হয়। মন ভারী তখন হয় যখন—(সহসা উত্তেজিত ভাবে) যখন কানে শুনতে পাই, মঙ্গল কুলুর বেটা বেঙ্গু কুলু সভা ক'রে জাতভাইদের বারণ করে বিষ্টু রায়ের জমাজমি চষতে, যখন শুনি, সে চোখ পাকিয়ে হাত নেড়ে বলছে, বিষ্টু রায়কে সে হাতেও মারবে ভাতেও মারবে। সেদিন ইচ্ছে হয়েছিল,

তোর মাথাটা ছিঁড়ে নিয়ে এসে এবারে জমিতে নোতুন ফাস দেব। (আবার আস্তে) তা যখন করিনি, তখন কিছুই আর করব না—ক্ষেতভাঙার কোন উৎসবও করতে দেব না। তালুকদারি যখন ছেড়েই দিয়েছি—তখন আর এক আধটা চাল-চলন রেখে লাভ কি ? ওতে শুধু চোখ ফেটে জল বেরুতে চায়।

আইজদ্দি—তালুকদারি না থাকলেও পেট ত আছে কত্তা—সেদিকে ত দিষ্টি দিতে হইবে।

বিষ্ণু—কি বললি ?—পেট চালাতে হবে। তা ত বটে, তা ত বটে। তুইও ত টোনক-টানক কথা বেশ বলিস আইজদ্দি। তা ভগবান্ যখন পেট দিয়েছেন তখন আর কয়েকটা দিন হয়ত চালাবার ব্যবস্থাও করে দেবেন। আর নইলে, এ বাড়ি-ঘর জমাজমিত শুনলুম দু'দিন পরে তোরই হ'য়ে যাবে, তখন পুরণো মনিবকে দয়াঘেন্না ক'রে না হয় এক মুঠো দিবি,—পুঁজি ত আর বেশী নেই !

আইজদ্দি—এ সব কথাই বা কে রটায় ?

বিষ্ণু—রটালি ত তুই নিজে। হাটের মাঝখানে সেদিন একগাদা লোকের ভেতরে তুইত নিজেই ছড়িয়ে দিলি—হাসতে হাসতে ছড়িয়ে দিলি। তোর পাটের আর ধানের নগদ টাকা জমেছে অনেক, তারপরে আবার নোতুন' 'ডিলারি' পেয়েছিস্, তাতেও টাকা জমছে বেশ ; তাই দিয়েইত শুনছি কিনে নিবি আমার জমাজমি, ভিটে মাটি।

আইজদ্দি—এ সব কত্তার ঠাট্টা।

বিষ্ণু—ঠাট্টা নয়রে, হয়ত সত্যিও তাই। তবে দেখ, এ বচ্ছরটা একটু ধৈর্য ধ'রে থাকলেও পারতিস্,—টাকাত আর ঘর ভেঙে

যাচ্ছে না। (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তা হ্যাঁ—শোন আইজদ্দি—তা ভালই বলেছিস্—তাই কর। এ নিয়ে আর হাঙ্গামা করতে ইচ্ছা হয় না। জমিজমা নগদ দাম দিয়ে তুই-ই নিয়ে নে। করিম চাচার ছেলে তুই—তোর বাজানের কোলে পিঠে আমিও মানুষ হয়েছি। আমার নন্দ ভোগ করলেও যা, তুই ভোগ করলেও তাই। তবে—তবে—হ্যাঁ শোন, এই হাটে-বাজারে রাস্তায়-ঘাটে ঢাক পিটিয়ে ব'লে বেরাস নি। আর না হয় তা বলিস্, কয়েকটা দিন একটু সবুর স,—আর কয়েকটা দিনই বা কেন বলছি—এই আজকের দিনটা একটু সবুর স। নন্দ বলছে আজকেই চলে যেতে; সেই বুদ্ধিই দেখছি ভাল। রোজ দু'বেলা আঁচড় লাগে গায়ে—রক্ত বেরোয়—জ্বালা করে। বুড়ো মানুষ ত? মনটা বড় খিচড়ে যায়। হঠাৎ ইচ্ছে হয়—এইবার একবার চটে উঠি,—ইচ্ছে করে অমুকের গলাটা টিপে দিয়ে মুখটা একেবারে বন্ধ করে দি। কাজ কিরে বাপু আর সে সবে? এখন বুঝতে পেরেছি—এ আশমানের ভাঙন—একি আর মানুষ রুখতে পারে? লাভের মধ্যে নিজে মাথা খুঁড়ে মুখ থুবড়ে মরব। কাজ নেই—আজই চলে যাব—সেই ভাল। তুই না বললেও আমি বলছি—করিম চাচার ছেলে তুই, জমাজমি সব তুই-ই কিনে নে।

আইজদ্দি—সে সব ত কত্তা পরের কথা।

বিষ্ণু—পরের কথা নয়রে—আজ সত্যি সত্যি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কোথায় জানি না—যাচ্ছি তা ঠিক। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখ কত কি সব ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে দেখ, বাড়িঘর আমি বেচব না, ওটা থাক। রক্ষণাবেক্ষণ তুই-ই করিস্; তোর

বাজান ত এখন বুড়ো হ'য়ে আসছে—তুই-ই একটু দেখিস শুনিস। ঘর বাড়ি বুঝলি আইজদ্দি, (উত্তেজিত ভাবে রামহরি রায়ের ছেলে বিষ্টু রায়ের ঘরবাড়ি—তাতে যেন কেউ হাত দেয় না—বাড়ির কুটোগাছও যেন নড়ে না; এই ভিটে মাটির সঙ্গে যেন ধ্বসে পচে মাটি হ'য়ে মিশে থাকে। (বলিতে বলিতে বিষ্টু রায় সহসা থামিয়া গেল—সে বাড়ির সামনের খোলা দীঘির দিকে তাকাইয়া রহিল।)

মেছের—দ্যাশ-গাঁ ছাড়বার কথা এসব কি কন বাজান-ভূঁইয়া ?

বিষ্ণু—(শুষ্ক হাসি হাসিয়া) কেরে মেছেরও এসেছিস্ ক্ষেত ভাঙতে ? তা আসবিইত, তুই আসবি না ত কে আসবে ? দেশ-গাঁ আজ ছেড়ে যাচ্ছি বটে—তা ব'লে তোদের কি একেবারেই ছেড়ে যাব ? ধর্ম্মের চাকা আবার হয়ত ফিরে যাবে—আবার আসব। তোর ছেলে কত বড় হয়েছেরে মেছের ?

মেছের—এই ত তিনে পড়ল।

বিষ্ণু—তোকেও ঠিক তিন বছরেই পেয়েছিলুম মেছের। একদিনে মা-বাপ ম'রে গেল কলেরায়—তোকে নিয়ে এলুম আমি—তিন বছরের ছেলে! তোর ছেলে এখন তিনে পড়ল ? তা হ'লে ত বেশ বড় হয়েছে। কথাবার্ত্তা কইতে শিখেছে ?

মেছের—মুখে এখন খই ফোটে।

বিষ্ণু—তাই নাকি ? বেশ বেশ। তা হ'লে মেছের, আজ এক কাজ করিস। এই দুপুরের দিকে—বুঝলি—আমাকে একবার নিয়ে যাস ডেকে তোর বাড়িতে; বয়স ত তিনকুড়ি চা'র হল, কোথায় যাই—কোথায় থাকি—আবার ফিরি কি না ফিরি—তোর বউকে আর খোকাকে আজ একবার দেখেই আসব!

হ্যাঁরে, তোর বউটা এখন বড়সড় হয়েছে,—এখনো তেমনি খিল খিল ক'রে হাসে? দেখ দেখ, ছেলে আমার বউর কথায় লাল হয়ে উঠেছে। যা লাজুক! ছেলে-বেলাতেও তাই-ই ছিলি।

আইজদ্দি—বেলা যে অনেক হইয়া যায় ভূঁইয়া।

বিষ্ণু—বেলা হচ্ছে, বাড়ি চলে যা। বললুমইত—আজ যাবার ভিড়ে আছি—আজ আর কিচ্ছু হবে না।

আইজদ্দি—হইবে না কি ক'ন ভূঁইয়া এই কি একটা কথা হইল?

বিষ্ণু—(সরোষে) কি বললি? এ একটা কথাই হ'ল না! তাই-ই বলে দিলি? ঠিক মুখের উপরেই বলে দিলি? এতখানি সাহস হ'য়ে গেছে এর ভেতরে? এই-ই ঠিক কথা হল। আমার কথা—বিষ্টু রায়ের কথা—আজ আর কিছু হবে না—কিছুতে না—

[করিম সর্দারের প্রবেশ]

(স্বর নামাইয়া) আদাব করিম চাচা, এই সকালে তুমিও এসেছ?

করিম—আসুম না কেন? বছরের একটা দিন। জার এখন গায়ে লাগে—সত্তইরের উপর বয়েস হইল, একটু রৌদ উঠতে আইলাম। গেলাম সোজা পূবের মাঠে, দেখি কেউ নাই! এখন পর্য্যন্ত সব এখানে কেন?

বিষ্ণু—চাচা, মনে আর ব্যথা দিও না। (করিম সর্দারের হাত ধরিয়া) আজ দেশ ছেড়ে চ'লে যাবই ঠিক করেছি—আজ আর কিছুতে কাজ নেই।

করিম—তাই কি কখনও হয়? দ্যাশ ছাড়বার কথা কত্তা পরে হইবে।

এ বেলা ত ক্ষ্যাত ভাঙা হৌক। ক্ষ্যাতেরও ত কত্তা ছাবতা আছে—ক্ষ্যাতের ছাবতা রুষ্ট হইলে ধান হইবে কোথাখন কত্তা?

বিষ্ণু—তাত বটে। তবে—

করিম—এর মধ্যে তবেটবে নাই। চল কত্তা ক্ষ্যাতে চল।

বিষ্ণু—(ভাবিয়া) তা মন্দই বা কি? গেলেও ত আর এ বেলাই যাচ্ছি না—

করিম—এ বেলা ত ক্ষ্যাত ভাঙ।

বিষ্ণু—তাই ভাল। এ বেলায় ক্ষেত ভেঙে না হয় বিকেলে রওনা হব।

করিম—বিকালের কথা বিকালে কত্তা, বেহানের কথা বেহানে; আগের কাজ ত আগে করা যাউক।

বিষ্ণু—তাই হবে চাচা, তাই হবে; ছেড়ে যাবার আগে আর একবার একটু মাঠঘাট দেখে যাই—একটু তোমার হাতের হাল চষা দেখে যাই! (সামনের দিকে চাহিয়া) করিম চাচা, দেখেছ কেমন ক'রে সূর্য উঠছে—কেমন ক'রে সূর্যের আলোতে আমার দীঘির জল ঝলমল করছে—দেখেছ? দেখেছ কেমন করে বড় বড় মাছগুলো সার বেঁধে মুখ তুলে জল চিবোচ্ছে আর কলমীর দল ঠুকরে খাচ্ছে? এ রকম তুমি আর কোথাও দেখেছ? কোনো গ্রামে? কোনো দেশে? ভোর না হ'তে শীতের দিনে এত রোদ—বাড়ির সামনে যতদূর চোখ যায় এমন মাঠ—দেখেছ তুমি—দেখেছ? আমি ছেড়ে যাব না—এ বাড়ি আমি ছেড়ে যাব না। এ আমার সোনারূপা—এ আমার স্বর্গ—এ আমার মা! করিম চাচা, কাল সারারাত আমি জেগেছি—আমার দেহ চ'লে না—মন চলে না! এই যে দেখছ চোখের

সামনে যত গাছ—এ আমার বাবার হাতে রোয়া, আমি আদর ক'রে যত্ন ক'রে বাড়িয়েছি। ঐ যে দূরের বটগাছ—ওর নীচে পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছেন আমার বাবা—আমার মা, তারপাশে ঘুমিয়ে আমার তের বছরের রতন—আর ঘুমিয়ে আমার দুর্গা-প্রতিমা—আমার দশবছরের মা পদ্মা! ঐখানে আমার লক্ষ্মী-নারায়ণ—ঐখানে প্রতিষ্ঠিত আমার বিশ্বনাথ—ঐখানে আমার দক্ষিণা কালী! এদের ফেলে আমি কিচ্ছুতে যাব না!—

করিম—ঠাণ্ডা হৌন ভূঁইয়া, শক্ত হৌন। কোথায় যাইবেন? কি হইছে? দুষ্টলোকে ঝগড়া-বিবাদ করে, তাতে সব ত্যাশ ছাইড়া পালাইতে হইবে? কিচ্ছু ভয় নাই, মনে জোর রাখুন—চলেন মাঠে যাই, মাঠে গেলেই মনে আবার জোর আসবে।

বিষ্ণু—তাই হবে—আজ ক্ষেত-ভাঙার উৎসব হবে। ওরে বাঞ্ছা—ওরে কাছেম—সব আয়; নায়েব-মুহুরি ফেরেনি আজও? না ফিরেছে মরুক গে। এস চাচা, আয় দেখি আইজদ্দি, গাছ থেকে নারকেল পাড়—চিড়া আন—গুড় আন—সবাই মিলে পেট ভ'রে খা—নাচ গা—ফুর্তি কর। চল মাঠেই যাই। নেরে আইজদ্দি—এই আটচালার মাচায় ওঠ, হালখানা একবার নামা দেখি।

আইজদ্দি—হাল ত কত্তা দেখতে পাইতেছি না।

বিষ্ণু—দেখতে পাচ্ছিস্ না? কেন? ঐখানেইত বরাবর থাকে—ঐ উপরে; নেই?

আইজদ্দি—দেখিতেছি না ত।

বিষ্ণু—এঁ্যা—দেখছিস্ না? তবে? তবে কি হল? ওরে কাছেম—

(নেপথ্যে কাছেম)—যাই কত্তা—

বিষ্ণু – যাই কত্তা কিরে ?—তুই কি নবাব নাকি ? (কাছেমের প্রবেশ) ছিলি কোথায় এতক্ষণ ? আমার হাল কোথায় রে ? (কাছেম মাথা নীচু করিয়া নিরুত্তর রহিল ; বিষ্ণু ব্যাঘ্র বাঘের মতন লাফাইয়া পড়িয়া কাছেমের ঘাড় ধরিল) কিরে—চুপ ক'রে রইলি যে ? আমার হাল কোথায় ?

কাছেম—হাল ত দাদাবাবু বিক্কিরি কৈর্যা দিছেন।

বিষ্ণু—এ্যাঁ, বিক্রি ? আমার হাল বিক্রি ? কার কাছে ?

কাছেম – রহিমগঞ্জের জনাবালির কাছে।

বিষ্ণু – জনাবালির কাছে ? আমার হাল ? আমার বাপ-দাদা ঘাড়ে ক'রে মাঠে ব'য়ে নিয়ে যেত যে হাল সেই হাল ? এত সাহস ? ডাক দেখি তোর দাদাবাবুকে – আমি দেখে নেব তার ঘাড়ের উপর কটা মাথা গজিয়েছে। হারামজাদা ছেলের দেশ ছাড়বার এত গরজ ! আমার হাল বিক্রি করল – এত টাকার লালচ ? আমার পাঁজরার হাড় ক'খানা খুলে খুলে বিক্রি করতে পারত না ? আমার হাল চাই – আজই চাই -- একখুনি চাই ! আমার ক্ষেত ভাঙার উৎসব হবে – আমার হাল !

[পট পরিবর্তন।]

চতুর্থ দৃশ্য

ব্রজহরির ঘরের বারান্দায় প্রভাতের রোদ আসিয়া পড়িয়াছে ; ব্রজহরি একটা 'মোড়া'র উপর বসিয়া রোদ পোহাইতেছে ও তামুক টানিতেছে।

ব্রজহরি—ওগো মা জগদম্বা, ঘরে আছিস্ নাকি ?

(ঘরের ভিতর হইতে অতসী) কেন বাবা ?

ব্রজ—তুই আমার সেই কাপড়টার কি করলি মা ?

অতসী—(নেপথ্যে) তুমি কি ক্ষেপেছ বাবা, ঐ কাপড় নাকি আর সেলাই করা চলে ?

ব্রজ—তোর যত বড়মানষি। সেলাই করা চলে না ত কি হয়েছে ? তুই স্থচ স্থতো আর কাপড়টা নিয়ে আয় দেখি এদিকে—

[অতসীর ছেঁড়া কাপড় ও স্থচ-স্থত্তা লইয়া প্রবেশ]

স্থির হ'য়ে আমার কাছে বস, আমি তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি—

অতসী—তোমাকে আর দেখাতে হবে না। (অপর দুয়ার দিয়া অতসীর মা ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ) দেখ মা, এই কাপড় নাকি আর সেলাই করা যায় ?

ক্ষেমঙ্করী—দে না ফেলে কাপড় আর স্থচস্থতো—নিজের কাপড় নিজেই জুড়ে নিক।

ব্রজ—তবেই হয়েছে, মঙ্গল রাজার শনি মন্ত্রী—তবেই কার্যসিদ্ধি ! বলি তোরা কেউ ওটা সেলাই করবি না, আমাকে ত দু'টো আলা-চালের যোগাড়ে বেরোতে হবে ? না ঘরে বসে থাকলেই চলবে ?

অতসী—কেন বাবা, তোমাকে ত এই ক'দিন ধ'রে বলছি, কন্ট্রোলের কাপড় এসেছে—রহিমগঞ্জে ত কাপড় বিক্রি হচ্ছে ; একবার চেষ্টা ক'রে দেখলেও ত হয়।

ব্রজ—দেখ অতসী, এই বয়সেই তোকে মায়ের মত ভিরমিতে পায় না যেন বলে রাখছি। দিনরাত আবোল-তাবোল বকিস্ না খালি।

অতসী—তোমাকে কিছু বললেই ত ঐ তোমার এক কথা।

ব্রজ—এককথা হবে না ত পাঁচকথা হবে কোত্থেকে? চেষ্টা কি আমি করি নি? চেষ্টা করলেই যদি পাওয়া যেত তা হলে তুই এমন ধিঙ্গী মেয়ে ছেঁড়া কাপড়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিস, আমি ঘরে বসে তাই দেখতুম।

ক্ষেম—চেষ্টায় মেলে ত আর সক্কলেরই—মেলে না শুধু আমাদের ঘরের লোকের। চির জীবনটাই এই দেখলুম।

ব্রজ—আবোধা জননা লোকের যত ধপর ধপর কথা! পাড়ার ভিতর কেউ পেয়েছে এক হাত কাপড়? কেউ দেখাতে পারবে?

ক্ষেম—কেন? এই যে পটল ডাক্তার—

ব্রজ—তবেই হয়েছে! রাখ তোমার পটল ডাক্তারের কথা। পটল ডাক্তার পৃথিবীতে যা করতে পারে তা ত্রিজগতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। সে মরা মানুষকে বাঁচাতে পারে, বাঁচা মানুষকে মরাতে পারে। নে রে অতসী আর দম্ভাস নি, যদি কিছু করতে পারিস ত কর, নইলে দে আমার কাপড়—ঐ জড়িয়েই বেরোব। দু'টি চালের যোগাড় ত চাই।

অতসী—তুমি চটে যেও না, আমার কথা শোন—

ব্রজ—ও সব কথা তুই আমাকে মোটে বলিস নি অতসী, বললেই আমি চটব—ভয়ানক চটব—তোকে আগ থেকেই বলে রাখছি।

অতসী—এ সব তোমার অন্যায় বাবা। দাদা যে তোমাকে কোন খোঁজ খবর করে না তুমি বল, দাদা কি মাইনে পায়? পাটকলে

তিরিশ টাকা মাইনে—তাতে ত শুনছি কলকাতায় আজকাল একজন লোকের খাওয়াই হয় না। নিজে প'ড়ে থাকে কোন্ ব্যারাকে। তারপরে লোকের অভাবে স্বভাব নষ্ট।

ব্রজ—তোর কাছে এত প্যাচাল কেউ কখনো শুনতে চায় ?

অতসী—তুমি যা-ই বল, দাদাকে চিঠি লিখলে সে তোমাকে একখানা কাপড় পাঠিয়ে দেয় না, এ আমি বিশ্বাস করব না কিচ্ছুতে। কলকাতায় ত শুনেছি, কাপড় কত সস্তা—কত লোকে ত কাপড় পাঠাচ্ছেও।

ব্রজ—আচ্ছা আমিই হার মানি—তুই কাল লিখে দিস চিঠি—যত কাপড়ের জন্যে ইচ্ছে হয়। (পথে পটল ডাক্তারকে যাইতে দেখিয়া) আরে এই যে, পটলভায়া যে—বড় ব্যস্ত-সমস্ত দেখছি যে—

[পটল ডাক্তারের প্রবেশ]

পটল—প্রাতঃপ্রণাম ঘোষালখুড়ো, হাতে রুগী একটা সঙ্গীন—

ব্রজ—কে হে ? বস, বস—অতসী জলচৌকিটা টেনে দে দেখি।

[অতসী এবং ক্ষেমঙ্করীর প্রস্থান]

পটল—বসব না খুড়ো—তাগিদ আছে। রুগী রহিমগঞ্জের মোহন মিঞা—রুগী সঙ্গীন।

ব্রজ—কি অসুখ বল দেখি ভায়া !

পটল—তোমাদের বাঙলা কবিরাজি নাম ত বলতে পারব না—

ব্রজ—হ্যারে ভাইর পো, ইংরেজি নামটাই বলে ফেল—এখন ওসব আমরাও দু'চারটে শিখে ফেলেছি—

পটল—এর নাম হচ্ছে গিয়ে খুড়ো স্নাভিভঙ্টক্।

ব্রজ—ওরে বাবারে—

পটল—বলিনি খুড়ো ?—এর নামেই ভয় পেতে হয়, রোগ আরও ভীষণ।

[অতসী চৌকি দিয়া আবার প্রস্থান করিল. পটল ডাক্তার চৌকি টানিয়া বসিল।]

ব্রজ—ব্যাপারটা বাঙলায় একটু বুঝিয়ে বল দেখিনি ডাক্তার।

পটল—সেইত এক ফ্যাসাদে ফেললে খুড়ো। ব্যাপারটা হ'ল এই,—এই শরীরের ব্লাড—কিনা রক্ত,—সেই ব্লাড যদি সব গিয়ে এক সময়ে হার্টের ভেতরে—অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ভেতরে ঢুকে পড়ে—

ব্রজ—ও বাবা, হৃৎপিণ্ডের ভিতরে আবার এত রক্ত ঢুকে পড়ে কি ক'রে !

পটল—তাইত হ'ল খুড়ো, সেইটাইত হ'ল রোগ। হার্টেত জায়গা নেই—এদিকে এসে ব্লাডের ঠেলাঠেলি—অমনি আরম্ভ হ'য়ে গেল ব্লাডিভর্টক্।

ব্রজ—এত ভীষণ অসুখ ভাই, এর ত তা হ'লে আর ওষুধ নেই কিছু!

পটল—ওষুধ আছে বই কি, কিন্তু ম্যাও ধরে কে ? এর ওষুধ শুধু হচ্ছে এই হার্টের চারপাশে খালি ইন্‌জেক্‌শন্। কে দেয় তার টাকা ? তবে খুড়ো কাল দু'পাশে দু'ফোঁড় দিয়ে কাপড় যোগাড় করেছি দু'জোড়া, এক জোড়া নিজের ধুতি, অপর জোড়া তোমার বধ্-মাতার শাড়ী।

ব্রজ—কি ক'রে বের করলে ?

পটল—বের করলুম ? ঐ মোহন মিঞা হচ্ছে ফুড কমিটির প্রেসিডেণ্ট ; যত কণ্ট্রোলের কাপড় সব খুড়ো দিনে রাত্তিরে শুধু 'বেলাক'! অনেকদিন টেউ টেউ করেছি পেছনে পেছনে দু'জোড়া কাপড়ের জন্যে, ব্যাটা চশমচোষা কি আর বের কত্তে চায় ?

ব্রজ—বের করালে কি করে ?

পটল—তবে কথাটা খুলেই বলি খুড়ো। এই মোহন মিঞা যদি ফেরে ডালে ডালে, পটল ডাক্তার ফেরে পাতায় পাতায়। পরশু মোহন মিঞার হাতখানা ধ'রে নাড়ীটা টিপে বলে দিলুম ঐ রোগের ভীষণ নামটি। নাম শুনেইত বাচাধনের কাম হয়ে গেল; আমার হাত দু'টি ধ'রে বলে, ডাক্তার বাঁচাও। আমি বললুম, ইন্‌জেক্‌শন্ লাগবে, দামী দামী ইন্‌জেক্‌শন্। মিঞা বলল, কতটাকা চাই? আমি চুপি চুপি বললাম, আপাততঃ দু'জোড়া কাপড় হ'লেই চলে। বলতে না বলতে বিছানার নীচ থেকে অমনি দু'জোড়া কাপড়. এক জোড়া ধুতি, এক জোড়া শাড়ী। পটল ডাক্তারকে আর পায় কে? এত বড় সুইটা বের করে গায়ের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এলুম গরম জল—এপাশে একটু, ওপাশে একটু! যা ফোঁড়া ফুঁড়েছি—সাতদিন টের পাবে—কাকে বলে ইন্‌জেক্‌শন। উঠি খুড়ো বসব না—কাজ আছে।

ব্রজ—আরে বস বস, দেশ-গাঁয়ের দু'পাঁচটা খবর-পত্তর বল। কাল রাত্তিরে যে সব জটলা-পটলা করলে তার কি হল?

পটল—ঐ সব জটলা-পটলার ভিতরে পটল ডাক্তার নেই। গেছে শুনলুম আজ সব ক্ষেত ভাঙতে। দরকার কিরে বাপু, যার জমি, যার নাম-কাম সে-ই যদি থাকে অরাজি—তবে কাজ কি তোদের এ জোরাজুরি দিয়ে?

ব্রজ—তাত বটেই

পটল—আসল ব্যাপার জান খুড়ো? আরে পটল ডাক্তারের চোখে ধুলো দেবে এমন বাপের ব্যাটা জন্মায় নি কেউ এ তল্লাটে। ঐ আইজদ্দির মাথায় কুবুদ্ধি ঢুকেছে—ভয় করে একটু বাপকে। ধান-পাট বেচে কাঁচা টাকা হাতে পড়েছে বেশ; তাই ভেবেছিল,

বাড়ির পাশের জমাজমি সব কিনে নেবে নগদ টাকায়। এখন ভাবছে, বিষ্টু রায় যখন দেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছে, আর জমিগুলো যখন বর্গাভাগে ওরই হাতে তখন আর কিনে লাভ কি ?—ও ত বিনে টাকায় ওরই হয়ে যাবে। তারই পরামিশ করতে এসেছিল কাল রাত্তিরে।

ব্রজ—ক্ষেতভাঙা দেখতে তুমি গেলে না ?

পটল—ক্ষেপেছ খুড়ো ;— আজ কি আর ক্ষেতভাঙা হবে ? আজ যে বিষ্টু রায় দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ব্রজ—আজই ? এত হঠাৎ ?

পটল—চিন্তা নেই খুড়ো, যা একটি সাহেব রত্ন জন্মেছে কুলে, ভিটায় ঘুঘু চরল আর কি ! এ সব পুত্তুরের বুদ্ধি। আমাকে ডেকে পাঠাচ্ছে দিনে পাঁচবার ; আমি কি করব ? বুদ্ধি দিলে শুনবে ? কেন যাই অপমানী হতে ? লক্ষ্মী ছেড়েছে খুড়ো—লক্ষ্মী ছেড়েছে, নইলে কি এবারে দুর্গা পূজার মোষ বলির জায়গায় পাঁঠা বলিও বন্ধ ! এখন আবারে ক্ষেত ভাঙার পাল-পার্বণও বন্ধ ; খালি টেড়ি কাট, নিত্য নোতুন জামা পর, আর সিগারেট ফোক।

ব্রজ—যা বলেছ ভায়া।

পটল—বলি লোকজনে যে তোদের ধান-পান খাজনা-পত্তর দিচ্ছে না, কেন দেবে ? কি দেখে দেবে ? তালুকদার মুখে বললেইত হবে না, তালুকদারির তোদের আছে কি ?

ব্রজ—তাত বটেই, তাত বটেই। যাক্ গে সে সব বড়লোকের বড় বড় ব্যাপার। শোন ডাক্তার, তুমি দুনিয়ার লোকের উপকার ক'রে বেড়াও, বুড়ো আমার একটা গতি তোমাকে করতেই হবে।

পটল—কি গতি ?

ব্রজ—দেখছ না মেয়েটার দিকে তাকিয়ে? বামুনের মেয়ে—এই উনিশ পেরিয়ে বিশে পা দিল। তোমারত ভায়া গ্রামের কারো কথা কিছু অজানা নেই। এখন ত দেখ, পেটে দিতে পারি না ভাত, ল্যাং-এ দিতে পারি না কাপড়।—তারপরে দেখ আবার কি যে দিনকাল প'ড়ে গেল! এতবড় মেয়ে ঘরে রেখে দিনরাত যে ভয়ে ম'রে গেলাম। ভয়ে সারারাত ব'সে থাকি। এখন কি উপায় করি বল দেখি। (পটল ডাক্তার দুইহাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।) তুমি যে আর কথা বলছ না, কি ভাবছ ডাক্তার?

পটল—ভাবছি? ভাবছি একটা আমাদের গ্রাম্য কথা,—জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা দিয়ে। তাই ঠিক মিলে যাচ্ছে। কি বলব খুড়ো, তোমার মেয়ের বিয়ের ফুল ফুটেছে।

ব্রজ—কেন? কেন?

পটল—(মাথা না তুলিয়াই গম্ভীর ভাবে) খুড়ো, আমি অতসীকে ঘরে রেখে নিশ্চিন্ত বসে নেই। আজ এই সকালে তোমার বাড়ি এসেছি এই বিয়ের কথাই বলতে। পাত্র আমি হাতে ধ'রে বাড়িতে বসিয়ে রেখে তোমার এখানে চলে এসেছি। আমি না বলতেই মুখের কথাটা কেড়ে তুমিই বললে, তাই মনে হচ্ছে, এ কাজ বিধাতারই ইচ্ছা

ব্রজ—কে পাত্র? কার কথা বলছ তুমি?

পটল—বলছি আমার সেই শালীর দেওরের কথা, ঐ যে রোজানকাঠির বেণী চক্রোত্তীর ছেলে কানাই। তুমিও ত তাকে দেখেছ অনেক।

ব্রজ—সেই যে হাটে বাজারে বক্তিমা ক'রে বেড়ায়?

পটল—হ্যাঁ হ্যাঁ। বক্তিমা করলে কি হবে, ছেলে বলে ছেলে, সোনার

টুকরো ছেলে। টাকা কামাই করে, পাকাপোক্ত সংসারী। বাড়ির আশেপাশের জমাজমি সব খাস করে নিয়েছে, এই পঁয়ত্রিশ টাকার বাজারে চাল কিনতে হয় না এক গোটা। দেখতে শুনতে খাসা, বিদ্যাবুদ্ধিও অনেক।

ব্রজ—এই বয়সে জেল খেটেছে তিন চার বার।

পটল—সে কি আর রামা-শ্যামার মতন চুরি ডাকাতি ক'রে? স্বদেশী ক'রে। স্বদেশীতে জেলে না গিয়েছে কে? আগে সব বড় কত্তা ছিল বিলাত-ফেরৎ—এখন সব বড় কত্তা জেল-ফেরৎ।

ব্রজ—বাপ মা নেই, বড় ভাইটাও ত ম'রে গেল আজ তিন চার বছর।

পটল—বাপ নেই তা বলতে পার, কিন্তু মা নেই তা বলা চলে না। ঐ যে আমার শালী—সে মায়ের চেয়েও বেশী ; ওর কাছে তোমার মেয়ে সুখেই থাকবে। হ্যাঁ, তবে যদি তুমি শহুরে চাকুরে ছেলে চাও—মেয়েকে ঠাকুর-চাকরের রান্না খাওয়াতে চাও—তাহ'লে সে ভিন্ন কথা।

ব্রজ—বেশ ত, তাহ'লে একটু খোঁজ-খবর নাও—

পটল—খোঁজ খবর আর নিতে হবে না। ছেলে আজ এসেছিল আমাদের গ্রামে কি কাজে, রাস্তায় দেখতে পেয়ে একেবারে পুলিশের মতন দু'হাত ধ'রে টেনে বাড়িতে নিয়ে গেছি, বলে এসেছি, আজ আমার বাড়ি চারটে না খাইয়ে ছাড়ছি না। সে মহাকাজের লোক, সে কি আর তিলেক মাত্রও বসতে চায়? জোর ক'রে তাকে বসিয়ে চলে এলুম তোমার কাছে!

ব্রজ—তাহ'লে ভায়া তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও ; যদি মত করে—

পটল—যদি আবার কি? মত ত সে করেছেই। এ সম্বন্ধের কথা তাকে আমি বলে আসছি তিন চার মাস আগ থেকে।

ব্রজ—আজকে তাহ'লে খাওয়া-দাওয়ার পর একবার নিয়েই এস না, একেবারে পাকাপাকি কথা হয়ে যাক।

পটল—তাহ'লে আর দেরী ক'রে লাভ কি খুড়ো? এখনই ডেকে নিয়ে আসি—শুভস্য শীঘ্রং।

ব্রজ—এখন যে একটু না বেরোলেই নয়। তোমাকে আর ঢেকে চেপে লাভ কি ভায়া, চণ্ডীতলার নৈবিদ্যের চাল কটি না পেলে যে আর হাঁড়ি চড়বে না। ঐ অবলম্বনেইত গাঁয়ে এখনো টিঁকে আছি! যজমান-শিষ্য যে যেখানে ছিল সব ত স'রে পড়েছে। এখন আমাদের উপায় কি বল? বাজারে চা'লের যা দর, আমরা কি আর কিনে খেতে পারি?

পটল—কেই বা পারে? সকলেরই এক অবস্থা। রাজ্যের ধান-চা'ল যে কোথায় লুকাল!

ব্রজ—সবই ভায়া পাপে—কলির পাপ পূর্ণ হয়েছে।

পটল—যে বাড়িতে যাই, শুধু জ্বর আর রক্তহাগা। হবে না খুড়ো? না খেয়েইত রক্ত হাগে। যাই, আনব তা হলে কানাইকে নিয়ে। (ব্রজহরির কানের কাছে মুখ আনিয়া) মেয়েটাকেও একবার দেখিয়ে দাও খুড়ো, বুঝলে ত দিনকাল? অতসীর যা নাকমুখ—আর যা রং—ওকে বিয়ে করতে চাইবে না কোন্ ছেলে?

ব্রজ—তাই হবে ভায়া, গরিবের মান-ইজ্জৎ সব তোমার হাতে।

পটল—আর বলতে হবে না খুড়ো—বলতে হবে না। আসি তবে। আজকে ত আবার রায়ের বাড়ি কতবার হানা দিতে হয় ঠিক নেই। নন্দরায় ত ক্ষেপেছে আজই বাড়ি ছেড়ে রওনা হবে, বাড়ি ছাড়া কি অত সহজ কথা? সাত দিনে ব্যবস্থা ক'রে

রওনা হোক দেখি। শুধু টেনে হিঁচড়ে মারবে আমাদের। যাই খুড়ো—

[পটল ডাক্তারের প্রস্থান।]

ব্রজ—বলি ও অতসী—(কাপড় সেলাই করিতে করিতে অতসীর প্রবেশ) হ'ল তোর ?

অতসী—এক্‌খুনি হ'য়ে যাবে ! তুমি ত স্নান করবে, আহ্নিক করবে, গোসাঞি পূজো করবে—তারপরে ত বেরোবে ? এর ভিতরে আমার সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

ব্রজ—তোর মুখে কি ? তুই খাচ্ছিস কি ? জলপাই ? এই সকালে আবার তুই জলপাই নিয়ে বসেছিস ? টোকড়ে কি ? এতগুলো জলপাই ?

অতসী—কিচ্ছু হবে না বাবা, তুমি নাইতে যাও এখন।

ব্রজ—কিচ্ছু হবে না ? তুই কি নিজে মরবি না আমাকে মারবি ?

অতসী—(হাসিয়া) নিজেও মরব না, তোমাকেও মারব না।

ব্রজ—এই দু'মাস হয় নি তুই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে উঠলি, এখনও জোয় জোয় তোর গা গরম হয়—আর তুই সক্কালবেলা এতগুলো জলপাই নিয়ে বসেছিস্ ? আবার যদি মুখ সিটকে দাঁতে দাঁতে খিল ধ'রে তোর কাঁপুনি ওঠে—

অতসী—তাহ'লে পানাপুকুরের পচাজলে ফেলে দিয়ে এস। যাও—এখন নাইতে যাও—

ব্রজ—তাই তোকে আমি ফেলব—লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে—

[বারান্দার আড়বাঁশ হইতে গামছা টানিয়া লইয়া প্রস্থান। অতসী কাপড় সেলাই করিতে লাগিল। নন্দলালের প্রবেশ।]

নন্দ—ওটা কি হচ্ছে রে 'ভোম্বুলী'—

অতসী—বাপরে নন্দ দা, তুমি এত কথাও মনে রাখতে পার! 'ভোম্বুলী' নাম ছিল আমার প্রায় পঁচিশ বছর আগে।

নন্দ—অর্থাৎ তোর জন্মাবার প্রায় আট ন' বছর আগে।

অতসী—প্রায় তাই।

নন্দ—ওটা কি হচ্ছে রে?

অতসী—কাপড় সেলাই হচ্ছে।

নন্দ—এত বড সেলাই?

অতসী—নইলে আমাদের উপায় কি? আমরা যে দেশে বাস করি সে দেশে এতবড় সেলাই দিয়েই কাপড পরতে হয়। তুমি সে সব খবর জানবে কি করে?

নন্দ—সেই তোর বক্তৃতা—শুনতে শুনতে মরেই যাব।

অতসী—বালাই, আমার মাথার যত চুল তত আয়ু পেয়ো।

নন্দ—ওরে বাবা, সেও ত অভিসম্পাত করলি? তোর মাথায় যা ঘন চুল তত আয়ু পেলে ত আমাকে পুরাণের মুনি ঋষিদের মত সাটহাজার বছর ব'সে ব'সে তপস্যা করতে হবে।

অতসী—তপস্যা করতে হবে কেন?

নন্দ—নইলে আর কি করব? কোর্ট কি আর একটা মানুষকে এতদিন ব'সে ওকালতি করতে দেবে?

অতসী—সেটা কিন্তু মন্দ হয় না। তোমার মাকে আমি এ-সব মুনি-ঋষিদের কথা কত প'ড়ে শুনিয়েছি। ষাটহাজার বছরে কত হাজারে হাজারে ছেলেপুলে নাতি নাতনীতে ঘর কেন—একেবারে দেশ ভ'রে যাবে।

নন্দ—যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগলে শুধু নন্দরায়েরই একটা রেজিমেণ্ট হ'তে

পারবে। কিন্তু অতসী, তুই ভেবে দেখেছিস্ এতগুলো লোক এই বাজারে খাবে কি ?

অতসী—তোমাদের আর ভয় কি ? তোমাদের ত আব চল্লিশটাকা দরে চা'ল কিনে খেতে হবে না, তুমি তোমার সরকারকে দিয়ে লাখখানেক লোকের রেশন কার্ড করিয়ে নেবে। সবাই ত তাই করে শুনছি।

নন্দ—তুই ঘরে ব'সে যে কি খবর রাখিস আর কি না রাখিস তার আর অন্ত নেই।

অতসী—কি আর করব ? আমাদেরও ত সেই ঘরে ব'সে ব'সে ষাট-হাজার বছরের তপস্যা! কাজ নেই কিচ্ছু, তাই বসে রাজ্যের খবর টোকাই।

নন্দ—কি খাচ্ছিস্ বল দেখি।

অতসী—ঐ যা, তোমাদের সকলেরই দেখছি কেবল এইদিকে দৃষ্টি। এ হচ্ছে গিয়ে যাকে তোমরা বল 'প্রাতরাশ'।

নন্দ—কি দিয়ে প্রাতরাশ হচ্ছে দেখি— (অতসী আঁচল খুলিয়া জলপাই দেখাইল)

সর্বনাশ, এই এতগুলো জলপাই দিয়ে তোর প্রাতরাশ হচ্ছে অতসী ? তুই কি রাক্ষস ?

অতসী—রাক্ষস নয়, রাক্ষসী ; তোমাদের ভাষায় 'নারী-রূপিণী রাক্ষসী'! রাক্ষসে কি খুব জলপাই খায় নাকি নন্দ দা ?

নন্দ—রাক্ষসে জলপাই খায় কিনা বলতে পারি না ; কিন্তু এই শীতের সকালে যে একরাশ জলপাই খায় তাকে যে রাক্ষস বলে তাতে আর আমার সন্দেহ নেই।

অতসী—আগে বস নন্দ দা।

নন্দ—না, আজ আর বসবার সময় নেই, আজ যে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

অতসী—সেত তুমি এই পনের দিন ধ'রে রোজই যাচ্ছ।

নন্দ—ঠাট্টা নয়রে অতসী, আজ সত্যি যাচ্ছি। বাক্স-বিছানা জিনিস-পত্তর সব গুছোনো হয়ে গেছে। দেখছিস্ না দড়াদড়িতে হাতের কি অবস্থা হয়েছে।

অতসী—মা তোমাকে আজই যেতে দেবেন ?

নন্দ—মা যেতে দেবেন কিরে ? মা-বাবাও যে যাচ্ছেন।

অতসী— মা-বাবাও যাচ্ছেন ? কেন ?

নন্দ—আমরা যে দেশ ছেড়ে যাচ্ছি।

অতসী—কেন ? আর কখনো ফিরবে না ?

নন্দ—(একটু গম্ভীরভাবে) না ফিরবারই ত ইচ্ছা।

[অতসী সহসা কথা বলিতে পারিল না, অন্যদিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল। নন্দও খানিকক্ষণ নীরব রহিল।]

অতসী—রওনা হবার আগে দেখা করতে এসেছ বুঝি ?

নন্দ—ঠিক—না—ঠিক তা নয়। তোর মা কোথায় রে অতসী ?

অতসী—কেন ? বোধহয় ঘাটে—না হয় রান্নাঘরে।

নন্দ—শোন, কাল সারারাত ধ'রে আমার একটা কথা মনে হয়েছে। আর কাউকে বলবার আগে তোকে বলছি, শোন দেখি কথাটা কেমন শোনায়। তুই ত আমার মার কাছেই থাকিস অনেক সময়ে, তুই যদি মায়ের সঙ্গে কলকাতায় যাস্ ?

অতসী—কেন ?

নন্দ—মায়ের কাছে থাকতে ত তুই ভালই বাসিস্—মায়ের কাছে রইলি, একটু লেখাপড়া করলি—

অতসী—গরিবের উপরে ত তোমার অনেক দয়া!

নন্দ—দয়া নয়রে অতসী। এই আজকাল যেমন দিনকাল পড়েছে—

অতসী—ঐটাইত দয়ার কথা হ'ল। যেমন দিনকাল পড়েছে, গরিব মানুষ—খেতে পাবি নে—পরতে পাবি নে—বয়েস হয়েছে বিয়ে হচ্ছে না,—চারদিকে যেমন গোলমাল—এত বড় মেয়ে —এই সব ত?

নন্দ—যদি তা-ই হয়—

অতসী—খেতে পাচ্ছে না, বিয়ে হচ্ছে না—এমন মেয়ের ত অন্ত নেই আজকাল আর; তুমি যেদিকে তাকাবে সেদিকেই দেখতে পাবে। একজনকে কলকাতায় নিয়ে দেশের আর কি উন্নতি হবে?

নন্দ—অন্ততঃ একজনের হিল্লে হল।

অতসী—(অন্যমনস্কভাবে) সেই একজন আমি নাই বা হলুম।

নন্দ—কেন?

অতসী—কেন? কেন তা ভেবে বলি নি, মুখে এল তাই বললুম।

(অতসী আবার সেলাইয়ে মন দিল; নন্দ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

নন্দ—তোর মত থাকলে তোর মা-বাবাকে বলে দেখতুম।

অতসী—(সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়া) না।

নন্দ—(আর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তোর মা-বাবা কোথায় রে অতসী? একবার দেখা ক'রে যেতুম।

অতসী—(মুখ না তুলিয়া) দেখ বোধহয় আছেন বাড়ির ভিতরেই।

নন্দ—আচ্ছা আজকে আসি—

অতসী—(নন্দ খানিকটা চলিয়া যাইতে মাথা তুলিয়া) তোমরা আজই যাচ্ছ?

নন্দ —হ্যাঁ।

অতসী—কেন ? দু'একদিন দেরী করলে হয় না ? আজই যাবার এত কি ঠেকা ?

নন্দ—যেতে আজই হবে, ঠেকা অনেক। মা-বাবার মতি স্থির নেই ; আজকে তাঁরা রাজি হয়েছেন, আবার কালকে হয়ত না ক'রে বসবেন।

অতসী—এভাবে তাদের নিয়ে গিয়ে কি তুমি রাখতে পারবে ?

নন্দ—আমার বিশ্বাস, খুব পারব। বাড়ি থেকে একবার বের করতে পারলে শেষে আর রাখতে কষ্ট হবে না।

অতসী—আমার তাতে সন্দেহ আছে। (আবার সেলাইয়ে মন দিয়া মাথা নীচু করিয়া) দেখ তুমি যা ভাল বোঝ—

[পট পরিবর্তন]

পঞ্চম দৃশ্য

বিষ্ণুরায়ের বাড়ির সামনের দীঘির পাড়ে বটগাছতলা। গাছের তলে একটা সামিয়ানা টানানো, নীচে একটা সতরঞ্চি ও কয়েকখানা হোগলা পাতা। আইজদ্দি, মোস্তাজ, মেছের, কাছেম, কাজল বয়াতি, কিনারাম, বেঙ্গুকুল্‌, ঈশান ঢুলী প্রভৃতি আরও অনেকে ; কেহ কেহ বসা কেহ কেহ দাঁড়ান।

কিনারাম—নেও—এইবারে আরম্ভ করা যাউক নাচ গান।

বেঙ্গু—কস্‌ কিরে, তুই আইজ আবার নাচবি কিরে কিনারাম! চিড়া-গুড় যা ঠাসছস্‌—নাচতে গেলে তোর ত পেট ফাইটা যাইবে।

ঈশান—তোমার আর আইজ দাদা নাচানাচিতে কাজ নাই ; তার চাইয়া এই ঢোলকটার মতন হোগলার উপরে গড়াগড়ি দিয়া পড় দেখি।

কিনা—কেন, তোমার ইচ্ছাটা কি শুনি।

ঈশান—ইচ্ছাটা দাদা, তুই কাঠিতে পেটটা টিঙ্‌ টিঙ্‌ কৈরা একটু বাজাই। যা টান হইছে, আগুনে আর সেঁকতে হইবে না, এমনিই টিঙ্‌ টিঙ্‌ কৈরা বাজবে।

কিনা—তা যা কইছ ঢুলী ভাই, মিছা কও নাই। একটু গুরু ভোজনই হইছে। বলতে বলে, চিড়ার মধ্যে সরু, তাই আহার কিঞ্চিৎ গুরু! একসেরি বাজার দাদা, বুঝতে ত পারতেছ? একটু কষ্ট হইলেও তিনদিনেরটাই সাইরা নিছি।

মোস্তাজ—তা দাদা উপস্থিত মতে খাওয়াটা জমল মন্দ না।

কিনা—মন্দ জমবে কেন? নদী মরলেও রেত যায় না, আর হাতী মরলেও লাখ টাকা।

আইজদ্দি—এইবারে ঢোলে চাড়ি দাও ঢুলী।

[করিম সর্দারের প্রবেশ]

করিম—খাওয়া-দাওয়া সবার হইল ঠিক মতন ?

মেছের—খুব খাওয়া হইছে বুড়া মেঞা।

করিম—পান-তামুক পাইছ সবাই ?

কিনা—(হা করিয়া দেখাইয়া) নইলে এসব চাবাই কি মেঞা,—ঘাস ?

করিম—এবারে সংক্ষেপে যা হয় একটু গানটান কর, তারপরে যে যার বাড়ি যাও। বেশী আর হল্লায় কাজ নাই।

বেঙ্গু—আপনি আগে বসেন মেঞা, নইলে গান আরম্ভ হইবে কেমনে ?

করিম—না, আইজ আর বসুম না।

বেঙ্গু—ক্যান্ ক্যান্ ?

করিম—মনে ফূর্তি নাই ভাই, ফূর্তি না থাকলে কি আর গান ভাল লাগে ? যার জায়গা-জমি তারই রইল মুখ ভারী—

আইজদ্দি—জায়গা-জমি এখন কার ? জায়গা-জমি এখন আমারগো বাজান। নইলে কি আর এবারে এত গরজে আসি ক্ষ্যাত ভাঙতে ?

করিম—এমন কথা জিভে আনিস্ না আইজদ্দি, তোর মাথায় তা'লে দিন দুপারে ঠাডা পড়বে। উপরে একজন খোদাতাল্লা বসা আছেন, জান ?

আইজদ্দি—নগদ টাকায় জায়গা-জমি কিনুম, খোদাতাল্লার ধার ধারি কি ?

করিম—খুব তোর টাকার গরম হইছে আইজদ্দি। অত চট্‌পট্‌ লাফ মারিস্ না। ও টাকা নারে আইজদ্দি, তোর পিছু নিছে শয়তান—ঘাড়ভাঙা শয়তান। সেই শয়তান তোরে ঘুরায় বুদ্ধি দিয়া। আমি তা টের পাইছি ; আমি তোরে সাবধান করি।

আইজদ্দি—থাউক বাজান, এ-সব লইয়া আপনার সঙ্গে তর্কে লাভ নাই !

নেরে ব্যাটারা—একটু নাচগান যদি করস্ ত কর, নইলে চৈলা যাই।

করিম—আমি আছি ঐ বকুলতলায়, আমার মাথা খাস আইজদ্দি যদি তুই কত্তার কোন অসম্মান করস্। ধম্মে সইবে নারে—ধম্মে সইবে না—বুড়া মানুষের এ কথাটা মনে রাখিস্। (প্রস্থান)

আইজদ্দি—নেও দাদা কিনারাম, গান ধর।—

কিনা—(আইজদ্দিকে সালাম করিয়া) নোতুন মনিবের আমলে নোতুন ইনাম-বকশিস্—গান গামু না কেন? ধর ঢুলী—ঢোক ধর।

আইজদ্দি—আগে দাদা তোমার স্বরচিত ক্ষ্যাতের গান ধর।

কিনা—ধরিস্ ভাই পিছে—আইজ কিন্তু আর দম নাই—বেশী দমে গান বাইর হইবে না, আস্তা আস্তা চিড়া!

(গান)

মাগো ক্ষ্যাতের মধ্যে আসন পাত লক্ষ্মীরূপিণী।
জগন্মাতা অন্নপূর্ণা—তোমায় মাগো নমামি॥
আমরা মাটি কাটি লাঙল চষি—আনন্দে গান গাই—
আবার শান্তরূপা লক্ষ্মী তোমায় পাই।
তোমারে মাথায় ছোঁয়াই বুকে ছোঁয়াই—বলি জগজ্জননী।
তোমার রূপের সীমা নাই—
পেন্দনেতে সবুজ শাড়ী—বলিহারি যাই।
আবার কখন দেখি হাস্যমুখে কাঁচাসোনা বরণী॥
দীন কিনারামে ঐ চরণে কয়,
যেন ক্ষ্যাতের মধ্যে আসনখানি অনড় হইয়া রয়।
আবার দুঃখীর ঘরে পাড়া পড়ুক দুইবেলাতে জননী॥

[কিনারামের গান থামিতে না থামিতেই কাজল বয়াতি তাহার খঞ্জনী লইয়া লাফাইয়া আসরে আসিয়া দাঁড়াইল।]

(কাজল বয়াতির গান)

শোনরে ওরে ভাই, আল্লার দোয়ার সীমা নাই—
মাটি ফুড়ি' অন্ন ফলে—যাহাতে প্রাণ পাই ॥ (ধুয়া)
উপরে কে রাখল আশমান—জমিন দিল কে ?
জমিন ভাঙি বীজ ছড়াইলাম—ফসল ফলিয়াছে ॥
আল্লার দোয়ার সীমা নাই।
শির ছোঁওয়াইও লাঙ্গলে ভাই—শির ছোঁওয়াইও মাঠে।
শির ছোঁওয়াইও সেই চাষীর পায়—যে দিন-রাত্তির খাটে ॥
আল্লার দোয়ার সীমা নাই।
রাত্তিরে জ্বলুক চন্দ্র, দিবায় জ্বলুক ভানু।
খাইয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকুক ছুনিয়াদারির মানু ॥
আল্লার দোয়ার সীমা নাই।
আকাশ হইতে শিশির ঝরুক, দেওয়ায় বরুক পানি।
সোনার ধানে গোলা ভরুক—খোদার মেহেরবানি ॥
আল্লার দোয়ার সীমা নাই।

বেঙ্গু—বেশ বেশ—জমছে বেশ।

মোস্তাক—এইবারে দাদা একটু লড়াই ধর।

কিনা—বড় মেজাজে কইয়া গেলেন সংক্ষেপে একটু আমোদ করতে; সংক্ষেপে কি আর গানের লড়াই হয় ?

আইজদ্দি—অত সংক্ষেপে কাজ নাই দাদা, তুমি লড়াই ধর।

কিনা—আয় দেখি ভাই ঈশান ঢুলি, এবার তবে গলা খুলি। কণ্ঠে রইও সরস্বতী, রাঙাপদে এই মিনতি ! শোনরে কাজল, বয়াতির

পো,—তোর ডুগডুগি আর খঞ্জনী আইজ আসরে থো, অকাল দেশে কিসের নাচন কিসের গান,—বাক্য-খড়্গে তোরেই দিমু বলিদান।

[গান]

ওরে কাজল বয়াতি, নিব্বংশের নাতি,
কোন্ লাজে তুই ভাঙ্গা ঘরে জ্বালাস্ কোব্বাতি॥ (ধুয়া)
ও তুই সোতের শেওলা ভাইস্যা আইলি দক্ষিণা বাতাসে।
পাতলা নূরে রঙ্গ করস্ লোকে দেখলে হাসে॥
তোর মুড়াতামা পাইলাম নারে পরিচয় দেব কি।
টাক মাথাতে টেড়ি কাটস্—পান্তা ভাতে ঘি॥
হায়রে পাঁচ তালাকের তোর কবিলা—ডাকস্ বিবিজান্।
কচুপাতায় চুণ মাখিয়া খাওয়ায় তোরে পান॥

[কিনারামের গানের ভিতরেই কাজল বয়াতি গান ধরিল]

শোনরে কিনা শোন্, (তোর) চালে নাই ছন,
ফর্সা মাইয়া করলি বিয়া, কয়শ' টাকা পণ॥ (ধুয়া)
নিলাজ রে তুই কিনারাম, কি বলিব তোরে।
রাজ্যের যত লোচ্চা নাগর তোর বাড়ি কেন ঘোরে॥
এক ঘটনা মনে করাই, শোনরে কিনারাম।
তোর পিতা তোর মার উপরে হইছিল কি বাম॥
মনে পড়ে গ্রামের লোকে করে হায় হায়।
এক কাপড়ে নাচ্যা বেড়ায় কিনারামের মায়॥

মেছের—(সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ক্ষেমা দাও মেঞা—ক্ষেমা দাও—।

কাজল—ক্যান্, বেত্ত কি ?

মেছের—এসব গান এখানে চলবে না; এসব গান চলে আমাদের

ছোটলোকের আসরে; ভদ্দরলোকের বাড়ির দরজায় এসব গান চলবে না।

আইজদ্দি—এর মধ্যিখানে ছোটলোকই বা কে, আবার ভদ্দরলোকই বা কে?

মেছের—এই সব গান মেঞা কোনদিন চলত এই আসরে? আমরা ত ল্যাংটা কালেরথন শুনি।

আইজদ্দি—কোনদিন না চললেও এখন চলবে।

মেছের—গায়ের জোরে? বাজান ভূঁইয়া এখানে নাই বৈলা?

আইজদ্দি—বাজান-বোজান এইবারে একটু ধামাচাপা দেরে বাপু, তোর বাজান তোর কাছে। পাতের কুকুরের মতন নুন খাইছস্, তুই এখন গুণ গা—আমারগো কি?

মেছের—নুন তুমি খাও নাই—তোমার বাপ—তোমার সাতপুরুষে খায় নাই? দুইদিনে একেবারে মুখ মুইছা ফেলছ? পেট টেপলে রায়দের অন্ন বাইর হইবে এখানকার সকলের পেটেরথন।

আইজদ্দি—মুখ সামলাইয়া কথা কইস—

মেছের—কেন, হক্ কথায় বুঝি আঁতে ঘা লাগে? তোমার কু-মতলব আমার কিছু অজানা নাই মেঞা, কিন্তু তোমার বাজানের কথাই ফের বলি,—এখনও চন্দর-সুজ্জ অস্ত যায় নাই, এখনো দিন হয় রাত্তির হয়, এখনো উপরে একটা পোদাতাল্লা আছে।

মোস্তাজ—আরে ক্ষেমা দাও ক্ষেমা দাও—নাচগানের মধ্যে কো[illegible] কাইজ্জা কলহ আরম্ভ করলা।

মেছের—কাইজ্জায় নাই কিছু ভাইজান; কিন্তু দুইদিনের পাটবেচ টাকার এত গরম—এও সয় না। ছোট তিনটা ভাইরে ঠকা[illegible] বাপের জমি সব একহাত্ত করা হইছে, তাতেই ত এত কা[illegible]

টাকা, সে কথা কারোর কাছে অজানা আছে ? এখন আবার দিনরাত্তির চলছে পটল ডাক্তারের সঙ্গে পুটপুটানি। এত সইবে না মেঞা, 'ধোড়া সাপের পেটে এত বড় ব্যাঙ কিছুতেই ধরবে না, ও পেট ফাইটা যাইবে।

আইজুদ্দি—কি কইলি তুই, কি কইলি—

মেছের—অত তুই-তাহাবি করবা না মেঞা—

মোস্তাক—ক্ষেমা দাও আইজুদ্দি—ক্ষেমা দাও মেছের,—তোমারগো হাতে পায়ে ধরছি। অনেকদিন একটু গান শুনি নাই—আইজ একটু গান শুনি। ধর ভাই আবার—গান ধর। ওসব কুচ্ছার লড়াই না হয় থাউক, একটু শাস্তোরের লড়াই কর শুনি।

কিনা—ধর ব্যাটারা—ধর—

মাথা নোয়াই সকলের পায় হিন্দু-মুসলমান।
(আহা বেশ বেশ—ধুয়া)
মুরুক্ষের অধম আমি কর অবধান॥
দয়া-ঘেন্না করি আমার গীতে দিও মন।
ভাবে ভাবে দু'চার কথা করি আলাপন॥
শোনরে ভাই কাজল মিঞা, তুমি মুসলমান।
মুসলমানের অর্থ কি তার আগে চাই প্রমাণ॥
তারপরে ভাই খুলিয়া বল, হিন্দু কারে কয়।
বেদ ছাড়া আর শাস্ত্র কিছু প্রমাণ কেন নয়॥
হিন্দু কেন টিকি রাখে—মুসলমান কেন নুর।
মক্কা হইতে মদিনা হয় কতখানি দূর॥
অল্প এই কয় প্রশ্ন তোমায় করিলাম জিজ্ঞাসা।
জবাব কর সুস্থে যদি প্রাণের থাকে আশা॥

নইলে সভার মানুষ যত মহাবিদ্যামান।
হস্ত পশারিয়া তোমার ধরবে দু'টি কান ॥
তেলে চুপচুপ পাগুল' সাদা নূরে দিয়া ক্ষুর।
কূলার বাতাস দিয়া নিবে অনেক অনেক দূর ॥

কাজল— রৈয়া সৈয়া কথা বলিস্ শোনরে কিনারাম।
(ও দাদা কিনারাম—ধুয়া)
বিষম যাবি প্রাণ হারাবি থামরে বাপু থাম ॥
মুরুক্খেরও অধম হইয়া চাপান দিলি বেশ।
এক শোয়াসে এত কথা— কি করবি শেষমেষ ॥
পেরথমেতে সভাতে মোর নোয়াইয়া লই শির।
দ্বিতীয়ে বন্দিয়া লই খোদার পঞ্চ পীর ॥
ভক্তি করি নবীর পায়ে ছোঁওয়াইয়া লই মাথা।
হিন্দুর বন্দি ঋষিমুনি আর যত ছাবতা ॥

আইজদ্দি—(বাধাদিয়া) এসব কি মেঞা ?

কাজল—আবার কি ব্যাপার ?

আইজদ্দি—তুমি মোছলমান না ? হিন্দুর ছাবতা বন্দ কোন্ আহ্লাদে।

কাজল—বরাবরই ত—

আইজদ্দি—বরাবরই ত পায়ের নীচে ছিলা, এখনো থাকবা ?

মেছের—ছাবতা বন্দনায় বারণটা কার শুনি একবার।

আইজদ্দি—বারণ বড় বড় পীরের। সোনাপীরের ফরমান শোন নাই ?

মেছের—আমরা ত শুনি নাই কিছু—যত পীরের যত ফরমান সব কয় তোমার কানে।

আইজদ্দি—সে সব শোনতে বিদ্যাবুদ্ধি লাগে—

মেছের—বিদ্যাবুদ্ধি তোমার ত পেট ভরা।

আইজদ্দি—কিছু না থাকলে কি আর কথা কই!

মেছের—ওরে বাবা, পেরাইমারির কেলাস থিরি। কথা কি কও বিদ্যার জোরে? কথা কও গায়ের জোরে।

আইজদ্দি—তোর কিন্তু আইজ শনির দশা মেছের—

মেছের—তাই বা কও কেন? 'শনির দশা' হিন্দুর কথা না?

আইজদ্দি—বারণ কর মেঞারা, খুনাখুনি হইবে কিন্তু।

মেছের—সেই কথাইত কইছিলাম, নোতুন টাকায় তেল বাইড়া গেছে অনেক।

[আইজদ্দি সহসা সামিয়ানা টানাবার একটা বাঁশ তুলিয়া মেছেরের মাথায় এক বাড়ি দিল; মেছের ধরিয়া ফেলিল, কিন্তু মাথায় আঘাত লাগিয়া রক্ত বাহির হইল।]

মেছের—আইচ্ছা দেখি এর শোধ লওন যায় কিনা—

[মাথা চাপিয়া প্রস্থান]

আইজদ্দি—যা যা, তোর বাজানের কাছে যা; দেখি তোর কোন বাজান আমার কি করে।

[সকলে কিছুকাল চুপচাপ রহিল]

হিন্দু হোক, মোছলমান হোক, দুষ্টের শাসন চাই।

মোস্তাজ—কাজটা যেন ভাল করলা না সর্দারের পো।

আইজদ্দি—খুব ভাল করলাম। খুঁটার জোরে মেড়া কোন্দে; ঐ শালারও তাই। তোরে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করছে তোর বাজান, আমারগো কি?

[করিম সর্দারের প্রবেশ]

করিম—তোর কিছু না হারামজাদা বেইমান? আমার মাথার কিরা দিয়া গেলাম তবু তোর একটা দিন সইল না?

আইজদ্দি—না জাইনা শুইনা—

করিম—সব জানি, সব শুনি, এসব দুষ্ট-শয়তানের বুদ্ধি। তুই মরবি, তুই জাহান্নামে যাবি। ঐ সব শয়তান তোর কাঁধে চাপছে, তোর রক্ত শুইষা খাইয়া ছাড়বে। আমি বেশ দেখতে পাইতেছি। [প্রস্থান]

মোস্তাজ—কাজ নাই আর গান-বাজনায়, চল সব বাড়ি চল।

আইজদ্দি—কেন, বাড়ি যাবার কি হইল? গান-বাজনা আরও চলবে।

[বিষ্ণুরায়ের প্রবেশ]

বিষ্ণু—মেছেরের মাথা ভেঙে কে রক্ত বের করলরে? (সকলে নিরুত্তর) কিরে সব যে একেবারে চুপচাপ?

আইজদ্দি—চুপচাপের কি? অত ভয়ডরের কি হইল? আমি মাথা ভাঙছি।

বিষ্ণু—তুই? কেন?

আইজদ্দি—দুষ্ট লোকের শাসন চাই।

বিষ্ণু—মেছের এর ভেতরে দুষ্ট লোক হ'য়ে গেল? তার শাসন করবি তুই? তার মাথা ভেঙে? আমার বাড়ির দরজায় বসে?

আইজদ্দি—দেশ ছাড়ছেন—বাড়ি ছাড়ছেন,—আবার আমার বাড়ি-ঘর কি ভুঁইয়া?

বিষ্ণু—(সহসা চুপ করিয়া গিয়া)—ঠিক বলেছিস্ আইজদ্দি—ঠিক। দেশ ছাড়ছি, বাড়ি ছাড়ছি—আবার আমার বাড়ি কি? ঠিক, ঠিক। অনেকদিন আগেই বোঝা উচিত ছিল—ছাতিমপুর আর আমার গ্রাম নয়—এ আর আমার বাড়ি নয়। পায়ের নীচ থেকে সব মাটি আস্তে আস্তে স'রে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে সব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু—কিন্তু—তবু কি

জানিস্? মহামায়া! আইজদ্দি—মহামায়া! যেদিকে তাকাই মহামায়া--মহামায়ায় জড়িয়ে গেছি। ছাড়ি ছাড়ি ক'রেও ছাড়তে পারি না। এদিকে বিষদাঁতও ভেঙে গেছেরে আইজদ্দি—বিষদাঁতও ভেঙে গেছে!

[উত্তেজিতভাবে নন্দলালের প্রবেশ]

নন্দ—মেছেরের মাথায় কে বাড়ি দিল ?

বিষ্ণু—(ধমক দিয়া) নন্দ—

নন্দ—আমি এক্খুনি হাতে হাতে তার ফল দেব—

বিষ্ণু—(আরও জোরে ধমক দিয়া) নন্দ, কথা শুনছিস্ না? (আবার আস্তে আস্তে) শোন্ নন্দ, ভেবে দেখলুম, তুই-ই বুদ্ধিমান—আমার অনেক আগেই সব বুঝতে পেরেছিলি। আমি—আমিও যে না পেরেছিলুম নন্দ তা নয়,—পেরেছিলুম—পেরেও পারি নি!

নন্দ—কেন পারেন নি ?

বিষ্ণু—কেন পারি নি? তাইত—কেন পারি নি! কেন পারি নি জানিস্? জানিস্? মহামায়া—মহামায়া! মহামায়ায় আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে—কিছুতে ছাড়াতে পারছি নে! এই আমার সোনার ছাতিমপুর—আমার সাতপুরুষের বাড়িঘর—নন্দ—(উত্তেজিত ভাবে) ঐ দেখেছিস্—আমার বাড়ির ঐ দীঘি—ঐ ঘাটলায় ঠেস দিয়ে আমার বুড়ো ঠাকুরদাদা সকাল-বিকাল ব'সে আমাদের কত গল্প বলেছেন। আজ শেষ রাত্তিরে উঠে অন্ধকারে ভূতের মতন একা একা ওখানে গিয়ে ব'সে-ছিলুম; বসতে বসতে হঠাৎ দেখলুম—আমার দীঘির মাছগুলো হঠাৎ কেমন ছলাৎ ছলাৎ ক'রে লাফিয়ে উঠল—সমস্ত দীঘিতে

তোলপাড় ! চারপাশের তালগাছগুলো অন্ধকারে সাঁই সাঁই মাথা নাড়তে লাগল, পাখীগুলো একসঙ্গে পাখা ঝাপটে ডেকে উঠল ! সে কি উল্লাস—সে কি আনন্দ ! মহামায়া নন্দ, মহামায়া !

নন্দ—ঐ আপনাদের এক পাগলামি।

বিষ্ণু—(গম্ভীর ভাবে) পাগলামি ! পাগলামি ! তুই কি বুঝবি রে হতভাগা—তুই কি বুঝবি ?

নন্দ—আমি কিছু বুঝতে চাই না। আমি এ অপমান সহ্য করতে পারব না। আপনার বাড়ির দরজায়—

বিষ্ণু—(আস্তে আস্তে) শোন নন্দ, ছাতিমপুরের যে এক বিষ্টু রায় ছিল না ? সে নেই—ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে !

নন্দ—না—সে মরে নি—

বিষ্ণু—(ধমক দিয়া) আমি বলছি, মরেছে ! (আবার আস্তে) আমি তার নাড়ী টিপে দেখেছি, নাড়ী চলে না—বুকে হাত দিয়ে দেখেছি, এখন আর ঢিপ্ ঢিপ্ করে না ! নেই ! তুই তাকে এখন যেখানে পারিস্ নিে চল—অনেক দূরে—অনেক দূরে—!

[পট-পরিবর্ত্তন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বঙ্কুরায়ের বাড়ির ভিতর। নন্দলালের মা হরসুন্দরী ও বাঁশিরামের মা। বাঁশির মার কোলের কাছে একটা মাটির 'তাওয়া'য় ভরা এক 'তাওযা' তুষের আগুন; বাঁশির মা কাপড়ের নীচ হইতে 'তাওয়া'টি বাহির করিল, তাহার আগুন একবার হাত দিয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া লইল; তাহার পরে তাহাতে তামাকের পাতা পোড়া দিল।

বাঁশির মা—'কালী'রেই যদি না দেও ঠাকরুণ, তবে আর ঐ লাল গোরুতে আমার কাজ নাই।

হরসুন্দরী—না হয় তুমি না-ই নিলে কোনো গোরু, আমি কি কাউকে পায়ে ধ'রে মাথার দিব্যি দিয়েছি? আমার এ গোরু আমি দেব না— সে ত কবারই তোমাকে ব'লে দিয়েছি বাঁশির মা।

বাঁশির মা—আমার কথাটাও একবার একটু শোন না—

হর—পাঁচশ'বার এককথা আমি কইতেও চাই না, শুনতেও চাই না। তুমি হিন্দুর মেয়ে না গো? কালো গোরু বাড়ির লক্ষ্মী, আর আমি দেখেছিও তাই। কালীকে আমি হাতছাড়া করব না, ওকে আমি সঙ্গেই নেব।

বাঁশির মা—কোথায় কোন্ বিভুঁই-বিদেশে যাবা মা, সেখানে কি গোরু—

হর—বিভুঁই-বিদেশ কোথায় হল? আড়শী-পড়শী সবাই মিলে এমন অলক্ষুণে কথা বলতে থাকিস্ নারে বউ। ঘরের লক্ষ্মী পায়ে

ঠেলে যাব কেন? দেখছিস্ না সুপারির খোলে ধানের ছড়া বেঁধে নিয়েছি, টিবি শুদ্ধ ঐ তুলসী গাছ তুলে এনে রেখেছি, শীতলা-খোলার মনসাগাছ পুরুত ঠাকুরকে দিয়ে কাল তুলে রেখে দিয়েছি। বাড়ির লক্ষ্মী কালীকে কি ক'রে ফেলে যাই বল দেখি?

বাঁশির মা—দুধ যা হয় তোমার ঐ কালীর। লাল গাইত একে বুড়া, তাতে আবার কিছু দিন যাবৎ কি রোগে ধরল, ঘাস খায় না, কেমন ঝিমায়।

হর—তা তুমি যতই বল, এই কালী আসার পর থেকে দেখেছি আমার কত বাড়-বাড়ন্ত। এখন না হয় অনাছিষ্টি হ'য়ে কপাল পুড়েছে, কিন্তু দশ বছর আগে ত আর এমন ছিল না। তখন আমার দেওর বেঁচে আছেন; তিনি গিয়ে সখ ক'রে বৈশাখী মেলার থেকে কিনে এনেছিলেন এই গোরু। সেই বছরে আমার কত শুভ—তোমাদের কি সে সব অজানা? সেই বছরে নদীতে চর প'ড়ে নোতুন জমি হ'ল, পুরণো আটচালা আবার নোতুন করা হ'ল, আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ে, রাধুর রাঙা ছেলে হ'ল, জমিতে সেবারে সোনার ধান! এই কালীকে রাওখালি— আমি তা কিচ্ছুতে হ'তে দেব না।

বাঁশির মা—কাছেম প্যাদা ত সেইভাবেই বলছিল।

র—কাছেম প্যাদা? কাছেম প্যাদা বলবার কে? তার গোরু? একবার এই কালীকে রাওখালি দিয়ে আমার যা সাত অবস্থা— তা ভাবতেও এখন ভয়ে গায় কাঁটা দেয়। জানই ত বাঁশির মা, প্রথম বয়সে কালী বড় দড়ি ছিঁড়ত। একবার দড়ি ছিঁড়ে মরজার জমির কচি ধানে গিয়ে মুখ দিল; করিম সর্দার এসে

লাগাল কত্তার কানে ; কত্তার ত একবার রাগ হ'লে আর দিশে মিশে থাকে না ; রেগেমেগে আমার অজান্তে গোরু দিলেন রাওখালি ! তাতে কি হয়েছিল জান ?

বাঁশির মা—কিই বা এমন !

হর—বল কি তুমি বাঁশির মা, কিই বা এমন ! প্রায় সর্বনাশ হ'তে বসেছিল না ? যেদিন রাওখালি পাঠাল. রাত্ পোহালে খবর পেলুম, বড়মেয়ের ছেলে রঘুর জ্বর-অতিসার ; গরম দুধে পুটু পুড়ে আধমরা ; দু'দিন যেতে না যেতে ও পাড়ার তিনুর বউকে ঘাটে সাপে কাটল ; ভূঁই সেবারে 'পামরি' পোকায় শেষ ক'রে দিল—এক গোটা ধান ঘরে এল না। তারপরে কত্তা নিজে গিয়ে সেই কালীকে আবার ফিরিয়ে আনেন ; কত পূজো-পাব্বন, শাস্তি-সস্তান !

বাঁশির মা—কাজ নাই তাইলে আর ঠাকরুণ আমার গোরুতে—ও মরা গোরুতে আমার কোন্ কাম ?

হর—তা-ই ভাল, আর জ্বালিও না—বাড়ি চলে যাও।

[বাঁশির মার প্রস্থান]

[হরসুন্দরী বারান্দার একপাশে অনেকখানি মাটিসহ তোলা একটি তুলসীর গোড়া লেপিয়া কয়েকটা ফুল ছড়াইল। বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা দুর্গার প্রবেশ।]

দুর্গা—তুলসী গাছ দিয়ে কি করছ বৌঠান ?

হর—কি করছি আর জিজ্ঞাস করিস নি ঠাকুরঝি ; আমার গঙ্গা-যাত্রা—দেখতে পাচ্ছিস না ? তারি আয়োজন।

দুর্গা—বালাই, তোমার গঙ্গা-যাত্রা হ'লে আমরা যাব কোথায় ?

হর—গঙ্গা-যাত্রা না ত কি? কোথায় কিসের ভিতর গিয়ে যে উঠব, আমারত ভাবতেই বুক কাঁপে।

দুর্গা—এই তুলসী গাছ বুঝি সঙ্গে যাবে?

হর—না নিয়ে উপায় কি ঠাকুরঝি? আমি জানি, নন্দ এসব দেখলে চটবে। তা বাপু কি করব? আমি ব'লে দিয়েছি, এ-সব যদি তুই না নিতে দিস বাপু, তা হ'ল আমারও গিয়ে কাজ নেই; তোরা বাপ-ব্যাটায় যেখানে পারিস চলে যা, আমি ব'সে আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ঘর আগলাই। ধর্ম্ম-কর্ম্ম যদি কিছুই না রইল, কি হবে তবে বিদেশে পালিয়ে গিয়ে? আমি ত আর এই বয়সে এখন তোদের মতন সাহেব সাজতে পারি না।

দুর্গা—কাল যে পড়েছে বৌঠান অন্য রকম।

হর—তা বলে কি ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছাড়তে হবে? সাত বছরে এই ঘরে এসেছি, দিদিশাশুড়ী তখন বেঁচে। সেই দিদি-শাশুড়ী রোজ সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে যেত এই তুলসীতলায়—সেইখানে তেলবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসতুম। দিদিশাশুড়ী একদিন বলেছে, বৌমা, এই তুলসী-গাছের গোড়ায় রোজ যেন বাতি জ্বলে, সন্ধ্যার দীপ না দেখলে কিন্তু দেবতারা সব বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে—বাড়ির অমঙ্গল হবে। সেই তুলসীগাছ আমি ফেলে রেখে যাব কি করে? গোঁয়ার-গোবিন্দ নন্দটা কি এ সব বোঝে?

দুর্গা—একেলে ছেলে সব—কেমন ক'রে বুঝবে?

হর—ওর ধারণা, বাক্স পেটারা ভ'রে কাপড়-চোপড় সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে নিলেই বাড়ি ছাড়া যায়।

দুর্গা—আজকেই তা-হ'লে যাওয়া ঠিক?

হর—দেখছি ত তাই। রাত এক প'র থেকে ছেলের তাগিদে তাগিদে

ত একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছি। অনেকদিন থেকেই একবার বেরোব বেরোব করছি ঠাকুরঝি। সারাজীবন এই ছাতিমপুর থেকে এক পা নড়ি নি ; ভেবেছিলুম, হাত-রথ থাকতে একবার একটু ঘুরে আসব।

দুর্গা—তা ত ভাল কথা।

হর—বড় মেয়ে ক'লকাতায় থাকে, এই তিন বচ্ছর তাকে দেখি নি। রাধুটা রইল সেই কোন ছাপরা জিলায় বিহার দেশে। ওরা সবাইত কতদিন লিখছে একবার যেতে। কিন্তু এমন ক'রে দেশ ছেড়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হবে এ কথা ত ভাবি নি একদিনও (আঁচলে চোখের জল মুছিল)।

দুর্গা—চোখের জল ফেলো না বৌঠান, ওতে অমঙ্গল হয়।

হর—আবার শুনছি নাও-মানুষ নিয়ে কি সব গোলমাল—জমাজমির বিলি-ব্যবস্থা নিয়ে কি গোলমাল—তাই নিয়ে আবার পটল ডাক্তারকে খবর দিয়েছেন।

[পটল ডাক্তারের প্রবেশ]

পটল—এই যে নাম করতেই এসে পড়লুম বৌঠান, একশ' বছর বাঁচব—পুরো একশ' বছর।

হর—তাই বেঁচে থেকো ঠাকুরপো ; যমের অদেখা হয়ে থেকো!

পটল—মনের সাধ আর তেমন নেই বৌঠান, এখন যমে দেখলেই ভাল।

হর—বালাই ঠাকুরপো,—এত তোমার কিসের দুঃখ ?

পটল—যাঁদের নিয়ে বেঁচেছিলুম—তাঁরাই যদি সব ছেড়ে য চ্ছন—তবে আর বেঁচে থেকে –

হর—অনেক লাভ আছে। সে যাক ঠাকুরপো, জমাজমি নিয়ে কি সব গোলমাল হচ্ছে ?

পটল—সে কিচ্ছু না—কিচ্ছু না—

হর—আইজদ্দি নাকি—

পটল—সব বাজে কথা। প্রথমত আইজদ্দি কিছু এ বিষয়ে বলছেই না; দ্বিতীয় কথা হ'ল, আইজদ্দি বললেই ত আর হবে না—তৃতীয় কথা গ্রামের লোকগুলো আমরা ত এখন পর্যন্ত ম'রে যাই নি—।

হর—ব'স ঠাকুরপো ব'স; তোমার সঙ্গে কথা বললে তবু মনে একটু জল আসে। আইজদ্দি নাকি মেছেরের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে—

পটল—ঐ গুলোই ত সব বাজে কথা। আপনার ঘরে এসেছি, কাঠে লেগে হোঁচট খেয়ে পা থেকে যদি একটু রক্ত বেরোয় তাহ'লে কি সেই রক্ত দেখিয়ে সকলকে ব'লে বেড়াব, বৌঠান আমাকে খুন করেছে? তর্কাতর্কিতে একটু রাগারাগি হয়েছে, রাগারাগিতে একটু হাতাহাতি—হাতাহাতিতে একটু লালচে লালচে—। একে কি খুনোখুনি বলতে হবে?

হর—আমাদের কিছু বলবারই দরকার নেই—কিছু না হ'লেই হয়।

পটল—ওসব কথা এখন রাখুন, অন্য কাজের কথা বলুন। আজকেই-ত শুনলুম চ'লে যাচ্ছেন। গয়না-গাঁটির কি ব্যবস্থা করে গেলেন?

হর—কেন? কি আর ব্যবস্থা করব?

পটল—সব সঙ্গে যাবে?

হর—তুমি কি বল?

পটল—আমি আর কি বলব? পটলডাক্তারের কথা এখন বিষের ছিটা; কেউ শুনতে চায় না,—তাই আর গায়ে প'ড়ে বলতেও ইচ্ছা করে না। নন্দলাল ত তাতে আর মাতে। বাবা যতই বিদ্যাদিগ্‌গজ হস্‌, বয়সে ত ছোট। একটা বুদ্ধি বিবেচনাও ত জিজ্ঞেস করতে পারিস?

হর—তোমরা ঘরের লোক, জিজ্ঞেস করতে হবে কেন ?

পটল—তাই ভেবেই ত ছুটে আসি। কিন্তু ঘরের লোক যে তোমার ছেলের কাছে এখন পরের লোক হ'য়ে গেছে। গায়ে পড়ে বুদ্ধি দিতে গেলেও ত চটে যায়। এতগুলো গয়না-গাঁটি নিয়ে কখনো পথ চলতে হয় ?

হর—তা ত বটেই ঠাকুরপো,—আমার হাত-পা ত দেখ এখনই আবার কাঁপতে সুরু করেছে। কি বুদ্ধি তা-হ'লে করি ?

পটল—সে এখন ভেবে দেখুন। আমার দিক থেকে কথাটা আপনাকে ব'লে রাখা ভাল মনে করলুম—তাই বললুম। আপনি যদি একান্ত রেখে যেতে চান আমার কাছে, তা আমি পারি ; তবে দেখুন, বড় দায়িত্ব। ' যে দিনকাল, তাতে আবার আমার ঘরে ত আর সিন্দুক নেই। তবে যদি একান্ত বলেন, এ বিপদও আমাকে ঘাড়ে নিতে হবে।

হর—আমি বলি তা-ই ভাল ঠাকুরপো।

পটল—সেটা ভেবে দেখুন। তা-ই যদি সাব্যস্ত হয়, তবে কথাটা রাখতে হবে অতি সঙ্গোপনে। এক কানে গেলেই পাঁচ কান হবে—পাঁচ কান হ'লেই আজকালকার দিনে আপনার যাবে জিনিস—আর পটলডাক্তারের যাবে প্রাণ। আপনি জানলেন—আর এই দুগ্‌গা কাছে আছে—দুগ্‌গা জানল—আর জানল পটলডাক্তার। ব্যস্‌—এই তিন কানের পরে আর চার কান করবেন না যেন।

হর—নন্দ ?

পটল—আমি বলি চেপে যান, না ব'লে পারলেই ভাল।

হর—তা কি হয় ? কত্তাকে না হয় না বললুম কিছু, কিন্তু নন্দকে না ব'লেপারব কি ক'রে ?

পটল—দেখুন,—একান্ত না পারলে বলুন।

হর—নন্দ—নন্দ,—একবার শোন দেখি—

[নন্দলালের প্রবেশ]

নন্দ—মা, তুমি এখনও ব'সে ব'সে—

হর—ক্ষেপিস নি রে বাবা, ব'সে ব'সে গাল-গল্প করছিনে কিছু, কাজের কথাই বলছি। হাত ধ'রে চল বললেই ত বাড়িঘর জিনিস-পত্তর সব ছেড়ে একপলকে চলে যাওয়া যায় না, সবটারই ত একটা ব্যবস্থা চাই।

নন্দ—কিসের অব্যবস্থা হ'ল?

হর—এই পটল ঠাকুরপো বলছিল—

পটল—ঐ ত আবার ভুল করছেন বৌঠান, পটল ঠাকুরপো বলতে যাবে কেন? আপনিই ত দেখতে পেয়ে ডেকে বলতে যাচ্ছিলেন—সেই কথাই ত হচ্ছিল—।

হর—তাই বলছিলুম, এত গয়না-গাঁটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে—

নন্দ—সে সব তোমার ভাবতে হবে না।

হর—একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে?

নন্দ—সে সব ঠিক আছে, সে তোমায় পরে বলব।

পটল—তবেই ত সেই কথা হ'ল বৌঠান—পটল ডাক্তারকে এখন আর বিশ্বাস নেই।

নন্দ—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন কথা নয়। সে বিষয়ে আমরাই সাবধান আছি।

পটল—বেশ, ব্যবস্থা ক'রে রাখলে আর কথা কি? আসি তবে বৌঠান।

হর—এটার না হয় ব্যবস্থা হ'ল। অন্য ব্যাপারগুলোর একটা বিহিত না ক'রে যেও না ঠাকুরপো।

পটল—বিহিত আমাদের আর করতে হবে না—আপনার চৌকস ছেলে রয়েছে—চিন্তা কি? [প্রস্থান]

নন্দ—মা, তোমাকে আমি কতদিন বারণ করিনি, এই পটল ডাক্তারকে তুমি আর আস্কারা দিও না।

হর—সকলের উপরে কেবল ক্ষেপিস নে নন্দ। কেন? কি ক্ষেতি করেছে তোর পটল ডাক্তার।

নন্দ—তুমি জান না মা, পটল ডাক্তার আমাদের সর্বনাশ করবার চেষ্টায় আছে। আজ করিম সর্দার একটু আগে কি বলেছে জান? আমাদের জমাজমি সব বিনা টাকায় আইজদ্দির হাত করিয়ে দেবে ব'লে দিনরাত পরামর্শ দিচ্ছে পটল ডাক্তার।

হর—ও মা, তুই বলিস্ কি নন্দ?

নন্দ—যা বলি তার বর্ণ-বিসর্গও মিথ্যা নয়। তুমি আর পটল ডাক্তারের সঙ্গে কোন ব্যবস্থার কথা বলতে যেও না, ব্যবস্থা যা হয় আমিই করব। [প্রস্থান]

হর—শুনছিস্ ঠাকুরঝি? শুনে যে আমার হাত-পা কাঁপছে। পিরথিমিটা কি একেবারে উল্টেই গেল?

দুর্গা—তাই ত দেখছি বৌঠান, ধম্মাধম্ম বলে আর কিছুই রইল না। (হরসুন্দরী মূলসহ উৎপাটিত একটি করবী গাছের ডালপাতা ঠিক করিতে লাগিল।) একি বৌঠান? এত বড় করবী গাছটা মূল শুদ্ধু তুলে নিয়েছ? একি বাঁচবে?

হর—বাঁচবে দেখিস। যেখানে নিয়ে যাব সেখানে কয়েক দিন যত্ন ক'রে একটু জল ঢাললেই বাঁচবে।

দুর্গা—তা হয়ত হবে।

হর—করবী হ'ল আমার দূর সম্পর্কের মাসতুত বোন, থাকত ছেলে-

বেলায় আমাদের বাড়ি! সাত বছরে বিয়ে হ'য়ে চলে এলুম শশুর বাড়ি। করবী'ক ছেড়ে আর থাকতে পারি না। ঠাকুর-পো যা ক্ষেপাত! একদিন ঠিক দুপুরবেলা—ঠাকুরপো চেঁচিয়ে উঠল—বৌঠান, এস তোমার বোনকে দেখবে। কি ছেলে-মানুষই ছিলুম ঠাকুরঝি শোন,—মাথার কাপড ফেলে সত্যি দৌড়ে গেলুম উঠানে; ঠাকুরপো হাত ধ'রে নিয়ে চলল, হাত ধ'রে এই করবী গাছের গোড়ায় টেনে নিয়ে এসে বলল, বৌঠান এই ত করবী—!

দুর্গা—কি অন্যায় দেখত!

হর—সেই করবীর জায়গায় এসেছিলি তুই, আমার রাধুর বিয়ে হবার পরে পেয়েছিলুম অতসীকে। তোকে যে আমি ফেলে যাচ্ছি, অতসীকে যে আমি ফেলে যাচ্ছি, সে কি আমার কম দুঃখ? আজ যে এমন করে চলে যাচ্ছি, আমি বলি নি তা কাউকে, তোকেও খবর দিই নি, অতসীকেও না; বলব কোন্ মুখে?

দুর্গা—তা বৌঠান, আমাকে কিন্তু তুমি ফেলে যেতে পারবে না, আমি তোমার পিছু নেব।

হর—মনে মনে আমি কি আর ভাবি নি সে কথা? এই দু'দিন ধ'রে পাগলের মতন কত কথাই-না ভাবি!

দুর্গা—খালি ভাবলে হবে না, আমাকে তুমি মেরেও তাড়াতে পারবে না। তুমি ছাড়া আমার বন্ধনই বা কি, গতিই বা কি? ভাইয়ের খবর ত তুমি জান। পূজার পরে এসে ইস্তিরি-পুত্তুর নিয়ে চলে গেল; আমাকে বলল, এত লোক নিয়ে পালতে পারি এমন সাধ্য নেই। আমি এখন কুকুর-বেড়ালের মতন কোথায় যাই?

হর—তারপরে আবার যা দিনকাল !

দুর্গা—সে-ত আর তোমাকে বলতে হবে না। আজ ভোররাতেত তোমাকে ব'লে গেছি সব কথা।

হর—তাই-ত ভাবি কিই-বা করি !

দুর্গা—দোহাই তোমার বৌঠান, আমার মাথা খাও—আমাকে তুমি ফেলে যেও না। আমার ঘরে পরে শত্তুর, তোমার কি কিছু অজানা ? এই পটল ডাক্তার কি মানুষ ? একবার আমার কত কুচ্ছা বটিয়েছিল মনে আছে ? কুলীনের মেয়ে—সতের বছরে বিয়ে, তিন দিন সোয়ামীর ঘর, বাইশ বছরে কপাল পুড়ে ব'সে আছি। তোমরা সব চলে গেলে—

হর—চল তা হ'লে ঠাকুরঝি, আমার সঙ্গেই চল, তুই আর ক'টা ভাত-ই বা খাবি।

দুর্গা—তোমার পাতা কুড়িয়ে খাব বৌঠান, তাতে আমার ঘেন্না নেই।

হর—তা হ'লে যা ঠাকুরঝি, তৈরী হ'য়ে আয়।

দুর্গা—আমি আর তৈরী হব কি ? কি আর আছে আমার বেসাত ! এক মুঠ ভাত ফুটিয়ে রেখে এসেছি, মুখে পুরে চ'লে আসব।

হর—তুই-ও সঙ্গে চললি, থাকল খালি অতসী। কি আর করি, পরের মেয়ে ! বলেছিলুম কতবার নন্দকে, নন্দ, অতসীকে আমার ঘরের লক্ষ্মী ক'রে আনি। বুঝতে পারি না ওর মন ; তেমন না-ও বলে না, হ্যাঁ-ও বলে না।

দুর্গা—মন্দ কি বৌঠান ?

হর—অমন মেয়ে দেখি নি। দেখতে শুনতে পাব্বতী—ঠিক আমার রাধুর মতন। আবার ভাবি—গরিবের মেয়ে—দিতে থুতে

পারবে না তারা কিছুই, ছেলেরও হয়ত তাই মন উঠছে না।

দুর্গা—না-ই বা দিল থুল, তোমার কি জিনিস-পত্তর, গয়না-গাটি কিছুর অভাব? তোমার ঘরের লক্ষ্মী তুমি সাজিয়ে নেবে।

হর—তা আর হ'ল কই? এখন দেশ ছেড়ে চলে গেলে কি তা আর হবে?

[নন্দলালের প্রবেশ]

নন্দ—কই মা, দেখি তোমার সঙ্গে কি কি যাবে। (চারিদিকে তাকাইয়া) এই স—ব যাবে?

হর—সব আর কিবে বাপু, যা নইলে নয় তা-ই যাবে।

নন্দ—এই সব হাঁড়ি-কুড়ি—সুপারির খোল—

হর—হাঁড়ি-কুড়ি কোথায়—ও-ত তিন বছরের মনসার ঘট; মনসার ঘট নাকি পিছে ফেলে যাওয়া যায়? সুপারির খোলে জড়ান এ বছরের নোতুন ধানের ছড়া, ও বাপু ঘরের লক্ষ্মী—এ আমি ফেলে যেতে পারব না।

নন্দ—এই সব তুলসী গাছ, করবী গাছ—?

হর—তুই বলিস কি সব কথা? সন্ধ্যাবাতির তুলসী গাছটা ফেলে যাব? আর এই করবী গাছ,—তা বাবা আছে অনেক কথা—সব কথা বলতে পারব না—ওটাও যাবে।

নন্দ—কালী গোরু আবার ওখানে বাঁধা কেন?

হর—কালী আমার বাড়ির লক্ষ্মী—(নন্দ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল)—মাথায় হাত দিয়ে যে বসেই পড়লি, এদিকে আমাকে ব'লে আসছিস্, সব ব্যবস্থাই হবে। আমার জিনিস-পত্তরের ব্যবস্থা না হলে আমি এক পা-ও নড়ব না কোথাও—

তা কিন্তু বলে রাখছি। শেষটায় আমার কেউ দোষ দিতে পারবি নে।

নন্দ—(একটু ভাবিয়া) আচ্ছা মা, তা-ই হবে; সেই ব্যবস্থাই হবে, তুমি এখন খেয়েদেয়ে প্রস্তুত হও।

হর—আবার জমাজমি নিয়ে কি সব গোলমাল শুনলুম—

নন্দ—কিচ্ছু না মা, তুমি সব কথায় কান দিতে যেও না, নিজের গোছ গুছিয়ে নাও।

হর—কান দি কি আর ইচ্ছায়? তোকে আমার বড ভয়; তোর গোঁয়াতুর্মি ত তুই কখনো ছাড়বি না; কাকে কখন কি ব'লে ফেলিস, কি করিস—আমিত ভয়ে মরি।

নন্দ—সব ঠিক আছে; তুমি আর মাথা খারাপ ক'রো না।

হর—তুই ঠিক আছে বললেই ঠিক হল? ঐ যে কাছেম বলে গেল, নৌকা নিয়ে কি সব গোলমাল হয়েছে—

নন্দ—কিচ্ছু হয় নি।

হর—তুই আমাকে সব ছেপে যাচ্ছিস, তোর মতলব ভাল না আমি বুঝতে পারছি। তোর সঙ্গে এক পা বেড়াতেও আমার ভয় করে, যা দিনকাল, একটু র'য়ে স'য়ে চলতে হয়; সব ব্যাপারেই তোর নবাবী। চারদিকে শত্তুর—

নন্দ—কেউ শত্তুর নেই মা,—শত্তুর আছে শুধু তোমার ঘরে—ঐ পটল ডাক্তার; তার কথায় যেন কান দিও না কখনো।

হর—তোর ঐ এক কথা। তা শোন, তোর এই হুগ্‌গাপিসি কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাবে।

নন্দ—(একটু চিন্তিতভাবে) থাকবে গিয়ে কোথায়?

হর—সে যা হয় হয়ে যাবে, তা নিয়ে তোর ভাবতে হবে না।

নন্দ—বাঞ্ছারামও ত সেজেছে, সে তার বউ নিয়ে যাবে।

হর—ঐ আরেক বিপদ জুটল ; দু'টোতে দিনরাত ঠোকরা-ঠুকরি—আমার হাড় জ্বালিয়ে ছাড়বে। হ্যাঁরে নন্দ, সকলেই তবে চলল, বাকি রইল আমার অতসী।

নন্দ—অতসীকেও তাহ'লে নিয়ে চল না মা।

হর—আমার কি কিছু অনিচ্ছা? কত দিন ত তোকে বলেছি, অতসীকে আমি ঘরে আনি, তা তুই রাজি-হ'লি কই ?—

নন্দ—এমনি তুমি সঙ্গে নিয়ে চল না।

হর—তাকি কখনও হয় ? তার বাপ-মা রাজি হবে কেন ?

নন্দ—তুমি বললে রাজি হতেও পারে।

হর—এসব তুই বুঝবি নে নন্দ! এত শহরতলী নয়—পাড়া গাঁ! অত বড় বয়স্থা মেয়েকে কেউ কখনো দেয় পরের সঙ্গে ? আমিই বা সে কথা বলি কি ক'রে ? বলেছিলুম ত ওকে আমি ঘরে আনি।

নন্দ—আচ্ছা সে যা হয় হবে। [নন্দের প্রস্থান]

[পট-পরিবর্তন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পটলডাক্তারের বাড়ি। পটলডাক্তার ও তাহার স্ত্রী ঊষা।

ঊষা—আবার এইসব কি হচ্ছে শুনি? আমার এসব ভাল লাগছে না।

পটল—স্ত্রীলোকের ভাল লাগে, 'আমসি, কোঁচল, কাঁদুনি; তেঁতুল, লঙ্কার রাধুনি'; তাই ব'লে তা ছাড়া কি আর জগতে ভাল নাই কিছু?

ঊষা—কানাইর সঙ্গে নাকি আবার অতসীর বিয়ের কথা হচ্ছে?

পটল—সে ত হচ্ছেই—হবারই ত কথা।

ঊষা—কেন? মেয়ে ফেলবার আর আস্তাকুড়ে নেই?

পটল—আস্তাকুড়ে আর থাকবে না কেন? সৎপাত্র আর নেই।

ঊষা—সৎপাত্র হ'ল কানাই?

পটল—আমার বুদ্ধি বিবেচনায় ত তাই মনে হচ্ছে; এখন তোমার পাঁতি-পত্তর কি রকম হবে তা তুমি বলতে পার।

ঊষা—কানাই ত এই বয়সে পাঁচবার জেলে গেল—

পটল—স্বদেশী ক'রে জেলে গেছে—সে ত যতবার যেতে পারে ততই ভাল।

ঊষা—সেদিনও ত দিদি বলল, এখনও রোজ পুলিশ ঘোরে ওর পেছনে।

পটল—সেই জন্যেই ত বিয়ে করা দরকার। সেই সোজা কথাটাই ত তোমার মত মেয়েলোকের মাথায় কিছুতে ঢুকছে না দেখছি। যতদিন বিয়ে-থা ক'রে ঘর-সংসারে মন না দেবে ততদিন ও বনবুষ হ'য়ে মানুষকে শুধু গুঁতোবে। ওর জ্বালায় ত মুলুকে বাস করা দায় হ'ল। আজকে ও এই সভা করে, কালকে তাই করে,—একে মারতে চায়, ওকে ধরতে চায়। সাধে কি আর

ঐ ষণ্ডাটাকে এত আদর করি? ওযে আমার পেছনে লেগেই আছে।

উষা—তাই বুঝি আজ এত খাতির! অতসীকে ঘুষ দিয়ে কানাইকে খুশী করতে হবে?

পটল—এত সব পাকা পাকা কথা আজকাল কে তোমাদের শেখায় বল দেখি। এত খাতিরটা কোথায় হল?

উষা—খাতির নয় ত কি? আমি অতসীর মাকে ডেকে এ-বিয়ে বারণ ক'রে দেব।

পটল—কেন?

উষা—নিজের কাজ হাসিল করার জন্য তুমি অমন ভাল মেয়েটাকে ভাসিয়ে দেবার মতলবে আছে।

পটল—শোন, সব কথা ত চেঁচিয়ে বলা যায় না! রহিমগঞ্জের ফুড কমিটির প্রেসিডেণ্ট আর আমাকে জড়িয়ে এই কানাইটা নাকি পুলিসের সঙ্গে কি একটা যোগ-সাজসের চেষ্টায় আছে। অবশ্য ফুড কমিটির মাল যে এ-হাত ও-হাত একটু হয় না তা আমি বলছি না; তবে এই কলির শেষে পুণ্যাত্মাটা আবার কে? আটতিরিশ টাকা চা'লের বাজারে এ-হাত ও-হাত না ক'রেই বা খেয়ে বাঁচতে পারে কে? আর রহিমগঞ্জের ফুড কমিটিতে চুরি হয় তার পটলডাক্তার কে? আমার উপরে এ আক্রোশ কেন? সকলের এক কথা, মোহন মিঞাকে বুদ্ধি যোগায় পটল ডাক্তার,—মোহন মিঞার পেটে যেন আর বুদ্ধি নেই।

উষা—কেন তুমি গেলে সেদিন আবার মোহন মিঞার কাছ থেকে কাপড় আনতে?

পটল—কি পরতে শুনি, মা-কালী হ'য়ে থাকতে?

উষা—যা ছেঁড়া কাপড় আছে তা-ই পড়তুম।

পটল—বলি খেতে কি? বাঁচতে কি ক'রে? ডাক্তারিতে কোন শালার পয়সা আছে আজকাল? কোথাও এক ছিঁটে ওষুধ পাওয়া যায়? ধম্মাত্মা ত চট্ করে সেজে গেলে, বাঁচতে কি ক'রে সেটাও বল।

[কানাইর প্রবেশ]

কানাই—বেশ মানুষ ত আপনি মশাই! জোর ক'রে বাড়িতে বসিয়ে রেখে নিজে কোথায় চ'লে গেলেন। আমার সব দিনটা একেবারে মাটি।

পটল—(কানাইর হাত দু'টি ধরিয়া) অত চট কেন দাদা? একটু ধৈর্য ধর। সব দিনটা মাটি হবে কেন,—সব দিনটাই আজ হবে খাঁটি। বস দাদা, এই মোড়াটা টেনে একবার বস।

কানাই—আর বসতে পারব না, বসা অনেক হয়েছে।

পটল—ঐটা দাদা তোমাদের একটা রোগ, আমি ডাক্তার মানুষ, এ কথাটা আমাকে বলতেই হ'ল। যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? যারা কাজের মানুষ তারা সারাটা জীবন হৈ চৈ করেই কাটাবে? এক-আধ দিনের জন্যেও কি একটু সুস্থ হ'য়ে বসবে না?

কানাই—আচ্ছা আমি দাঁড়াচ্ছি, বলে ফেলুন আপনার কথাটা।

পটল—দাঁড়াচ্ছি নারে দাদা, তাহ'লে একটু বসতে হয়; ঐভাবে ক'রে কথা হয় না। পটলডাক্তারের মাথার দিব্যিতে একটা বেলা যখন রয়েই গেলে তখন আর পাঁচ-দশ মিনিট তোমাকে বসতেই হচ্ছে। (কানাইর হাত ধরিয়া জোর করিয়া বসাইয়া দিল।)

কানাই—মতলবটা কি চট্ ক'রে ব'লে ফেলুন দেখি নি।

পটল—(মৃদুহাস্যে) ঠিকই ধরেছ দাদা, মতলব একটা আছে, কিন্তু সেটাত অমন চট্ করে বলে ফেলবার জিনিস নয়! (আরও কাছে আগাইয়া) তোমাকে কিন্তু দাদা এরকম উড়নচণ্ডী হ'য়ে আমি আর ঘুরতে দেব না।

কানাই—কি করতে হবে বলুন।

পটল—তোমার দাদা নেই, আমি এখন তোমার দাদা। আমার কথা তুমি পায় ঠেলতে পারবে না কিছুতে।

কানাই—এত ভূমিকায় কাজ কি? মনোভাবটা সোজাই বলে ফেলুন।

পটল—তোমাকে এবারে বিয়ে করতে হবে। আর দেখ, তোমার বৌঠানের শরীরের অবস্থা ত তুমি ত নিজেই দেখতে পাচ্ছ, তোমার নিজেরই ত অগ্রবর্তী হ'য়ে এবিষয়ে এখন ব্যবস্থা করা উচিত।

[ঊষার প্রস্থান]

কানাই—ডাক্তারি, ফুড-কমিটি—সে সব ছেড়ে আবার ঘটকালি ব্যবসা কবে থেকে আরম্ভ করলেন?

পটল—(হাসিয়া) ডাক্তারি ব্যবসায় কি এখন আর দিন চলে দাদা? বুঝতেই ত পাচ্ছ। তাই এসবও একটু একটু আরম্ভ করতে হয়েছে। এটা হ'ল কি জান? যাকে তোমরা বল 'সাইড্ বিজ্‌নেস্'—!

কানাই—কিন্তু একটু যে মুসকিল আছে।

পটল—কি?

কানাই—আমার মতন উড়নচণ্ডী ছেলে বিয়ে করবার মেয়ে ত পাওয়া যাবে না কোথাও।

পটল—সে ভার ত আমার উপরে। মেয়ের কথা ত সেদিন আমি

তোমাকে ব'লেই রেখেছি। মেয়ে দেখবার কথাও ত হলো! এখন তোমার ঐ চালবাজি রাখ দাদা। মেয়ে আমার হাতে আছে; আছে ব'লেই তোমাকে জোর ক'রে বলছি।

কানাই—চট্ ক'রে বিশ্বাস করতে পারলুম না।

পটল—চট্ ক'রে বিশ্বাস করবেই বা কেন? সব কথা একটু ধৈর্য ধ'রে শোন, তারপরে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস—

কানাই—আচ্ছা বলুন।

পটল—তাহ'লে খুলেই বলছি সব কথা। আজকালকার কথা দাদা আমাদের চেয়ে তোমরাই ভাল জান। এই আমাদের ব্রজহরি ঘোষালের মেয়ে অতসী—তার কথাই ত সেদিন বলে এলুম। দেখতে শুনতে দাদা নিখুঁত—নাকটিও অতসীর মত—বর্ণটিও অতসীর মত। কিন্তু সে সব কথা তোমাকে বলব না, সে-কথা বললেই তুমি হয়ত চেঁচিয়ে উঠবে, সুন্দরী মেয়ে আমি বিয়ে করব না!

কানাই—(হাসিয়া) তা কি কেউ বলে?

পটল—আমরা ত বলতুম না, এখন তোমাদের কি সব মতিগতি কি ক'রে বুঝব? যাক্ সে সব কথা। সেই অতসী—সে আবার ঠিক তোমার ধাতের। চাল-চলন, কথা-বার্তা সব ঠিক এক; যেন ঘটটি বুঝে সরাটি।

কানাই—খুব ঘটকালি শিখেছেন! এ ব্যবসাতেও আপনার বেশ পশার হবে দেখতে পাচ্ছি।

পটল—তোমার সঙ্গে ঘটকালি নয় দাদা, শুধু কথাটিই তোমাকে বলছি। ঐ মেয়ে ইস্কুলে কলেজে না পড়লে কি হবে, লেখা-পড়া বেশ জানে। তোমাদের এই—আজকালকার কি সব বই, ঘরে ব'সে

লুকিয়ে লুকিয়ে সব প'ড়েছে। প'ড়ে শু'নে ওর গেছে চোখে ফুটে!

কানাই—সেত ভালই হয়েছে।

পটল—শেষ পর্যন্ত ভাল হ'লে তবে ত হয়! ও মেয়ে কি ক'রে শুনেছে তোমার কথা—তোমার বক্তৃতা।

কানাই—তাই শুনে বুঝি ক্ষেপেছে আমাকে বিয়ে করতে?

পটল—কথাটা হেসে উড়িয়ে দিও না একেবারে। মেয়েকে এখন সামলান দায়।

কানাই—সামলানই দায় হ'য়ে পড়েছে?

পটল—দায় বই কি? সে ত বেঁকে বসেছে, তোমাকে ছাড়া বিয়ে করবে না। এখন তুমি যদি মুখ তুলে না চাওত—

কানাই—ছাড়ুন মশাই, এবারে বাড়ি যাই।

পটল—কিন্তু দাদা ভেবে দেখ, তোমারও একটা দায়িত্ব আছে। আমার উপরে চ'টে গিয়ে—

কানাই—দেখুন, অনেক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, খোলাখুলি বলছি। বিয়ে এখন আমি করব, তার কারণটিত অতি স্পষ্ট, বিয়ে না করলে দেখছি আর কপালে ভাতই জুটবে না! কিন্তু আপনার কোনো কথায়ও আমার বিশ্বাস নেই। যদি সত্যি বিয়ে করতে হয়, আমি নিজে মেয়ে না দেখে, কথাবার্তা না ব'লে কিছু বলতে পারব না।

পটল—আমিওত তা-ই বলছি; মেয়েই ত তোমাকে দেখাতে চাই।

কানাই—বেশ, তাই হবে!

পটল—হবে নারে দাদা—এখনি চল—আমার সঙ্গেই।

কানাই—তবেই ত আবার সন্দেহ আনলেন। আপনার এত তাড়াহুড়ো দেখলেইত আমার মনে সন্দেহ আসে।

পটল—এখনই ভাল দাদা। আমি তাদের সঙ্গে সব কথা ব'লে এসেছি।

কানাই—এখনই কোথায় যাব? আপনি ক্ষেপেছেন মশাই?

পটল—কেন, তোমার আপত্তিটাই বা কি? এসেছ যখন এদিকে তখন কাজটা সেরেই যাও না।

কানাই—আবার বিয়েটাও আজকেই সেরে যেতে বলবেন নাকি?

পটল—ঐ ত আবার ঠাট্টা করা। নাও—আর কথা নয়—ওঠ—

কানাই—কিন্তু আপনার কথায় যে আমার বিশ্বাস হয় না!

পটল—একদিন একটা কথায় না হয় বিশ্বাস ক'রেই দেখ! তারপরে যদি এর ভেতরে 'বেহুদা' পাও কোন কথা ত এই পটল ডাক্তারের কান দু'টো কেটে তোমাদের রহিমগঞ্জের হাটের রামছাগলটার গলায় ঝুলিয়ে দিও। চল—চল—। (কানাইর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান।)

(দৃশ্যান্তর)

[ব্রজহরির বাড়ি। ব্রজহরি ও ক্ষেমঙ্করী]

ব্রজ—একমুঠ খেতে যদি দিতে হয় ত দাও—নইলে আমি যেদিকে পারি চলি। আমার যা বলবার তা আমি ব'লে দিয়েছি; এখন সারা দিন এই নিয়ে খ্যাচ্ খ্যাচ্ করলে লাভ হবে কিছু?

ক্ষেমঙ্করী—খেতে দেব না পরতে দেব না, মেয়েটার দিকেও ত একবার তাকাতে হয়!

ব্রজ—তাই ব'লে শহুরে কোন্ একছোঁড়া এসে আমার মেয়ে চাইল আর আমি সোমত্ত মেয়েটাকে তার সঙ্গে শহরে পাঠিয়ে দিলুম? হ'ক গে সে বড় লোক, আমি তা পারব না।

ক্ষেম—কোন্ এক ছোঁড়া আর হ'তে যাবে কেন? রায়বাড়ির ছেলে। শহুরে ফচকে ছোড়া নয় নন্দ। চলে যাচ্ছে আজ, দেখা করতে এসেছিল; ঘরে আমাদের না দেখে চ'লেই যাচ্ছিল, ঘাটের পথে আমার সঙ্গে দেখা। পায়ের ধুলো নিয়ে আশীর্ব্বাদ চাইল; যাবার সময় হাসতে হাসতে বলল, অতসীও চলুক না জেঠি মায়ের সঙ্গে।

ব্রজ—আহা—বোঝ না তুমি। সব ব্যাপারেরই একটা দস্তর চাই, একটা সমাজ আছেত? যাক্ গে, ভাত দু'টি পাব কি না শুনি, নইলে চলি একদিকে।

ক্ষেম—এত হ'ল খালি গা-ঠেলা কথা। রায়দের সঙ্গে কাজ করতে পেলে ত বর্ত্তে যেতে জানতুম।

ব্রজ—ঐ সেই ঘ্যানর্, ঘ্যানর্! এক কথা পাঁচ শ' বার! রায়দের সঙ্গে কাজ করতে কি এখনও আমার আপত্তি? আসুক না বিষ্টু রায়, বলুক—তার ছেলের জন্যে আমার মেয়ে চাই,—বিয়ে না করিয়েই আমি দিয়ে দেব তার সঙ্গে আমার মেয়ে। কেন, রায় গিন্নি নিজে এসে একবার বলতে পারতেন না তোমাকে?

ক্ষেম—তা হ'লে আমিও বলে রাখছি, সকাল বেলা পটলু ডাক্তারের সঙ্গে যে সম্বন্ধের পরামিশ হয়েছে সেখানেও আমি মেয়ে দেব না কিছুতে।

ব্রজ—কেন?

ক্ষেম—পটল ডাক্তার যার ভিতরে আছে, আমি তার ছরহদ্দে নেই।
ও কি মুনিষ্যি ?

ব্রজ—কেন সকাল বেলা না এই পটল ডাক্তারের কত গুণ-কেত্তন হয়েছিল ? (মুখ খিঁচাইয়া) তখন বুঝি আমাকে ঠাসবার দরকার হ'য়ে পড়েছিল—?

[ব্রজহরির প্রতি কটমট করিয়া তাকাইয়া ক্ষেমঙ্করীর প্রস্থান]

ঐ-ই শিখেছিলে, বাপ-মা ঐ-ই শিখিয়েছিল ; ছোটবেলা-থেকে খালি চোখ-কটমটানি।

[হর সুন্দরীর প্রবেশ]

কে—আপনি—

হরসুন্দরী—হ্যাঁ—আমিই একটু এসেছি। মুখ ফুটে কখনো কারো কাছে চাই নি কিছু—আজ একটু চাইতে এসেছি।

ব্রজ—কি—কি— ?

হর – অতসীকে কিন্তু আমাকে দিতে হবে, আমি ওকে আমার ঘরের লক্ষ্মী করব।

ব্রজ—তা—তা—আপনি যদি বলেন—(বাড়ির দিকে মুখ করিয়া) ওগো—কোথায় গেলে গো—একটু এস না, রায়গিন্নি এসেছেন।

[ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ]

হর—অতসীকে চাইতে এসেছি দিদি—ওকে আমার ঘরে নেব।

ক্ষেম—অত অদেষ্ট কি আমরা করে এসেছি ?

হর—আর কথা বাড়াব না দিদি, কথা বলতে আজ আমার চোখ ফেটে জল আসে। (চোখের জল মুছিয়া) আমার কত আশা ছিল দিদি—জীবনে একদিনের জন্যও সুখ হ'ল না। নন্দকে

বিয়ে করিয়ে কত সুখ করব ভেবেছিলুম—তা আমার কপালে নেই। পাঁচটা কাঁচানন্দকে ধরেছি; মেয়ে দু'টো বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, নন্দের বিয়েতে গিয়ে আমি কত ঘটা করব—কত আমোদ-আহ্লাদ করব—বিধাতা বাদী দিদি! আজ আমি বড় দুঃখে চোরের মতন নন্দের বউ ঘরে নিতে এসেছি—

ক্ষেম—চোখের জল ফেলো না রায়গিন্নি, কপালে থাকলে আবার সুখ হবে। এই ছাই দিনই কি চিরকাল থাকবে? তুমি যখন নিজে নিতে এসেছ—

ব্রজ—হাঁ—তখন ত কোন আপত্তির কথাই উঠতে পারে না। নিজে আসবার দরকার ছিল কি—আমাদের ডাকলেই হত।

হর—কই, আমার অতসী মা কোথায়—?

ক্ষেম—ও অতসী—

[অতসীর প্রবেশ]

হর—নন্দের সঙ্গে ক'লকাতায় যাচ্ছি আজ, তুই যাবি আমার সঙ্গে অতসী? (অতসী নীরবে মাথা নীচু করিয়া রহিল; হরসুন্দরী অতসীকে জড়াইয়া ধরিয়া) তোর হাতেই এখন ঘর-সংসার তুলে দেব সব—চল অতসী—। মাকে বাবাকে প্রণাম কর (অতসী সকলকে প্রণাম করিল) চল এইবারে; আর দেরী করব না ঘোষাল মশাই—চলি।

ব্রজ—আজই যাচ্ছেন তা হলে?

হর—ব্যবস্থা ত সেই রকমই হয়েছে—এখন নারায়ণের ইচ্ছা। কিছু ভাবনা নেই ঘোষাল মশাই, মান-মর্যাদা সব আমার হাতে। আমার সঙ্গে এইভাবেই চলুক অতসী—আমার ঘরের লক্ষ্মী আমি ঘরে নিয়ে সাজিয়ে নেব।

[কানাই ও পটল ডাক্তারের প্রবেশ]

এই যে পটল ঠাকুর পোও এসে পড়েছ, ধম্ম জুটিয়ে দেয়। অতসীকে নন্দের বউ করব ব'লে চেয়ে নিয়ে গেলুম। ও বাড়ি যেও—বলব সব কথা। এখন আর দাঁড়াব না—চল অতসী—চল—(অতসীকে লইয়া প্রস্থান; পটল ডাক্তার ও কানাই পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল।)

[পটপরিবর্ত্তন]

তৃতীয় দৃশ্য

বাঞ্ছারামের বাড়ি। খড়ের ঘরের দাওয়ায় একখানা ছোট্ট চৌকির উপরে বসা ফটিক, ঘরের ভিতরে দুয়ারের আড়ালে দাঁড়ান বাঞ্ছারামের স্ত্রী চপলা।

ফটিক—পান দাও দেখি দিদিমা—

চপলা—আ মর! দিদি, খুড়ী, মাসি-পিসি কিছুই বাদ রইল না, এখন আবার দিদিমা!

ফটিক—ফেল্‌না সম্বন্ধ নয় দিদিমা, একটু হিসাব করলেই ব্যাপারটা টের পাবা। আমার ঠাকুরদাদা আর বাঞ্ছারাম কল্পতরুর বাবা—তেনারা ছিলেন মালাবদল করা বন্ধু।

চপলা—এইবারে হিসাব থামা। যদ্দূর হইছে তা-ই ভাল, মোক্তুন কুটুম্বিতায় আর কাজ নাই।

ফটিক—তাইতে কি হয়? নিত্য নোতুন সম্পর্ক চাই, নইলে কি আর রস জমে?

চপলা—আর রস জমানে কাজ নাই, তুই শীগ্‌গির পালা।

ফটিক—কেন, কেন?

চপলা—নন্দ ভূঁইয়া আসবে একখুনি, বুড়ায় খবর দিছে।

ফটিক—কেন, তুমিও কি চললা নাকি নন্দরায়ের সঙ্গে?

চপলা—মর পোড়ামুখা, নন্দরায়ের সঙ্গে মরতে গেলাম কেন, নিজের সোয়ামী নাই?

ফটিক—তবেই হইল, সেই এক কথাই গিয়া দাঁড়াইল। কইতেছে ফটিকচাঁদ এই হক কথা, নন্দরায়ের চোখ পড়ছে এই চপলা-সুন্দরীর উপর। নইলে কি আর এত গরজ? আর তা হইবেই বা না কেন? তালুকদারের রক্ত আছে গায়ে। ঐ নন্দের ঠাকুরদা ঈশানরায়ের খবর রাখ? চিনামাটির মদের জালা এখনও আছে একটা আধমণি। আর তোমার মতন বুঝলা কি না—

চপলা—(ধমক দিয়া) ফটিক তুই বড় বাড়ছিস, যা এখান থিকা—

ফটিক—এত চট কেন দিদিমা? থাউক এ-সব কথায়। একটা পান দাও—তারপর বাড়ি যাই।

চপলা—বেলা ডুকার হালতে চলল, এখন পানে কাজ নাই, বাড়ি যা, বাড়ি গিয়া ভাত খা।

ফটিক—বাড়িতে ভাত থাকলে এখানে বৈসা শুধু শুধু কি তোমার মুখ খাই?

চপলা—ভাত না থাকলে দড়ি-কলসী নিয়া গিয়া ডুব দে।

ফটিক—বেশ মনে করা'য়া দিলা দিদিমা সেদিনের সেই চপ্‌ গান—(চাপা কণ্ঠে সুর করিয়া)

লজ্জা নাইরে নিলাজ কানাই লজ্জা নাইরে তোর।
গলায় কলসী বান্ধি গিয়া জলে ডুব্যা মর ॥

চপলা—ঠিকই ত বলছে।

ফটিক—ঠিকই ত বলছে? পরের জবাবটিও তা হইলে শোন,—
কোথায় পাব কলসী রাধে কোথায় পাব দড়ি।
তোমার কাঁখের কলসী দাও (আর) খোঁপা বান্ধা দড়ি ॥

চপলা—কত ঢপই যে তুই শেখছস্ ফটিক! সর সর,—এখন পালা। নন্দ ভূঁইয়া আইল কিন্তু।

ফটিক—তুমিও যে দেখি বড় ব্যস্ত সমস্ত—

চপলা—ব্যস্ত না ত কি, আমারও ত যাবার একটা যোগাড়-যন্তর চাই।

ফটিক—তার লক্ষণ ত দেখতেছি না কিছুই।

চপলা—কি করতে বলস্ তুই—নাচতে?

ফটিক—নাচবা কেন? রান্ধন-বাড়নও ত দেখতেছি না কিছু।

চপলা—নিত্য নিত্য একটা রান্ধন-বাড়ন দেখবি কি?

ফটিক—কেন, ব্যাপার কি?

চপলা—তুই আর জ্বালাতন করিস না, বাড়ি যা।

ফটিক—শুনিই না কথাটা।

চপলা—শুনবি কি? হাঁড়ি চড়ে না আইজ তিন দিন। দিন-রাত্তির দেখি কেবল কৈলকাতা যাবার সাজ-সরঞ্জাম। দেখি এইভাবে কয়দিন চলে।

ফটিক—বুদ্ধিটি কি ঠিক করছ কও ত দেখি।

চপলা—বুদ্ধি? আর দু'চাইর দিন দেখি, তারপরে ঘর-দুয়ারে আগুন দিয়া একদিকে উধাউ।

ফটিক—তার চাইয়া আমার বুদ্ধি লও।

চপলা—সোয়ামী থুইয়া তোর সঙ্গে পালান?

ফটিক—তাতে দোষটা কি?

চপলা—তুই খাওয়াবি কি? তোর নিজেরই ত ভাত জোড়ে না।

ফটিক—কল্পতরুর ঘরেই বা তুমি নিত্য এমন কি মচ্ছ-মুলা খাও?

[দূর হইতে বাঞ্ছারামের প্রবেশ, ফটিক না দেখিতে পায় এমন ভাবে আবার গাছের আড়ালে পলায়ন।]

চপলা—তোর সঙ্গে গেলে তুই আমাকে শেষ পর্যন্ত কি করবি তা আমি জানি।

ফটিক—ঐ সব কথা ছাড়; শেখছ ত এসব কথা কল্পতরু দাদার কাছে! ঐ বুড়া কুঁজা তোমাকে খাইতে দিবে না, পরতে দিবে না, কত আর ঐ ভূতের খিঁচুনি স'বা?

চপলা—(ধমক দিয়া) তুই কিন্তু আইজ ঝাঁ্যাটা খাবি ফটিক, ভাল চাস ত বাড়ি যা—

ফটিক—বোঝা গেছে, বোঝা গেছে—নন্দরায়ের কাঁচা বয়েস—।

বাঞ্ছা—(গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া) ফেটকা—ওরে নিব্বংশার পো, তুই কি যাবার দিনে একটা খুনাখুনি হবি রে?

ফটিক—(হাসিয়া) আরে দাদা, ঐ তোমার এক রোগ! দেখা হইতেই এত চটছ কেন?

বাঞ্ছা—চটছি কেন? তুই আসলি কেন আমার বাড়ি? পাঁচ শ' বার বারণ করি নাই? রাজ্যের লোক না খাইয়া মরে, তুই মরস্ না কেন হারামজাদা?

ফটিক—না আইজ আর তোমার মেজাজ ভাল নাই, এইবারে প্রাণ লইয়া সরি।

বাঞ্ছা—সরি? আইজ তোর বিচার হইবে—খাড়া—

ফটিক—কে করবে বিচার ? নন্দ রায় ? নন্দ রায়ের বিচারের ভয় গিয়া তুমি কর, ফটিক তাতে কাঁপে না। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

বাঞ্ছা—উঠিস্ না ফৈটকা—উঠিস্ না—

ফটিক—কেন ? করবা কি শুনি ?

বাঞ্ছা—কি করি দেখবি ? (দৌড়াইয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একখানি কুড়াল লইয়া বাহির হইল)

ফটিক—(কুড়াল দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়া, কিন্তু মুখে হাসিয়া) তুমি দাদা বুড়া হইয়া সত্যই এক্কেবারে ক্ষেপছ।

[নন্দলালের প্রবেশ ; চপলা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।]

নন্দ—কিরে বাঞ্ছা , ব্যাপার কি আবার ?

বাঞ্ছা—এইবারে নিজের চৌক্ষে দেখ—দেখ সব কাণ্ড-কারখানা। কি সব বুদ্ধি দিতেছিল বউরে।

নন্দ—কিরে ফটকে, দিনরাত তোর এবাড়িতে কিরে ? খেতে পাস না, বাপ-মা উপোস ক'রে মরে, আর তুই নিজে যে টেড়ি কেটে বিড়ি ফুঁকে এখানে ব'সে আড্ডা জমাচ্ছিস্ ? সারা দিন তোর কাজ কম্ম নেই কিছু ?

ফটিক—কাজ-কম্ম না করলে আর ঘরে বসা'য়া খাওয়ায় কে ?

নন্দ—খুব ত লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস ! খাওয়ায় কে ! খাস ত চুরি-ছিঁচরেমি ক'রে। হাটে বাজারে গেলেইত লোকের পকেট কাটিস্। বউকে কি বুদ্ধি দিচ্ছিলি ?

ফটিক—তা-বউকে জিজ্ঞাস্ করলেই হয়।

বাঞ্ছা—কেন, তুই কইতে পারস না ফুঙ্গিরপো—

ফটিক—বাপ মা তুইলা গাল দিও না কিন্তু দাদা—

বাঞ্ছা—এক শ'বার দিলাম, একশ'বার।

ফটিক—(একটু দূরে সরিয়া) ভাত-কাপড় দিয়া নিজের ইস্তিরি ঘরে রাখতে পার না, বুড়া বয়সে বিয়া করছিলা কেন? এখন দোষ যত গ্রামের মানুষের।

নন্দ—ফটকে—(আগাইয়া ফটিককে ধরিয়া ফেলিয়া ঠাস করিয়া গালে এক চড় বসাইয়া দিল।)

ফটিক—(আরও দূরে সরিয়া) অত চোখ-রাঙানির ভয় করি না এখন আর। তালুকদারি, ঘরবাড়ি সব কি'না নিছে আইজদ্দি, সে সব আমাদের অজানা নাই। ঘোষাল বাড়ির অতসীরে লইয়া অত ঢলাঢলি কিসের—গ্রামের লোক তা দেখে শোনে না?

[বলিয়া ফটিক চলিয়া যাইতেছিল, বাঞ্ছারাম সহসা ভাঙ্গা কুড়াল খানা ছুঁড়িয়া মারিল ফটিকের প্রতি, কুড়াল গায়ে লাগিল না, পায়ে বাঁটের আঘাত পাইয়া 'মাগো' বলিয়া ফটিক বসিয়া পড়িল। চপলা ঘোমটা খুলিয়া দ্রুত ফটিকের কাছে দৌড়াইয়া গেল।]

চপলা—(ফটিকের পায়ে হাত বুলাইয়া) কি হইল রে ফটিক, কি হইল? চল ফটিক, আমি তোর সঙ্গেই যাই, চল—দেখি আমারে কে আটকায়।—

[চপলা ও ফটিকের প্রস্থানোদ্যম, নন্দ ও বাঞ্ছারাম হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

[পট-পরিবর্তন।]

চতুর্থ দৃশ্য

বেঙ্গু কুলুর বাড়ি। বাড়ির সামনের চাতলে একদল বার-চৌদ্দ বৎসরের ছেলে গান-সহকারে নৃত্য করিতেছে, বেঙ্গু তত্ত্বাবধান করিতেছে।

(গান)

আগে ধেনু মধ্যে কানু পাছে বলরাম।
(আহা নেচে নেচে যায় —)
(আহা মরি মরি রে—)
নেচে নেচে গোষ্ঠলীলা বৃন্দাবন-ধাম॥
কেহ ছোটে কেহ লোটে কেহ দেয় ফাল।
(কিবা ছলাছলি করে—)
(আহা মরি মরিরে—)
রামকৃষ্ণ ল'য়ে চলে যতেক রাখাল॥
পিঠে চড়ে কাঁধে চড়ে—চড়ে গাছে গাছে।
(পথে জড়াজড়ি করে—)
(আহা মরি মরিরে—)
পাচন হাতে বাঁশীর সুরে হেলে দুলে নাচে॥
চলতে পথে দু'দিক হ'তে ফুলের মধু খায়।
(তারা মধু খেয়ে নাচে—)
(আহা মরি মরিরে—)
বাহুতুলে নেচে কৃষ্ণ-রামের গুণ গায়॥

কোন্ দেশেতে ছিল কানু কোথায় বলরাম।

(তারা নাচতে কেন এল—)

(আহা মরি মরিরে—)

হরি হরি প্রীতে বল রামকৃষ্ণ নাম ॥

[কিনারাম, ঈশান ঢুলী ও জগত্তারণের প্রবেশ]

কিনা—কি দাদা, তোমার বাড়িতে আবার মোচ্ছব কিসের। কও নাইত কিছু।

বেঙ্গু—মোচ্ছব কোথায়, এত সভার গান।

ঈশান—এত বড নাচ-গান—কিসের সভা, একবার খোলসা কৈরা কও দেখি।

বেঙ্গু—সেই কন্ফারেন্স—তপশিলী-কন্ফারেন্স—।

ঈশান—তাই কও ; আমরা ত একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেছিলাম।

বেঙ্গু—দেশ-বিদেশের মানুষ-আসবে, সেই জন্যেই ত কয়েকদিন একটু চচা করাই। যাবে এখন কেষ্ট, তিনকড়ি, মাইনকা, উপিন—এখন যাব যার বাড়ি যা—কাল আবার অসিস্ সকালে। (বালকগণের প্রস্থান) বস সবাই—এই বেঞ্চিতে বস।

কিনা—হোগলা ছাইড়া যে আবার বেঞ্চি ধরছ ভায়া, ব্যাপার কি ?

ঈশান—তা মোড়লগিরি করতে হইলে একটু বেঞ্চির—দরকার বই কি।

জগৎ—কিন্তু ভায়া বস, বিশেষ পরামিশ্ আছে। এই যে ভদ্দোর লোকেরা সব চৈলা যাইতেছে, আমরাও তাদের পিছে লাগি ; শেষ পযন্ত নিজেদের অবস্থাটা গিয়া যে কি দাঁড়াইবে সেটা একবার ভাবছ ?

বেঙ্গু—ভদ্দোর লোকরা চৈলা গেলে আমরাত বাঁইচা যাই।

জগৎ—তাই কি একটা কথা হইল ? কি কও কিনারাম ভাই ?

হাজার হৌক, একটা বড ব্রেক্কের আবডালে আছি। এ সব সৈরা গেলে নিজেরা যে পিঁপড়ার সামিল হইয়া যামু!

বেঙ্গু—সেইটা দাদা আগাগোড়া ভুল বললা! দিনে রাত্তিরে গায়ের সব রক্ত শুইষা খাইছে এই ভদ্দোর লোকরা—এথ ?

জগৎ—তবু ত তারা হিন্দু।

বেঙ্গু—ঐ সব হিন্দু-মোছলমান রাখ দাদা। নিজে বাঁচলে ধম্ম। ঐ চম্মচোষারগো জ্বালায় দুইমুঠা ভাত কেউ খাইছ সুস্থে? একখানা কাপড় দিতে পারছ পরণে?

জগৎ—কিন্তু সব্বাই যে বিষ্টু রায়ের পিছে লাগতে চাও—তার ভাত না আছে কার পেটে?

বেঙ্গু—থাকুক গিয়া ভাত। আমাদের মুখের ভাত কাইড়া নিয়া আবার দয়াঘেন্না কৈরা এক মুঠ ভাত ভিক্ষা দিছে—কুকুর-বিড়ালরে যেমন দেয়—তেমনি কৈরা।

জগৎ—এ-কথা কি আর ধম্মত বললা দাদা?

বেঙ্গু—ধম্মত না ত কি? এখন যে সব ভদ্দোর লোকের এত ভাই ভাই—গলায় গলায় খাতির—পাঁচ-দশ বচ্ছর আগে এ-সব ছিল কোথায়? তখন ত শালার ব্যাটা চাঁড়াল ছাড়া কেউ কথাই কইত না।

ঈশান—আরে দাদা, সে কথাই যদি বললা, তবে শোন একটা দুঃখের কাহিনী। বছর তিনেক আগের কথা। লক্ষী পূজায় বাজাইতে গেছি রায়দের বাড়ি। ঘরের মধ্যে পূজা হয়—আমি বারান্দায় বসা। পূজার শেষে পুরুতঠাকুর লক্ষী-নারায়ণ লইয়া বাইর হইবেন—বারান্দায় পা দিতে সব্বাই একসঙ্গে খিঁচা'য়া উঠল— ওরে ঢুলী, নাম—শীগ্‌গির নাম; আমি ভাই একটু চক্ষু বুইজা

ঝিমাইতেছিলাম,—চ্যাচানির চোটে ঢোলটা লইয়া একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়লাম বারান্দাথিকা উঠানে। চোট লাগল মাজায়, আইল রস—এখনও জোয়ে জোয়ে টের পাই তার কনকনানি।

বেঙ্গু—তবেইত দেখ।

ঈশান—দুঃখের আরো আছে দাদা, সেই যে উঠানে পড়লাম, বারান্দায় আবার উইঠা দেখি, আমার পিঁড়ির পাশে শুইয়া আছে কত্তাদের কুত্তাটা, কই তারে ত কেউ তাড়াইল নাই—সে ত শোয়াই রইল!

বেঙ্গু—তবেই এখন বোঝ জগত্তারণ। আমরা কি কুকুরেরো অধম হইয়া ভদ্দোর লোকের পাও চাটুতে বাস করুম?

কিনা—মনের চাপা দুঃখ যদি বলতে সুরুই করলা দাদা, তবে আমিও কিছু বলি। এই কিছুদিন আগে। বসা আছি রায়দের আটচালা ঘরে, কথা বলছি নায়েব মশাইর সঙ্গে। খানিক ক্ষণ বাদে দেখি সেই ভুলু কায়েতের বিধবা বুইন, দাঁড়া'য়া আছে আটচালার বাইরে ভরা কলসী কাঁখে। দেখতেই নায়েব-মুহুরী আমারে বলল, এই রে কিনারাম, একটু নাইমা খাড়া, বাড়ির খাবার জল লইয়া যাইবে। কেনরে দাদা, আমরা বন্ধনের তলে থাকলেই কি জল মার যায়?

[বিপিন ঠাকুরের প্রবেশ]

ঈশান—পেন্নাম ঠাকুর মশাই।

বেঙ্গু—একি, মাথা যে একেবারে ন্যাড়া দেখতেছি ঠাকুর মশাই, ব্যাপার কি?

বিপিন—ব্যাপার আর কি, বুড়া কালে আর কি কাজ একবোঝা চুলে?

বেঙ্গু—উহুঁ—ঠিক ত সেই কথাই মনে হইতেছে না। উয়াবাই কানাকানি শুনছিলাম একটা কথা, তাই সত্য নাকি ?

বিপিন—কি কথা ?

বেঙ্গু—পেরাচিত্তির করা হইছে নাকি ?

ঈশান—তাত হইতেই পারে ; বুড়াকালের পেরাচিত্তির—

বেঙ্গু—বুড়াকালের পেরাচিত্তির না রে দাদা, এ বেঙ্গু কুলুর বাড়ি মনসা পূজা করাবার পেরাচিত্তির। ঠিক কিনা সত্য কথা কন দেখি ঠাকুর।

বিপিন—তাতে এত চটাচটি কিসের ?

বেঙ্গু—চটাচটি করুম না ? আবার মিষ্টি মিষ্টি কথা ? নৈবিদ্যের চাউল খাইয়া ত গুষ্ঠী শুদ্ধা বাঁইচা গেলেন, এখন আবার পেরাচিত্তির ! চিনছি আপনারগো সব ঠাকুর-ঠুকুর, পথ দেখেন অন্য দিকে। আইজ আবার আসছেন ত ধার-উদ্ধারের আশায় ? কিচ্ছু মেলবে না ! কুলুর চাউল খাইলে জাইত যায় না ?

[বিপিন ঠাকুরের প্রস্থান]

কেমন, দেখলাত ব্যাপারটা। উপাসে উপাসে ঢনাঢনি ; চাউল চাইতে আসছিল একদিন। কইলাম, ঠাকুর তুমি চাউল ধার নেবা, আবার শোধ দেবা কেমনে ? তার চাইতে আমার মনসা পূজাটা করাইয়া যাও—চাউল পাবা পাঁচ সের। তারই এই পেরাচিত্তির !

ঈশান—এইতেই মরবে দেখবা সব।

বেঙ্গু—এরপরে ভাই রাখ তোমার হিন্দু-মোছলমান। এমন হিন্দুর ধার ধারে না বেঙ্গু কুলু। দেখি এবার একবার বাউনের চোট।

জগৎ—সে সব না হয় বোঝলাম কুলু ভাই, কিন্তু আইজদ্দি যে প্রস্তাব করে সে সম্বন্ধে কি মত কও।

[মোস্তাজ, এক্রাম ও গোপালের প্রবেশ]

বেঙ্গু—এই যে মেঞারা—ঠিক সময়েই আইসা পড়ছ, আইস—বস গোপাল মেঞা।

মোস্তাজ— এখন আব গোপাল মেঞায় চলবে না কুলু।

বেঙ্গু—কেন ?

মোস্তাজ—নিষুধ হইয়া গেছে—হিন্দু নাম আব মোছলমানের চলবে না।

বেঙ্গু—কেন, মোছলমানেব নাম ত হিন্দুব চলে এখনও। সুরেন পিপ্‌লাইর মাইয়ার নাম বাখছে দেখি নূবজাহান।

মোস্তাজ—তা চলুক, আমাদের সমাজে আর চলবে না।

বেঙ্গু—এখন তবে ডাকি কি নামে ?

মোস্তাজ—নোতুন নাম হইয়া গেছে সমসের গাজি।

বেঙ্গু—দূর মেঞা—নূব নাই কিছু নাই—আবাব গাজি।

মোস্তাজ—নূব ত রাখতেই হইবে—নইলে ত সোমাজে চলবে না।

গোপাল—রাখ মেঞা তোমার সোমাজ। ছোটকালেখন বাজানে নাম দিল গোপাল, এখন বুড়া বয়সে আবার কোন্ গাজি ?

জগৎ—যাক্, এখন কাজের কথা কও। আইজদ্দির মতলব বোঝ কি ?

মোস্তাজ—মতলব-টতলব কি, থানায়ও খবর গেছে।

জগৎ—ক্যান্, ক্যান্ ? ঐ বাঞ্ছারামের বউ লইয়া ?

মোস্তাজ—আর কি ? ঐ ঘটনায় আইজদ্দির ত একেবারে হাতে স্বর্গ।

জগৎ—ব্যাপারটা আইজদ্দি শেষ পর্য্যন্তে কিভাবে দাঁড়া করাইল কও দেখি।

মোস্তাজ—ব্যাপারটা অতি সোজা। নন্দরায় গেছিল বাঞ্ছারামের বউ ফুসলাইতে।

জগৎ—এসব কথার কি বর্ণ-বিসর্গও সত্য মেঞা?

মোস্তাজ—ব্যাপারটা বোঝলা না? এটা হইল আইজদ্দির পুলিশ ডাকবার ছুতা।

জগৎ—এখন আইজদ্দির আসল প্রস্তাবের কথা ভাব।

মোস্তাজ—ভাবলাম কথাটা অনেক; কিন্তু সাচা কইলে, মন উঠছে না। এত বড একটা মিথ্যা কথা—একি ধর্ম্মে সহবে।

বেঙ্গু—একেবারে মিছা কথাই বা বল কেন? নন্দরায়ের সঙ্গে আইজদ্দিরই ত প্রথম কথা হইল—এগার শ' টাকা কাণি দরে সব জমাজমি কিনা নিবে আইজদ্দি।

মোস্তাজ—কিন্তু এখন যে আইজদ্দির এক পয়সাও না দেবার মতলব।

বেঙ্গু—জমাজমি হাত হইয়া গেলে সে আর নিজেই সব খাইবে না, সকলেই কিছু কিছু তার ভাগ পাবা।

গোপাল—সে বিষয়ে আমার সন্দে আছে। ঐসব কথায় তোমরা বিশ্বাস কর দাদা, আমরা করি না। ধান পাট বেইচ্যা হাজার হাজার টাকা পাইছে এবারে—কাউরে দিছে কখনো হাং পয়সা? এখনো তার গোলাভরা ধান, কিন্তু দাদা আমারগো যে অস্থিচর্ম্ম সার হইল,—চাইরটি ভাতের অভাবে আড়শী পড়শী যে আমরা সব মইরা যাই! এক সের চাউল কখনো ধার দিছে কাউরে, না এক পয়সা কম দরে ধান বেচে আমাদের কাছে? গরিবের শত্তুর সব সমান,—এর মধ্যে আর হিন্দু-মোছলমান নাই।

গোপাল—সে কথা একশত বার। আইজদ্দির ভুঁই নিড়াইতে এবারে

আমাদের বদলা নিছে দশ আনা হিসাবে, নাস্তা দেবার কথা ছিল, কাইজ্জ কালে তাও অস্বীকার!

বেঙ্গু—কিন্তু উপস্থিত এখন কি বুদ্ধি করবা তাই কও।

মোস্তাজ—সেই কথাই ভাবলাম কুলু ভাই। জায়গা-জমি আইজদ্দির হাতে আসে আসুক, কিন্তু তার যোগসাজসে এমন একটা মিছা কথা দিন দুপুরে কি কৈরা কই? নীচে কাচ্চা বাচ্চার ঘর—উপুরে একটা খোদাতাল্লা।

বেঙ্গু—মিছা কথাটা কি হইল মেঞা?

মোস্তাজ—মিছা বৈলা মিছা—একেবারে চাবি-চৌক্কে মিছা। পটল ডাক্তারের বুদ্ধি নিছে আইজদ্দি। সে এখন আর নগদ টাকায় জমি রাখতে স্বীকার যায় না! নন্দরায় চায় নগদ টাকা, তার বুদ্ধি বিশ্বাশে গিয়া নোতুন বাড়ি-ঘর করবার। সে তাই লাল-চরের মেঞাদের ডাকাইছে, তারগো কাছে হাজার টাকা কানি দরেই জমি বিক্রি কৈরা যা পারে টাকা লইয়া যাইবে।

এক্রাম—এতে নন্দরায়েরই বা দোষ কি?

মোস্তাজ—আইজদ্দির কাছে এখন নন্দরায় আর কিছুতেই জমি বেচবে না—নগদ টাকাতেও না, বেশী টাকাতেও না। হাজার হৌক, তালুকদারের রক্ত ত, জেদ যাইবে কোথায়?

বেঙ্গু—রাখ তোমার তালুকদারি। ঢাল নাই, তরোয়াল নাই—নিধুরাম সর্দার। এ ব্যাটারা বগ্‌গা ভাগে জমি চষল এই তিনপুরুষ, এখন তার হাতেত্থিকা ছো মাইরা জমি নিয়া যাইবে লালচরের মেঞারা? এই একটা কথা হইল?

মোস্তাজ—আইজদ্দিও আইজ ছাড়বে না শুনছি কোনো মতে। (চুপে চুপে) সেই জন্যেই ত পুলিশে পর্যন্ত খবর গেছে।

আইজদ্দির ফুফাত ভাই আছে থানার কোন দারোগা না জমদ্দার।

গোপাল—এখন আমারগো সে কি করতে কয় ?

মোস্তাজ—এখন আইজদ্দি কয়, বড় কত্তারে সে কইবে, নন্দরায় তার কাছে জমি বিক্রি ঠিক কৈরা বায়না নিছে নগদ পাঁচ শ' টাকা। আমারগো সকলরে সে সাক্ষী মানতে চায়।

জগৎ—সে ই বা কেমন কথা ? আমি ভাই তার মধ্যে নাই।

বেঙ্গু—না থাক তুমি সৈরা পড় ; আমি এর মধ্যে আছি। তবে অবশ্য একা জমি ভোগ-দখল করতে পারবে না কেউ—ভাগ দিতে হইবে সকলরে।

গোপাল—সে ব্যাপারে দাদা সন্দে অনেক। জমা-জমি দখলের কালে আমরা, মিথ্যা জোচ্চুরি, মাথা ফাটাফাটির কালেও আমরা ; তার পরে ভাগ-বাটরার কালে আমরা কিছু টেরও পামু না,—কার পেটের ভিতরে সব ঢোকৃবে সে আর বাইর করবার সাধ্য হইবে না !

মোস্তাজ—আমরা খালি কুলুর বলদ।

এক্রাম—এই বোঝলা না দাদা, তোমার ঘানির গাছের আস্তা বলদ !

বেঙ্গু—মস্করা রাখ মেঞা। আইজদ্দির উপরে তোমরাই বা এমন ক্ষ্যাপা কেন ?

গোপাল—তুমি যাই কও, লোকটি তেমন সুবিধার না।

জগৎ—হাতে নোতুন টাকা পড়ায় মাথা গেছে ঘুইরা। ওর এখন ইচ্ছা, দেখ-না-দেখ একটা বিষ্টুরায় হইয়া বসে। চাল-চলন কথা-বার্তা এখন সবই সেই ধরণের।

কিনা—কথাটা যে একেবারে মিথ্যা তাও নয়। কিনারামের চক্ষু এড়ায়

না বাপ কিছুই। এবারে পৌষের তেহারে ওরে দেখছি আমি সিল্কের লুঙ্গি পৈরা টেডি কাইট্যা জুয়ার আড্ডায়—একদিন না, দুইদিন না, পাঁচ-সাত দিন।

মোস্তাজ—ঐ ত দাদা, তোমারগো শাস্তোরে না আছে—লক্ষ্মী চঞ্চলা? এ ও তাই।

[অতিশয় ব্যস্তভাবে কাছেমের প্রবেশ]

বেঙ্গু—কি গো প্যাদা, এত ব্যস্ত কিসের? খবর কি?

কাছেম—আইজদ্দি মেঞা ডাকল সকলরে এক্খুনি।

বেঙ্গু—কোথায়?

কাছেম—মেঞার বাড়িতে।

বেঙ্গু—কেন?

কাছেম—জমাজমি লইয়া ভীষণ গোলমাল হইবে, পরামিশ আছে অনেক।

বেঙ্গু—চল দেখি সকলে— দেখি কি ব্যাপার হয় আবার।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

বিষ্ণুবাবের ভিতর বাড়ি। বেলা দুপুরের কিছু বেশী।

হরসুন্দরী ও দুর্গা।

দুর্গা—আজকে তা-হ'লে যাওয়াটা স্থগিত রাখাই ভাল বৌঠান। চারদিকেই ত কেবল বিপদ বাধাব খবর আসছে।

হরসুন্দরী—ভাল-মন্দ কি ঠাকুরঝি, আজ আমি কিছুতেই যাব না। কর্ত্তা নাইতে গেছেন, খেয়ে উঠলেই কর্ত্তাকে বলব, আজ কেউ আমাকে খুন ক'রেও নিতে পারবে না। এত বাধা আমি পায়ে ঠেলতে পারব না।

[ব্রজহরির প্রবেশ]

আসুন ঘোষাল মশাই আসুন। আপনার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাব বলে ত নিয়ে এসেছি, কিন্তু ঘোষাল মশাই, আমার সবটাতেই বিধাতা বাদি আজ আর আমাদের যাওয়া হবে না কিচ্ছুতে।

ব্রজ—সেইটেই ভাল, আমিও তাই বল্‌তেই এলাম। দিনকাল বড় খারাপ। চারদিকে এত গোলমাল বাঁধিয়ে—

হর—হ্যাঁ, একটু র'য়ে স'য়ে কাজ করাই ভাল। তবে দেখুন, অতসীকে যখন নিয়ে এসেছি আমি—

ব্রজ—সে সব কথা আব তুলবেন না কিছু, সে সব কিছু আমি বলতেও আসি নি, শুনতেও আসি নি। আমি চলে যাচ্ছি কেন্দুপাড়া, একটু শনির পাঁচালী আর সত্য-নারায়ণের শিণি আছে।

ফিরতে রাত হবে ; তাই একবার দেখা ক'রে সঠিক খবরটা একটু নিয়ে গেলুম ; যাওয়া হবে না আজ তা বেশ বুঝতে পেরেছি, তবু বুঝলেন না, আপনার সঙ্গে কথাটা ব'লে—মনটা এখন একটু নিশ্চিন্ত হ'ল। আচ্ছা আমি তা হ'লে আসি।

[প্রস্থান]

হর—তুইও বাঁড়ি যা ঠাকুরঝি ; আমি থাকতে তোর ভয় নেই, যেদিন যাব তোকেও নিয়ে যাব।

দুর্গা—সে সব কথাও বলতে হবে না বৌঠান, আমার তা জানা আছে।

[নন্দের প্রবেশ]

হর—নন্দ, একটা কথা শোন। তুই আমাকে পেটে ধরিস্ নি, আমি তোকে পেটে ধরেছি ; আমার একটা কথা তোকে আজ শুনতেই হবে।

নন্দ—আজ যাবে না তাই-ত ?

হর—হ্যাঁ, আজ আমি কিছুতে যাব না।

নন্দ—কিন্তু আমাকে ত আজ না গেলেই চলবে না।

হর—কেন, আর একটি দিনও তোর তর সইছে না ?

নন্দ—আমি আর একটি দিনও ছাতিমপুরে থাকব না।

হর—তা হ'লে বাবা, রাগ করিস্ নি, তুই আজ চলে যা, আমরা দু'চার দিন পরে ব্যবস্থা ক'রে যাব।

নন্দ—(একটু ভাবিয়া) আচ্ছা, তবে তাই হবে।

হর—কর্ত্তা বুঝি নেয়ে খেতে এলেন—একবার যাই দেখি।

[হরসুন্দরী ও দুর্গার প্রস্থান। নন্দ ছোট্ট একটা চৌকির উপরে শ্রান্ত ভাবে শুইয়া পড়িল। একটু পরে অতসীর প্রবেশ।]

অতসী—ওকি, এ সময়ে শুয়ে পড়েছ যে ?

নন্দ—(উঠিয়া বসিয়া) না এমনি। অতসী, এক কাজ কর। বাড়ির ভিতরে লোকজন যে থাকে তাকে দিয়ে আমার বাক্স-বিছানাটা পৃথক্ ক'রে ফেলতে বল দেখি নি।

অতসী—কেন ?

নন্দ—আজ আর কারোর যাওয়া হবে না ; শুধু আমি চলে যাচ্ছি।

অতসী—তার মানে ?

নন্দ—কেবল 'মানে' 'মানে' তোরা আর করিস্‌নি অতসী—কয়েকদিন পরে যাবি।

অতসী—এখন আর তা হয় না।

নন্দ—মা যে আজ কিছুতেই যেতে চাচ্ছেন না।

অতসী—সে কথাটা কি তুমি এতক্ষণে বুঝতে পারলে ? আমিত সকাল থেকেই সে-কথা বলছি,—তুমি ত তাতে একবারও কান দেওয়া দরকার মনে কর নি।

নন্দ—(ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) অতসী, ভাল ক'রে থাকলে করেছি, মন্দ ক'রে থাকলে করেছি, এখন আর তাই নিয়ে কারোর কোন কথা শুনতে ইচ্ছা করছে না।

অতসী—আমিও ত তা-ই বলছি, ভালই ক'রে থাক আর মন্দই ক'রে থাক, যা করার করেছ ; তবে এখন যেখানে এগিয়েছ, সেখান থেকে আর পেছনো যায় না।

নন্দ—তুই তা-হ'লে কি-করতে বলিস্‌ ?

অতসী—আমি আজ যাব।

নন্দ—তুই কোথায় যাবি ?

অতসী—তোমার সঙ্গে, ক'লকাতায়।

নন্দ—তা কি ক'রে হয়? মা যে যাবেন না।

অতসী—(অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দৃঢ় কণ্ঠে) কেউ না যাক আমি যাব। (অতসী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। নন্দ আবার হাতের উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। আবার হর-সুন্দরীর প্রবেশ।)

হর—তুই-ও তা হ'লে এইবারে স্নান ক'রে চারটি খা নন্দ।

নন্দ—(চিন্তান্বিত ভাবে)—যাই।

হর—যাই কি, ওঠ এইবারে। অত ভাবিস্ না, মধুসূদন আছেন মাথার উপরে, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

নন্দ—(অন্যদিকে তাকাইয়া) অতসী যে আজই যেতে চা'চ্ছে মা!

হর—তা কি করে হয়?

নন্দ—তাকে তা হ'লে বোঝাও।

হর—(খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া) হঁ্যা, তাকে যখন আজই যাব ক'রে নিয়ে এসেছি,—এত ভাবনা আর ভাবতে পারি না নন্দ; কাজ নেই আর দো-মনায়, আজই যাব তা হ'লে সবাই—চল—আজই চল।

[পট-পরিবর্ত্তন]

(দৃশ্যান্তর)

বিষ্ণুরায়ের বৈঠকখানা। দু'খানা খাট এক সঙ্গে জড়ান, তাহার উপরে ফরাস বিছান, একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া বিষ্ণুরায় গড়গড়া টানিতেছে। মেছেরের প্রবেশ।

বিষ্ণু—কেরে মেছের নাকি ? আয় আয় ভিতরে আয়। তোর বউ-ছেলেকে একবার দেখতে যাব বলেছিলুম, বস।

মেছের—তারাও আসছে বাড়ির ভিতরে।

বিষ্ণু—একেবারে ছেলে-বউ নিয়েই এসেছিস? বউমাকে কেন নিয়ে এলি ? আমাকে ডেকে নিলেইত হ'ত।

মেছের—বউই আসতে চাইল।

বিষ্ণু—তা বেশ বেশ, ভালই করেছিস; এসেছিস ভালই হয়েছে। সকালে তোর মাথায় লাগে নি ত বেশী? দেখি—না, অল্প একটু কেটে গেছিল,—কি বলিস্? অমন তোদের কতই যায়, না রে ?

মেছের—যে।

বিষ্ণু—শোন্, যাবার দিনে আর হাঙ্গামা করলুম না। করিম চাচা এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল। তারপরে ব্যাপারটা চেপেই গেলুম। আজ যাবার দিনে আর ইচ্ছা করল না কিছু।

মেছের—আর কি, যথেষ্ট হইছে।

বিষ্ণু—না রে, যথেষ্ট ঠিক হয় নি; তবু দেখ, আজকে আর খোঁচাতে ইচ্ছা করল না।

মেছের—থাকুক্ সে সব কথা।

বিষ্ণু—ঠিকই বলেছিস্, আজকে থাক সে সব। তার চেয়ে চল আমার বউমার সঙ্গে, আমার দাদুভাইর সঙ্গে দু'টো কথা বলি।

মেছের—আইজ ত বউর সারাদিন চৌক্ষের পানি।

বিষ্ণু—কেন? কেন?

মেছের—আপনাদের যাবার খবর কানে গ্যাছে।

বিষ্ণু—(একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার শুষ্ক হাসি হাসিয়া) ক্ষেপেছিস নাকি তোরা সব? কোথায় যাব আমি? কোন্ চুলোয়? নন্দটা বারবার বলছে, তাই একবার ক'দিনের জন্য একটু ঘু'রে আসব ভাবছি। এই আবার ফিরে এলুম ব'লে। হয়ত শেষ পর্যন্ত—গেলুমই না। কিচ্ছু ঠিক নেই—

[নন্দলালের প্রবেশ]

নন্দ—বাবা, একটু বিশেষ দরকার ছিল।

বিষ্ণু—এক্খুনি?

নন্দ—এক্খুনি হ'লেই ভাল হয়, নইলে আর কখন্ হবে?

বিষ্ণু—(অনিচ্ছা সহকারে) তা-হ'লে আয়। যা মেছের, বৌমাকে আর দাদুভাইকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে থাক্, আমি একটু পরে আসছি। [মেছেরের প্রস্থান]

নন্দ—লালচরের মিঞারা এসেছে, তারা সব জমিজমা কিনবে। আদ্ধেক টাকা বায়না-পত্রের সঙ্গে দিয়ে যাবে—বাকি টাকা পাকা লেখাপড়া হ'য়ে গেলে দেবে।

বিষ্ণু—এই সব কথার ভিতরে আজকে আর তুই আমাকে টানিস না বাবা। যেমন ব্যবস্থা করতে পারিস তাই কর, আমাকে আর বলিস নি কিছু! তুই নিজেও ত উকিল মানুষ, বুঝে সুঝে ব্যবস্থা কর।

নন্দ—আমারও আর ভাল লাগছে না বাবা; তবে ওরা যে চায়, আপনার সামনে ব'সে সব কথা হবে। যখন এসেই পড়েছে, একবার ডাকতুম।

বিষ্ণু—(অনিচ্ছায়) ত'বে তা-ই ডাক।

নন্দ—(বাহিরের দি ' , এই যে মিঞা সাহেবরা, এদিকে আসুন।

[লালচরেরদুই মিঞার প্রবেশ]

১ম—আদাব কত্তা আদাব।

২য়—কত্তার নাম শুনছি অনেক কাল, দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নাই।

১ম—ছাতিমপুরের রায়—এক ডাকের নাম, না চেনে এমন লোক নাই।

নন্দ—এরা হাজার টাকা কাণি দরে আমাদের খাসের বাইশ কাণি জমি কিনতে চায়। কেমন মিঞা, তাইত?

২য়—যে হয়।

বিষ্ণু—বেশ।

[আইজদ্দি, মোস্তাজ, এক্রাম, গোপাল, কাছেম, বেঙ্গু-কুলু, কিনারাম, ঈশান ঢুলী প্রভৃতির প্রবেশ।]

কিহে—সব দেখি এক সঙ্গে, ব্যাপারখানা আবার কি?

আইজদ্দি—আইলাম আপনি যাবার আগে জায়গা-জমির একটা পাকা বন্দোবস্ত করতে।

বিষ্ণু—ঐ সব কাঁচা-পাকা কথায় আর কাজ নেই, নন্দের যখন ইচ্ছা জায়গা-জমি বিক্রি করেই যাবে, তাই সে যাক, আমি আর এতে বাধা দেব না।

আইজদ্দি—আমিও ত বিক্রির কথাই কইতেছি।

বিষ্ণু—সে ত এই লালচরের মিঞাদের সঙ্গেই ঠিক হয়ে গেল।

আইজদ্দি—লালচরের মিঞা আবার আইল কোথিকা? জমি কিনুম আমি, কথা হইল আমার সঙ্গে—

নন্দ—তোমার সঙ্গে আবার কথা কিসের? তুমি ত স্পষ্টই ব'লে দিয়েছ, তোমার টাকা নেই—তুমি জমি কিনবে না। বিনি-পয়সায় জমি দখল ক রে খাবার বুদ্ধি, সে আমি টের পেয়েছি, সে আমি হ'তে দেব না।

আইজদ্দি—বিনা পয়সার কোনো কথা নয় ভূঁইয়া, এই নগদ টাকা নিয়া আস্‌ছি, নগদ টাকায় লেখাপড়ি কৈরা জমি নিমু।

নন্দ—কালকে এ বুদ্ধি কোথায় ছিল? কালকে 'না' করলে কেন?

আইজদ্দি—কে না করছে? আমি? কখন? কার কাছে?

নন্দ—কিরে কাছেম, তুই বলিস্ নি, আইজদ্দি বলেছে তার টাকা নেই, সে জমি কিনবে না?

কাছেম—কই কত্তা, আমি এ-কথা কইতে যামু কেন?

নন্দ—এখন কিছুই স্মরণ হচ্ছে না? তবে লালচরের মিঞাদের ডাকতে গেছিলি কেন?

কাছেম—আপনি হুকুম দিছেন, আমি কত্তার চাকর, তামিল করছি।

নন্দ—তোর পেটেও এত দুর্বুদ্ধি ঢুকেছেরে কাছেম? নেমক-হারাম—

আইজদ্দি—কথায় কথায় অত চক্ষু রাঙাইলে চলবে কেন কত্তা? এই নগদ টাকা, জমি আমার চাই। জমি পামু না, তাইলে আপনারে পাঁচ শ' টাকা বায়না দিলাম কিসের? ওটা কি নজরানা?

নন্দ—পাঁচ শ' টাকা বায়নার মানে?

লালচরের প্রথম মিঞা—এইবারে বোঝা গেছে মশাই; আজকাল দেখছি সব জায়গায় ভদ্দোর লোকদের ঐ একতাল। এক জায়গায়

কথা হয়, বায়না নেয়, তারপরে আবার অধিক লাভের আশায় অপরের কাছে জমি বিক্রি।

২য়—কাজ নাই আর জমি কেনায়। আদাব মশাইরা, আদাব মেঞারা—এইবারে বাড়ি চলি। চল মেঞা—চল—

[উভয়ের প্রস্থান]

বিষ্ণু—মাথাটা ঘুরছে,—চোখে আবছা দেখছি,—কিছুই বুঝতে পারছি না!

নন্দ—আপনি বুঝতে পারছেন না বাবা, আমি বেশ বুঝতে পারছি। জমিজমা সব গায়ের জোরে দখল করবার ফন্দি।

বিষ্ণু—দাঁড়া—এত বড় কথাটা এত চট ক'রে বুঝতে পারলুম না, ভাল ক'রে একটু বুঝতে দে। আইজদ্দি, আমার দিকে তাকা,—বল দেখি তুই জমি কিনতে নন্দের কাছে বায়নার টাকা দিয়েছিস?

আইজদ্দি—না দিয়া কি মিথ্যা জুচ্চুরি করতে আসছি?

বিষ্ণু—তুই বলছিস্ নন্দ, এক পয়সা ও তুই নিস নি আইজদ্দির কাছ থেকে—

নন্দ—আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?

বিষ্ণু—না, সন্দেহ ঠিক নয়, তবে কিনা, কথাটা বড় গুরুতর দাঁড়াল। হয় বিষ্টুরায়ের ছেলে নন্দরায় জোচ্চোর, নয় করিম সর্দারের ছেলে আইজদ্দি জোচ্চোর। কে জোচ্চোর আমাকে আজ বের করতে হবে—বের করতেই হবে, ছাড়াছাড়ি নেই—।

আইজদ্দি—এই ত, এরা আমার সব সাক্ষী আছে—জিজ্ঞাস কৈরা দেখলেই পারেন।

বিষ্ণু—এত সাক্ষী! ঘরভরা সাক্ষী! বিষ্টুরায়ের ছেলে নন্দরায়

জোচ্চোর—পাঁচ শ' টাকার জন্য জোচ্চোর—তাই প্রমাণ করতে এত সাক্ষী! ঠিক বুঝতে পারছি না, মাথাটা কেমন এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে। সাক্ষীর দরকার নেই—। আমি বুঝতে পেরেছি সব, আমি মেনে নিচ্ছি সব। নন্দ, এই চাবি নিয়ে যা, আমার বাক্স খুলে গুণে গুণে পাঁচ শ' টাকা একখুনি নিয়ে আসবি। কেউ কোন কথা বলতে পারবি নে, যা বলব তাই শুনবি—যা।

আইজদ্দি—আমি টাকা ফেবৎ লইতে আসি নাই, জমি চাই।

বিষ্ণু—জমি চাই! তাই এত সাক্ষী! মনেব কথা খুলে বলেছিস আইজদ্দি, জমি চাই। আজ ছাতিমপুব গ্রাম শ্মশান হ'য়ে গেছে—তাই সাক্ষী এসেছে মোস্তাজ, এক্রাম, বেঙ্গু, কিনারাম। আইজদ্দি,—তুই জমি পাবি না।

আইজদ্দি—কেন?

বিষ্ণু—আব কেন জিজ্ঞেস কবিস নি। এক কথা, পাবি না। টাকা দিলেও পাবি না। তোব পাঁচ শ' টাকা আমি একখুনি ফেলে দিচ্ছি, আমার ঘর-বাড়ি জমি-জমা যাকে খুশি দিয়ে যাব—বিনি-পয়সায় লিখে দিয়ে যাব —

[পটল ডাক্তারের প্রবেশ]

পটল—কি গো রায় মশাই, এত চটাচটি কিসের? ব্যাপার কি?

বিষ্ণু—ব্যাপার ভয়ানক, ব্যাপার ভীষণ! হয় বিষ্টু রায়ের ছেলে নন্দ মিথ্যাবাদী—জোচ্চোর—নয় করিম চাচার ছেলে আইজদ্দি মিথ্যাবাদী জোচ্চোর।

পটল—কেন? কি নিয়ে?

বিষ্ণু—কি, নিয়ে? তাত ঠিক এ গলা দিয়ে বেরোচ্ছে না! আইজদ্দি

বলছে আমার জমি কিনতে নন্দের কাছে সে পাঁচ শ' টাকা বায়না দিয়েছে—

পটল—তাত দিয়েইছে—আমার সামনে ব'সে দিয়েছে।

বিষ্ণু—তুমিও সাক্ষী? বেশ বেশ, –তুমিও দেখেছ?

পটল—দেখেছি বই কি—?

নন্দ—রাস্কেলকে আমি খুন করব—(হঠাৎ আগাইয়া গিয়া পটল ডাক্তারের বুকে এক ঘুষি মারিল; পটল ডাক্তার 'মাগো' বলিয়া অজ্ঞানের মত পড়িয়া গেল। সকলে আগাইয়া পটলকে ধরিল।)

আইজদ্দি—খুন—খুন—শীগ্‌গির পুলিশে খবর দে—

[কাছেম দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল]

নন্দ—খুন হ'লে আপদ যেত—ও আপদ মরবার নয়।

[নন্দের বেগে বাড়ির ভিতরে প্রস্থান; কেহ বদনা হইতে পটল ডাক্তারের মাথায় জল দিতে লাগিল, কেহ কাপড়ের আঁচল দিয়া মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল।]

বিষ্ণু—(খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ভিড় ঠেলিয়া পটল ডাক্তারের দিকে আগাইয়া) দেখি দেখি—কি হয়েছে—

আইজদ্দি—হইছে খুন, আর দেখতে হইবে না,—এই যে পুলিশ আইসা গেছে।

[চৌকিদার ও কনষ্টবল সহ এক জন দারোগার প্রবেশ]

বিষ্ণু—এঁ্যা—এরই ভেতরে পুলিশ! এরই ভেতরে খুন, আর এরি ভেতরে পুলিশ! খাসা চাল চেলেছিস্ আইজদ্দি! এস—এস,—বাঁধ—হাতে কড়া লাগাও। বেশ বুঝতে পারছি, তোর চাকা ঘুরছে নারে আইজদ্দি, ঐ আশমানের চাকা ঘুরছে! নইলে তোকে এখনও টিপে মেরে ফেলতে পারতুম—পিঁপড়ার মত

টিপে মারতে পারতুম ;—কিন্তু বুঝতে পেরেছি—তুই নস্‌রে—তুই নস্‌—তোর পিছনে রয়েছে বিধাতার চাকা! আমার এ ঘর-বাড়ি সব আগুনে পুড়ে যাবে আমি জানি, আমি কোণে কোণে আগুন দেখতে পাচ্ছি, তোর আগুন নয়, আশমানের আগুন! ঠিক হয়েছে—বাঁধ—বাঁধ—

দারোগা—আপনাকে কেন? আমরা আসামী চাই।

বিষ্ণু—আসামী চাই? ডেকে দিচ্ছি, দাঁড়াও। (ভিতর-বাড়ির মুখী আগাইয়া) নন্দ, ও নন্দ—এক্‌খুনি চ'লে আয়। নন্দ, ওরে নন্দ—

[নন্দের প্রবেশ]

এই যে দারোগা,—এই যে আসামী, বাঁধ, বাঁধ—

নন্দ—কে বাঁধবে আমাকে?

বিষ্ণু—নন্দ—চুপ। আমি বলছি—আমি দেখেছি—এই আসামী—বাঁধ একে—বাঁধ—

[কনষ্টবল নন্দকে বাঁধিতে আসিল। নন্দ বাধা দিল]

নন্দ—সাবধান! অমনি হাতকড়া? কিসের জন্যে হাতকড়া? ওয়ারেণ্ট কোথায়?

দারোগা—খুনের জন্যে অত ওয়ারেণ্ট লাগে না মশাই,—(কনষ্টবলের প্রতি) বাঁধ—

[কনষ্টবল জোর করিয়া নন্দের হাতে কড়া দিল]

নন্দ—এ সব ছিব্‌লামো আপনি আপনার নিজের দায়িত্বে করছেন মশাই,—এর ফলের জন্য প্রস্তুত থাক্‌বেন।

দারোগা—অত ওকালতি চাল চালতে হবে না। (কনষ্টবলের প্রতি) নিয়ে চল এইবার থানায়।

[নন্দকে লইয়া প্রস্থানোদ্যম—সহসা করিম সর্দারের প্রবেশ। করিম সর্দারকে দেখিয়া বিষ্ণুরায় মাথা নীচু করিয়া রহিল।]

করিম—এসব কি? এত লোক কেন? পুলিশ কেন? হাতে কড়া কেন?

আইজদ্দি—আইজ এখানে আর আপনি কোন কথা কইতে পারবেন না বাজান:—

করিম—কেন, কি হইল? ব্যাপার কি?

আইজদ্দি—নন্দরায় পটল ডাক্তারকে ঘুষি মাইরা খুন করছে।

করিম—ঘুষি মাইরা খুন করছে? দেখি—দেখি—(পটল ডাক্তারের কাছে গিয়া পটল ডাক্তারের হাত ধরিয়া টানিয়া) কি গো ডাক্তার, তোমার হঠাৎ কি হইল?

পটল—উঁ-হুঁ-হুঁ—

করিম—এই ত দিব্যি গেয়ান আছে। একটি বার উইঠা খাড়াও দেখি দাদা—(হাত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিল) এইত, দিব্যি ত দাঁড়াইলা।

পটল—দিব্যি দাঁড়ালুম কোথায়? মরেই গেছিলুম—বুকের উপরে এক ঘুষি!

করিম—একেবারেত মর নাই দেখি। এতে আবার পুলিশ আইল কোথাথনে? (দারোগার প্রতি) তোমরা দাদা কোথিকা আইসা জুটলা?

দারোগা—আমাদের আজকাল গ্রামে গ্রামে ঘুরবারই হুকুম।

করিম—কই, দেখি নাই ত শীগ্‌গিরও এদিকে! দেখি, চেনা চেনা মুখ লাগছে যেন, একটু ফর্সায় আস দেখি দারোগা। (নিরীক্ষণ করিয়া) লতিফ হালদারের পোলা না তুমি?

দারোগা—হ্যাঁ—।

করিম—দারগাগিরি আবার কবে আরম্ভ করলা? তা বেশ। এইবারে হাতের কড়াটি খুইলা একটু সইর্যা দাঁড়াও দেখি।

আইজদ্দি—তা হয় কেমনে বাজান?

করিম—(সহসা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া) আইজদ্দি, তুই ভাবছস, আমি মইরা গেছি। হাতী মরলেও লাখ টাকা। এই ডানায় এখনো যা জোর আছে, তোরে ছিঁড়া টুকরা টুকরা করতে পারি। ছাড় দারোগা ছাড়,—আমি করিম সর্দার কইতেছি—ছাড়। তোমার দারোগগিরি করবার অন্য জায়গা দেখ—ছাতিমপুরে না, ছাতিমপুরের দারোগা এখনো বিষ্টুরায় আর করিম সর্দার। ছাড—(কনষ্টবল দারোগার ইঙ্গিতে নন্দকে ছাড়িয়া দিল, করিম সর্দারের ইঙ্গিতে বিষ্ণুরায় ও নন্দ ছাড়া সকলে বাহির হইয়া গেল—করিম সর্দার হুঁকাটির খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরিয়া)—এবাড়ির হুঁক্কা-কলকিই বা কি হইল? একটু তামুকও খাইতে পারলাম না!

[পট-পরিবর্ত্তন]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সন্ধ্যা রাত্রি। বিষ্ণুরায়ের বাড়ির ভিতরকার বড় ঘরের সম্মুখ। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার, দুয়ার জানালা বন্ধ। সাদা-কালো-লাল রঙের একটা লম্বা আলখাল্লা গায়ে এক 'গাজির ফকিরে'র প্রবেশ। তাহার এক হাতে একটা নারিকেলের মালার করঙ্ক, অন্যহাতে লম্বা একখানা কালো বাঁকা লাঠি; লাঠির মাথায় একটি পিতলের চাঁদ, মাঝখানে একটি ত্রিকোণ মূর্তি। সেই হাতেই একটা ধুনুচি হইতে ধুপের ধোঁওয়া উঠিতেছে।

ফকির—মাগো—রায় বাড়ির লক্ষ্মী মাগো—কাণা-খোঁড়া গাজির ফকির—দুইটি ভিক্ষা চায়।

গান

আহা মুস্কিল আসান কর দয়াল সত্যপীর। (ধুয়া)
লায়-লাল্লা-হিলাল্লা মন করিও স্মরণ।
বিফলে কাটিল তোমার মনুষ্য-জনম॥
সালাম দিও ইমানদারে আক্কেলে সব কাম।
মুস্কিলে পড়িলে লইও গাজিসাইবের নাম॥
খোদার রহিম দয়াল গাজি—দোয়ার অন্ত নাই।
গাজির দোয়ায় পুত্তুর কন্যা—ধনদৌলত পাই॥
আশমানে প্রতাপ গাজির—গাজি জমিন পর।
গাজির রহমে জাগে দরিয়ায় চর॥
ওক্তে ওক্তে লইও আমার দয়াল গাজির নাম।
ধনে জনে দয়াল গাজি পুরাউক মনস্কাম॥

মাগো—লক্ষ্মী মা, রায় বাড়ির লক্ষ্মীব হাতের পরথাই—চাইরটি ভিক্ষা পাই মা। (খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া) কই, কেউ দেখি কথা কয় না। গেল কই সব। রায় বাড়ির লক্ষ্মী মাগো—

গান

দেব ভজে স্বামী সেবে অতিথ রাখে ঘরে।
ধনে জনে পূর্ণ হয় লক্ষ্মী দেবীর বরে ॥
দুঃখীরে না করে ঘেন্না, মানীরে দেয মান।
প্রসন্না হইয়া লক্ষ্মী তার ঘরে যান ॥
কুকুর-মেকুর আইটা পায়—কাকের মুখে কুচি।
ইহলোকের পবলোকের দুঃখ যাইবে ঘুচি ॥
দুয়ারে দাঁড়া'য়া যার ফকিরে পায় দান।
অঢালস্ত হইয়া থাকে তার গোলার ধান ॥
লক্ষ্মী ঘরের সোনারূপা—লক্ষ্মী চাউলের হাঁড়ি।
সবার চাইতে অধিক লক্ষ্মী হাস্যমুখী নারী ॥
কাঙ্গালে করুণা কর—লক্ষ্মী দিউন বর।
ধনে জনে পূর্ণ হৌক সোনালক্ষ্মীর ঘব ॥

মাগো লক্ষ্মী মা—কাঙ্গাল-খোঁড়া চাইরটি ভিক্ষা চায় মা—

[কাছেমের প্রবেশ]

কাছেম—আইজ আর এবাড়ি ভিক্ষা হইবে না ফকির, অন্য বাড়ি যাও।

ফকির—ক্যান্—ক্যান্—

কাছেম—কত্তারা সব দেশ ছাইড়া গেছে।

ফকির—কবে—কবে ?

কাছেম—এইত আইজ—সন্ধ্যার আগে।

ফকির—আল্লা (দীর্ঘশ্বাস)—

কাছেম—ফাং ফাং দীগ্‌ঘ নিঃশ্বাস ছাড়তে আরম্ভ করলা যে—

ফকির—না, যাই যাই—। আল্লা— (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া প্রস্থান।)

(দৃশ্যান্তর)

পূর্ব দৃশ্যের কিছু পর। বিষ্ণু রায়ের ভিতর বাড়ি। বড়ঘরের দুয়ার খোলা; একখানা ভাঙ্গা গোল চৌকিতে দুয়ারের বাহিরে বসা ভ্যাপা, অন্য পাশে বসিয়া বেত তোলাইতেছে ক্ষ্যাপা। এক পাশে একটা কেরোসিনের ডিবি জ্বলিতেছে।

ভ্যাপা—কি শীতই আইজ পড়ছেরে দাদা, দুয়ার খুইলা বসনেরও আর সাধ্য নাই, দুয়ার বন্ধ কৈরা এ যম-পুরীতে বসতেও আইজ আর সাহস নাই। কি ঘুরকুট্টি অন্ধকার! কে কইবে এইটা ছাতিম-পুরের বিষ্টু রায়ের বাড়ি? এ বাড়িতে কোনদিন মানুষ থাকত একথা কেউ আর ভাবতে পারে? এ যেন ছাড়া ভূতের বাড়ি!

ক্ষ্যাপা—গেরামও হইল ভূতের গেরাম! চাইর দণ্ড রাত্তির হয় নাই—এর মধ্যেই ঝাঁপ-দরজা দিয়া সব ঘরের মধ্যে চক্ষু বুইজা টানটান!

[পাশের একটা গাছে একটা পাখী পাখা ঝাপটাইল]

ভ্যাপা—(শিহরিয়া উঠিয়া) এইরে দাদা, আবার যেন কি! পিলা চমকা'য়া মরুম নাকি আইজ? কোন্ দেশী বেত তোলাইতে আরম্ভ করলা?

ক্ষ্যাপা—ত করতে কস্ কি তুই?

ভ্যাপা—করতে কই কি,—ভয়তে যে মরি। খানিকক্ষণ পরে তুমিও চৈলা যাবা; তারপর? আমার উপায়টি কি হইবে?

ন্যাপা—তুই রাজি হইতে গেলি ক্যান্ ভুঁইয়ার কাছে বাড়ি পরি দিতে?

ভ্যাপা—চটো ক্যান্ দাদা? আমি কি আর আগে এই সব বুঝছি? আমিত জানতাম, বাইর বাড়িতে নাইব-মুহুরি থাকবে—কাছেম প্যাদা থাকবে—আমি ভিতরে একখানা ঘরে শুইয়া থাকুম। এখন দেখি সব শালারা পালাইছে। তুমি আসবার আগে দাদা—এত বড় বাড়ি—সব বন্ধ—সব চুপচাপ! এমন ভূতের বাড়ি আমি জম্মে দেখি নাই!

ন্যাপা—আইজ ত তুই থাক ভ্যাপা, তারপরে কাইল দেখা যাইবে।

ভ্যাপা—(অনুনয়ের সুরে) তোমার হাতে-পায় ধরি দাদা, আইজের রাত্তিরটা তুমিও থাক এখানে। (বাহিরের দিকে তাকাইয়া) ওসব কালা কালা আবার কি? অনেক যে দেখতেছি! কে—কে? [অন্ধকারের ভিতরে কাছেম পিয়াদা ও আরও অনেকের প্রবেশ]

কাছেম—ভয় নাই দাদু, আমি কাছেম প্যাদা।

ভ্যাপা—এতক্ষণ কোথায় ছিলা মেঞা? এ সব কি হইতেছে বল দেখি। তোমার নায়েব-মুহুরিও সব আগেই পালাইছে, তুমিও ত ভেড়তেছ না! ব্যাপারটা কি বল দেখি।

কাছেম—চটো কেন ভ্যাপা দাদু, আমি একখুনি আসতেছি। দেখছ ত সারাটা দিন কি ঘোরাঘুরি আর ঝামেলা!

ভ্যাপা—তোমার সঙ্গে ও সব কারা?

কাছেম—আছে অনেকে। আমি একটি বার দাদু বাড়ি যাই, দুইটি মুখে দিয়াই আসতেছি।

ভ্যাপা—তোমার কথায় আমার পেত্যয় নাই প্যাদা, বাড়িভরা খাট-পালঙ্ক, বাসন-কোসন, জিনিস-পত্তর, একা একা এসব আগলাইতে পারুম না আমি। তুমি যদি একদণ্ডের বেশী দেরী কর ত এই সব ঘর-দুয়ার খোলা রাইখাই আমরা পালামু।

কাছেম—এক দণ্ডও লাগবে না,—আমি এই গেলাম আর আইলাম।

[কাছেম প্রভৃতির প্রস্থান।]

ভ্যাপা—ব্যাপারটা দাদা বোঝতে পারতেছ কিছু? কাছেম প্যাদার সঙ্গে এত লোক-জন ঘোরতেছে কেন?

ন্যাপা—ব্যাপারটা কিছুই ত বোঝলাম নারে।

ভ্যাপা—তুমি আসবার আগে দাদা চারিদিকে কেমন পুট্‌পাট্ ফুস্‌ফাস্ শব্দ শোনতে পাইতেছিলাম—কেমন যেন পায়ের শব্দ—শলা-পরামিশ। আমার কেমন ভয় লাগে দাদা। এত বড় বাড়ি—এতগুলা ঘর—এত জিনিস-পত্তর!

[ব্রজহরির প্রবেশ]

ব্রজ—কিরে ন্যাপা, এ বাড়ির ব্যাপার কিরে? সব বাড়ি যে অন্ধকার, লোক-জনের টের পাচ্ছি নে যে কিছু?

ন্যাপা—জানেন না ঠাকুর গোসাঁই—কত্তারা যে আইজ বাড়ি ছাইড়া চৈলা গেছেন?

ব্রজ—বলিস্ কিরে ন্যাপা?

ন্যাপা—আপনি গেরামে ছিলেন না? কত দেখি হৈ চৈ তোলপাড়।

ব্রজ—আমিত জানি না কিছু। আমার মেয়ের খবর জানিস কিছু?

ভ্যাপা—তিনিও গেছেন,—তানারেও ত নায়ে উঠতে দেখলাম।

ব্রজ—অতসীও গেছে?

ভ্যাপা—হয়, গেছেন তিনিও। নাও-মানুষ লইয়া ঘাটে গিয়া যা গোলমাল!

ব্রজ—কি গোলমাল ?

ভ্যাপা—ভূঁইয়ারা যোগাড় করলেন নমো মাঝি, মেঞারা দিল আবার বাঁধা!

ব্রজ—তবুও সব গেল ?

ভ্যাপা—যাইবে না? নন্দ ভূঁইয়ায় আরম্ভ করল পাগলের মতন!

ব্রজ—সব পাগলই হ'য়ে গেছেরে—পাগলই হয়েছে। আমাকেও ভীমরতিতে ধরেছে—নইলে আমিই বা কেন দিতে গেলুম অত বড় মেয়েটা। তা আমাকে একটু খবর না দিয়েই চলে গেল!

ভ্যাপা—যেভাবে গেছেন সব, যেন একটা হুড়াহুড়ি পাড়াপাড়ি! এর মধ্যে আর কে দেয় কারে খবর।

ব্রজ—কম পথ ত নয়, ইষ্টিমার ষ্টেশনও ত কমসে কম আট মাইল পথ। গাঙের পথ—অন্ধকার রাত্তির—তাতে আবার চারদিকে গোলযোগ।

ভ্যাপা—চিন্তারই ত কথা।

ব্রজ—স্ত্রীলোকের বুদ্ধি নিয়ে এবার আমিও পাগল হব। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া) হ্যাঁরে চণ্ডীমণ্ডপের পিছন দিয়ে অত লোকজন কারা গেল রে ?

ভ্যাপা—গেল ত কাছেম প্যাদা--

ব্রজ—সঙ্গে আর সব কারা ?

ভ্যাপা—অন্ধকারে ত দেখতে পাইলাম না সব।

ব্রজ—বাড়ির ভিতর থেকেই বেরোচ্ছিল, আমাকে দেখেই আবার মোড় ঘুরে ছাঁচ দিয়ে চ'লে গেল। ব্যাপারটা ত আমিও বুঝতে পারলুম না রে।

ভ্যাপা—ব্যাপারটা ত আমরাও বুঝতে পারলাম না।

ব্রজ—মহাচিন্তায়ই পড়লুম! [প্রস্থান]

ভ্যাপা—চল দাদা বাড়ি যাই, এ বাড়ি পাহারায় কাজ নাই।

ন্যাপা—নারে ভ্যাপা, বুড়া কর্তা যখন নিজে কাঁধের উপর হাত দু'খানি দিয়া বৈলা গেলেন তখন ব্যবস্থা একটা করতেই হইবে। তুই একটু বস,—আমি একবার বাড়িতে বৈলা আসি; আমিও থাকুম এখানেই।

ভ্যাপা—অত গজ-গমনে যাবা না দাদা, একটু রাগ পায় যাবা—আবার তাড়াতাড়ি আসবা। (ন্যাপার প্রস্থান) আবাব কালা-কালা দেখায় নাকি কিছু? (কেরোসিনের ডিবিটা বাহিরে ধরিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, একটা দমকা হাওয়ায় বাতিটা নিভিয়া গেল; ভ্যাপা ক্রন্দনের সুরে) ও দাদা—তুমি ফের।

(নেপথ্যে ন্যাপা)—কিরে ভ্যাপা—আবার কি?

ভ্যাপা—অন্ধকারে মরুম দাদা?

ন্যাপা—কেন, বাত্তি জ্বালা'য়া রাখলাম যে?

ভ্যাপা—তুমি জ্বালা'য়া রাখলা, কে যেন আবার নিভা'য়া রাখল। কাজ নাই বাড়ি যাওনে, তুমি ফের দাদা।

[দৌড়াইতে দৌড়াইতে ন্যাপার প্রবেশ]

ন্যাপা—এরে ভ্যাপা, চুপ চুপ—একেবারে চুপ—

ভ্যাপা—(ভয় পাইয়া) কেন—কেন দাদা? ব্যাপার কি?

ন্যাপা—আগে চুপ লক্ষ্মীছাড়া, নইলে মরবি।

ভ্যাপা—আমার যে বুকটা ধরফর করে দাদা, ব্যাপার কি?

ন্যাপা—ব্যাপার ভীষণরে ভ্যাপা—বাড়ির সামনের দিকে দেখি একদল লোক—হাতে লেজা লাঠি—

ভ্যাপা—(হ্যাপাকে জড়াইয়া) তবে রে দাদা ?

হ্যাপা—হতভাগা চুপ চুপ—।

ভ্যাপা—এই দিকেই আসতেছে নাকি ?

হ্যাপা—চল ভ্যাপা শীগ্‌গির বাড়ি চল—

ভ্যাপা—কোন্ পথে যাবা দাদা, কোন্ পথে ?

হ্যাপা—চল এই পিছনের পথ দিয়া— [বেগে প্রস্থান]

[পট-পরিবর্ত্তন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাত সাড়ে আটটা। অন্ধকার কুয়াসা। খালপাড়ের একটা ঘাটলা। ঘাটলায় বসা বিষ্ণুরায়, এক পাশে নন্দ, এক পাশে অতসী। অতসী হাতের আঙ্গুল দিয়া বিষ্ণুরায়ের মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিতেছে। পাশে একটা হারিকেনের বাতি জ্বলিতেছে।

বিষ্ণু—(আধবোজা চোখে) অমন ক'রে চুলগুলোর ভেতরে হাত চালালে আমি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ব অতসী।

অতসী—ভালই ত, একটু ঘুমোন না।

বিষ্ণু—(সচকিতভাবে চোখ মেলিয়া) নারে অতসী, না নন্দ, এখানে এমন ক'রে আর ব'সে থাকব না; তোদের শীতে কষ্ট হচ্ছে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। চল নৌকাতেই এখন আবার উঠি—আমি ঠিক হ'য়ে গেছি।

অতসী—আর একটু বসুন, আমাদের কিচ্ছু হবে না।

বিষ্ণু—আ—হ্যাঁ, পাড়ে উঠে আমার কিন্তু লাগছে বেশ। শীতে তোদের একটু কষ্ট হচ্ছে,—আমার কিন্তু লাগছিল বেশ! এই

নৌকোর ভেতরে কেমন যেন শ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, মাথাটা ঘুরছিল—সমস্ত শরীরটা কেমন আনচান করছিল। ভাগ্যে ঘাট দেখে তোরা পাড়ে তুললি—নইলে যেন মরেই যাচ্ছিলুম।

অতসী—আর একটু তাহ'লে বসুন, আরও সুস্থ হবেন।

বিষ্ণু—আজই যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি তা নয়রে কিন্তু অতসী; আমায় দেখেছি বরাবরই এমনটা হয়। এক একজনের থাকে তাই,—নৌকাপথ সামলাতে পারে না; আমিও ঠিক তাই। এ নোতুন কিছু নয়—আজকে হঠাৎ কিছু নয়। নন্দ, রাত কটা বাজল বলতে পারিস?

নন্দ—(হাতের ঘড়ি দেখিয়া) সাড়ে আটটা।

বিষ্ণু—মোটে! মোটে সাড়ে আটটা! সেই কখন নৌকোয় উঠেছি, চলছিই চলছি—সেই কখন থেকে চলছি, এখনও মোটে রাত সাড়ে আটটা? চারদিকে যে সব একেবারে চুপচাপ! তা হবে —তা হবে,—শীতের রাত—তা হবে!

(নেপথ্যে অনতিদূর হইতে মাঝি)—বাবু, আর কত দেরী করবেন? এর পরে যে আরও উজান!

নন্দ—অত উতলা হ'লে চলবে কেন, একটু সবুর স।

মাঝি—(নেপথ্যে) আমাদের যে দুই কেরায়া নষ্ট করতেছেন।

নন্দ—দু' কেরায়া নষ্ট করলে দু' কেরায়ারই ভাড়া দেব, তার জন্যে তুই অত চেঁচাস্ কেন?

মাঝি—(নেপথ্যে) চেঁচাই বাবু শীতে।

বিষ্ণু—নারে নন্দ চল, ওদের শীতে কষ্ট হচ্ছে—।

নন্দ—কষ্ট হ'লে ভাড়া না হয় দু'বারের দেব।

বিষ্ণু—দু'বারের ভাড়া কেন দিতে যাবি? শোন নন্দ, এখন আর অত

চটপট্ টাকা খরচ করিস নি, র'য়ে স'য়ে টাকা খরচ করতে হবে। ভেবে দেখলুম নন্দ, আবার ত নোতুন ক'রে গিয়ে জায়গা-জমি কিনতে হবে, ঘর-বাড়ি বাঁধতে হবে। এখন থেকেই তুই একটু হিসেব মতন চল।

নন্দ—অত ভাবনা এখন আর আপনাকে ভাবতে হবে না।

বিষ্ণু—তা আর ভাবতে যাব কেন? এতদিন ব'সে ভেবেছি, অনেক ভেবেছি। এখন তুই বড় হয়েছিস্—এখন আবার অত ভাবনা চিন্তার ধার ধারতে যাব কেন? দেখলুম ভালই করেছি নন্দ, এসে ভালই করেছি; শরীর মন এখন বেশ কেমন হালকা লাগছে। আগে ভাবতুম ছেড়ে আসতে খু-ব বুঝি কষ্ট হবে। কই না,—এখন ত দেখছি, খুব ত কষ্ট হচ্ছে না। ভালই ত লাগছে।

নন্দ—যা কষ্ট লাগছে ও বিদেশে কিছুদিন গিয়ে থাকলেই আবার ভুলে যাবেন।

বিষ্ণু—ভুলে যেতে হবে না; এমনিতেই ঠিক আছি। নৌকোয় একটু কষ্ট হয়—নইলে ঠিক আছি। অত পাগল আমি নই; ভালমন্দ কি আর বুঝতে পারি না? এসেই ভাল হয়েছে, তা এখন বেশ বুঝতে পারছি। আগেও বুঝতে পারতুম; তবে কি জানিস্ নন্দ? —না, কিচ্ছু না কিচ্ছু না। শোন নন্দ, অনেক কথাই এর ভেতর আবার ভেবে ফেলেছি। (খানিকটা যেন উৎসাহের সঙ্গে) এবারে গিয়ে যে নোতুন বাড়ি করব তা কিন্তু বাবা আর একেবারে অজ-পাড়াগাঁয়ে নয়। ঠিক শহর না হলেও অন্ততঃ শহরের কাছে। কি বলিস অতসী? (অতসী নিরুত্তর) কথা বলছিস্ না যে—

অতসী—হ্যাঁ।

বিষ্ণু—সেটা কেন বলছি তার কারণটা ত জিজ্ঞেস করলি নে! শোন্, পাড়াগাঁয়ে ভাল ডাক্তারের বড় অভাব। ঐ সেই পটলডাক্তার আর দিনু কবরেজ! একটা অসুখে বিসুখে কি যে বিভ্রাটে পড়তে হয়! তোর মনে নেই নন্দ, তোর ছেলেবেলায় একবার হঠাৎ হ'ল নিমোনিয়া, ভাল ডাক্তার আর পাই-ই না; শেষে শহর থেকে গিয়ে ডাক্তার আনতে হ'ল দিন একশ' টাকা ভিজিটে, তাও কি কেউ আসতে চায়!

নন্দ—সে সব পরে হবে; আগে ত গিয়ে পৌঁছে একটু স্থির হ'য়ে নি।

বিষ্ণু—পরে নয়রে নন্দ, আগের কথা আগেই ভাবতে হয়। তুই ভাবতে শিখেছিস্ বেশ, বুঝিসও বেশ! কেন পারবি নে? এত লেখা-পড়া শিখলি—এত দেশ-বিদেশ করলি—তোদের চোখ ফুটে গেছে। আমাদের দেখ এখনও আছে—ঐযে তুই সকাল বেলা বলেছিলি—ঠিকই বলেছিলি—আমাদের একটু পাগলামি আছে! ও সেরে যাবে নন্দ—ক'দিনেই সেরে যাবে।

অতসী—এখন একটু চুপ করে বসুন।

বিষ্ণু—না, চুপ ক'রে নয়, একটু কথা বলি,—তাতে বেশ ভাল লাগছে। শরীর মন অনেকটা হালকা লাগছে কি না, তাই একটু কথা বলতেও ভাল লাগছে। তোর কাছে মন খুলে বলছি নন্দ, এখন ভালই লাগছে। হাজার মণ ভার যেন পিঠের থেকে নেমে গেছে। শোন নন্দ, এবারে কিন্তু আর অনেক বিষয়-সম্পত্তি জায়গা-জমি নয়; ছোট্ট একটু জমি—দেড় কাঠা কি দু' কাঠা,

তার উপরে ছোট্ট দোতলা একটি বাড়ি—ব্যস্। কেমন অতসী, তাই ভাল হবে না?

অতসী—হুঁ।

বিষ্ণু—আর ঝামেলা চাই না। নায়েব-মুহুরি, পাইক-প্যাদা, অর্থি-প্রার্থী, আত্মীয়-স্বজন—আড়শী-পড়শী,—নারে বাবা—এত সব এখন আর ভাল লাগে না। ছোট্ট ছোট্ট দু'তিনটি পায়রার খোপ, ব্যস্! তারপরে আর কাকের মুখে কুচি দেবারও হাঙ্গামা নেই! শান্তি চাই—শান্তি!

অতসী—সে শান্তি কি আর আপনার কপালে আছে? আপনার সঙ্গেই ত কত লোক এসেছি; দুগ্‌গা পিসি, আমি, বাঞ্ছারাম—আরও কত এসে জুটবে।

বিষ্ণু—তুই অতসী এখনো ভাবছিস্, এত লোক-জন বিষয়-সম্পত্তি ফেলে এসে আমার মন আনচান কচ্ছে! সত্যি ও সব আর ভাল লাগে না। জীবনে অনেক দেখেছি—অনেক করেছি। এখন—এখন আর সে সব হৈ চৈ ভাল লাগছে না, এখন চাই একটু নিরালা—একটু শান্তি!

অতসী—আমরাই আবার কত হৈ চৈ ক'রে তুলব।

বিষ্ণু—কোত্থেকে করবি? কি ক'রে করবি? আমি জানি, সব শান্ত হ'য়ে আসবে। মাঠে মাঠে আর ফসল ছড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে না, মরাই বেঁধে ধান তুলবার ব্যবস্থা করতে হবে না; ঢেঁকিতে ঢেঁকিতে চা'ল কুটে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে না। হালের জন্য বলদ চাই না, মাছের জন্য পুকুর চাই না, ফল-ফলাদি তরি-তরকারির বাগান চাই না। লাইনে দাঁড়িয়ে সপ্তাহের চালটি ধর, সকালবেলা বাজারটি কর—খাও দাও—আপিস যাও। শান্তি—মহাশান্তি অতসী—আমি সে সব জানি!

অতসী—এদেশ ছাড়া অন্য কোথাও কি লোক আর ঘর-গেরস্ত হ'য়ে বাস করে না ?

বিষ্ণু—নারে অতসী—আবার ঘর-গেরস্ত নয়। বড় ঝামেলা—এক জবড়জঙ্গ। পাল-পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, দান-ধ্যান—হাঁপ ধরিয়ে দেয়। একটু স্বস্তিতে থাকতে দেয় না! (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া অতসীর কানের কাছে মুখ আগাইয়া আস্তে আস্তে) এক সময়ে অতসী ঐ সবই লাগত বেশ, বয়স ছিল কি না ?

[সবাই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।]

অতসী—আপনি ত আর দেশ-গাঁ বাড়ি-ঘর একেবারে ছাড়ছেন না, এ সবও বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে না। আপনি মাঝে মাঝেই বাড়িতে ফিরতে পারবেন।

বিষ্ণু—(একটু হাসিয়া) এইটে তুই বোকার মতন বললি অতসী কেন বললি জানিস্ ? হ্যাঁ—ফিরতে আবার পারি, কিন্তু সেই বিষ্টু রায় আর সেই ছাতিমপুরে ফিরবে না !

[তিনজনেই আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল]

নন্দ—যুগের পরিবর্তনকে কি আর গায়ের জোরে ঠেকান যায় বাবা ?

বিষ্ণু—সে কি আমি বুঝি নি ? নইলে পালালুম কেন ? গায়ের জোরে যদি কিছু হবার হত, তবে আর পালালুম কেন ? আমি ঠিক দেখতে পেয়েছিলুম নন্দ, তোর আগেই দেখতে পেয়েছিলুম। ঐ ছাতিমপুরের রায়বাড়ির খোলা দীঘির পাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে বসে আমি একএকদিন দেখতে পেয়েছিলুম, মাটির নীচের বাসুকি নাগটা মাথা নাড়ছে, আর পায়ের নীচের পৃথিবীটা ঘুরছে, তার সঙ্গে সব জিনিস কেমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। ওপরের জিনিস নীচে চলে যাচ্ছে, নীচের জিনিস

উপরে জেগে উঠছে। মাঝে মাঝে শুধু ভেবেছি, কেন এমন হ'ল। হয়ত পাপ ছিল—সাতপুরুষের পাপ—এক পুরুষে তার প্রায়শ্চিত্ত! (আবার সকলে নীরব)

অতসী—শুনুন, আপনি যা ভেবেছেন তাই শুধু বলছেন, আমরাও ত কত ভেবেছি, তা ত কিছুই শুনছেন না।

বিষ্ণু—(আগ্রহ সহকারে) শুনব বই কি মা, শুনব বই কি ; তুইত বলছিস না কিছুই।

অতসী—আমি ভেবেছি, আপনি আর বিষয়-সম্পত্তির ঝামেলা না করতে চান ভাল ; কিন্তু বাড়ি একটা বড় করতে হবে। তাতে মাঠ ঘাট না থাকে—আমরা বাগান করব অনেক,—ফলের বাগান—ফুলের বাগান—তরি তরকারির বাগান।

বিষ্ণু—সে ভারী সুন্দর হবে!

অতসী—ঐ সব দীঘি টিঘি আর নয়, কিন্তু ঘাটলা দেওয়া ছোট্ট একটা পুকুর রাখতে হবে। তাতে অনেক রকমের মাছ থাকবে, আর আপনার বড়শী বাওয়ার সখ—আপনি বড়শী বেয়ে মাছ ধরবেন।

বিষ্ণু—বাঃ বাঃ বেশত তুই ভেবেছিস মা। আরও বল দেখি।

অতসী—আটচালা ঘর দিয়ে দরজা ভ'রে রাখব না,—

বিষ্ণু—হাঁ্যা—ঠিকই বলেছিস,—ওটাও একটা জবড়জঙ্গ ব্যাপার।

অতসী—ওটা দরকার মতন সামিয়ানা টানিয়ে নিলেই চলবে, কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপ একটা চা-ই।

বিষ্ণু—হ্যা হ্যা, হিন্দু বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ একটা থাকবে বই কি।

অতসী—তারপাশেই আপনার বৈঠকখানা ঘর।

বিষ্ণু—(গম্ভীর ভাবে) ওটায় আবার কাজ কি, দরকার কি আর অত ব্যয়-বাহুল্যে!

অতসী—না, ওটা না হ'লে হয় না। আপনি যেখানেই যাবেন সেখানেই দেখবেন কত লোকজন আসবে আপনার সঙ্গে দিনরাত দেখা করতে, আবার দেখবেন নাওয়া-খাওয়ারও সময় পাবেন না।

বিষ্ণু—ঐ সব কি আবার ভাল লাগবে এই বয়সে।

অতসী—লাগবে—খুব ভাল লাগবে দেখবেন। নোতুন নোতুন সব লোক আসবে, নোতুন নোতুন সব কাজের কথা, বেশ ভাল লাগবে।

বিষ্ণু—কত সব নোতুন লোক—নোতুন কথা—আমি যে মা অনেক দিনের পুরোণো লোক!

অতসী—(উৎসাহিত হইয়া) ওতে চলবে না—আমরা সব ঠিক ক'রে নেব।

বিষ্ণু—তাই হবে অতসী,—তোরাই একটু শিখিয়ে বুঝিয়ে নিবি তবেই দেখিস্ আবার ঠিক পারব সব। না,—আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে, অমনি সব ব্যবস্থা ক'রে নিলে ভালই লাগবে। সেই রাত পোয়ালেই করিম চাচা আর আইজদ্দি, মেছের আর মোস্তাজ—সেই শ্যামু চক্কোত্তি, পটল ডাক্তার আর কিনারাম-বেচারাম—ভাল লাগে না! তুই যা বললি, আমারও মনে হয়, তা-ই ভাল লাগবে।

[ঘাটে পা ধুইতে তিনজন যাত্রীর প্রবেশ, একজনের কাঁধে একটা ঢোল, একজনের হাতে মন্দিরা, অন্য জনের হাতে একটা বড় বাঁশের লাঠি।]

তোমরা কারা?

১ম—আমরা যাই হরির লুটের কেত্তনে।

বিষ্ণু—হাতে এত বড় লাঠি নিয়ে—

২য়—ভয় পাইবেন না। অবশ্য যে দিনকাল পড়ছে—রাত্তিরে একটু ভয় পাবারই কথা। অন্ধকার পথে চলতে ফিরতে একটু লাঠি লইয়া চলি।

বিষ্ণু—আমরা এ কোন্ গ্রামে পৌঁছেছি?

১ম—কত্তারা বুঝি বিদেশী?

বিষ্ণু—না, ঠিক বিদেশী নয়,—এই শীতের রাত্তিরে কেমন কুয়াসা পড়েছে—ঠিক যেন দিশে পাচ্ছি না।

১ম—এটা কেন্দুপাড়া।

বিষ্ণু—কেন্দুপাড়া? এতক্ষণ বসে মোটে কেন্দুপাড়া? মাঝিগুলো এতক্ষণ কি করলরে নন্দ? আদ্ধেক পথও ত আসিনি তাহ'লে।

২য়—কত্তাকে যেন চিনি চিনি,—নিবাস কোথায়?

[বিষ্ণুরায় নিরুত্তর]

নন্দ—নিবাস এই ছাতিমপুরে।

২য়—তাই মনে হইতেছিল—রায় মশায় নাকি?

নন্দ—হাঁ।

২য়—পেন্নাম কত্তা পেন্নাম (ছুইয়া বিষ্ণুরায়ের পায়ের ধূলি লইল,—নন্দকে হাতজোর করিয়া প্রণাম করিল; অপর দুইজনও সেইরূপ করিল।) আমরা কত্তার পেরজা। কোথায় চললেন?

বিষ্ণু—(বিষ্ণুরায় সহসা অস্বস্তি বোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) নন্দ, শীতের রাত্তিরে ব'সে ব'সে এসব কি ছেলেমানুষি হচ্ছে! আমি কি পাগল? চল—নৌকোয় চল—

[বিষ্ণুরায় আগে আগে চলিল, নন্দ ও অতসী পিছে পিছে চলিল। যাত্রী তিনজন বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।]

[পট-পরিবর্ত্তন]

তৃতীয় দৃশ্য

রাত ন'টা। বিষ্ণুরায়ের বাইর বাড়ির বৈঠকখানা ঘর। করিম সর্দার দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে।

করিম সর্দার—(ডাকিয়া জিজ্ঞাসার সুরে) কাছেমের আলাপ পাইলাম নারে? —ওরে কাছেম—

[কাছেমের প্রবেশ]

তোর বেত্ত কিরে কাছেম? তুই ছিলি কই? কোন্ সময়থন একা একা অন্ধকারে বৈসা রইছি। একফ'র রাত্তির হইল, সারাটা বাড়ি অন্ধকার কেন রে? বৈঠকখানা ঘরেও তুই একটা আলো জ্বালাইতে পারস্ নাই? তুই দেখছস্ কি? সাপের পাও? (কাছেম আস্তে আস্তে আলোটা জ্বালাইয়া দিল।) ওকি, খাটের উপরের ফরাসটা কই?

কাছেম—তুইলা রাখছি।

করিম—কেন? ওটা কি তোর বাপের বেসাত? শীগ্গির আবার পাত। (কাছেম ফরাসটা আবার জোড়া খাটের উপরে বিছাইয়া দিল।) ভুঁইয়ার তাকিয়াটাও বুঝি তুইলা রাখছিস্? তুই ত আচ্ছা মর্দ দেখতেছি! (কাছেম তাকিয়াটাও আবার যথাস্থানে রাখিল।) নে এখন এক ছিলুম তামুক খাওয়া। [করিম সর্দার যে হাতলওয়ালা বেঞ্চিটায় বরাবর বসিত সেই বেঞ্চিটাতেই বসিয়া পড়িল। কাছেম তামুক সাজাইয়া দিল। করিম সর্দার তামুক টানিতে লাগিল; কাছেম একপাশের দরজা

দিয়া বাহির হইয়া গেল। খানিক পরে মেছের প্রবেশ করিল। করিম সর্দার একবার মুখ তুলিয়া মেছেরকে নিরীক্ষণ করিল, তারপরে আবার নিজের মনে তামাক টানিতে লাগিল। মেছের খানিকটা এদিক ওদিক তাকাইয়া এবং করিম সর্দারের দিকে বারবার তাকাইয়া এক কোণের একটা বেঞ্চিতে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ পরে রজ্জব ও তাহের মিঞার প্রবেশ।]

রজ্জব—আদাব বুড়া মেঞা, একা একা বৈসা আছেন যে? (এদিক ওদিক তাকাইয়া) না—এই যে মেছেরও আসছস্।

করিম—রজ্জবালি নাকি?

রজ্জব—হয়।

করিম—সঙ্গে কে?

রজ্জব—তাহের মেঞা।

তাহের—আদাব বুড়া মেঞা।

করিম—নাও, হুঁকা ধর, তামাক খাও।

রজ্জব—তামাক ত আর মুখে আসে না মেঞা, কিযে একটা ব্যাপার ঘটল—বিষয়টা বোঝতেই পারলাম না।

করিম—গেছিলা কই, সারাদিন যে দেখি নাই তোমারে?

রজ্জব— গেছিলাম রূপকাঠির হাটে; বাড়িতে ফি'রা শোনলাম খবরটা। মনটায় বড় দুঃখ পাইলাম মেঞা! এই শিষ্টু রায় আপনার কোলে পিঠে মানুষ হইছে। (সকলে কিছুক্ষণ নীরব।) চারিদিকে তাকাই আর সারা গেরাম কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে,—প্রকাণ্ড বট ব্রেক্ষ পৈড়া গেছে যেন ঝড়ে। [করিম নিরুত্তরে মাথা নীচু করিয়া রহিল।]

তাহের—কি দিনকালই পড়ল মেঞা ! খালি হিন্দু—আর মোছলমান ! এতদিন যে একসঙ্গে বাস করলাম, মানুষ হইলাম—রাইত পোহাইলে চারিচৌক্ষে দেখা—এতদিনের সম্পর্ক—সব মেঞা দুইদিনে ধুইয়া মুইছা গেল ?

রজ্জব—আমিও সারাটা সন্ধ্যা তাই ভাবতেছিলাম। এক মাটিতে জন্মিলাম, এক জমির ধান খাইলাম, এক পুকুরের পানি খাইলাম —এক পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে দেখাশুনা,—আজ এক্কেবারে বাঘে-মইষের লড়াই ! দুইজনে থাকতে হইবে গিয়া দুই দেশে !

তাহের—আর হিন্দুরগোই বা আইজ কাইল কোন্ যে এক বাতিক হইছে বুঝি না। সমস্তেরই এক কৈলকাতা ! পানেরথন চুণ খসলেই চললাম কৈলকাতা !

রজ্জব—আরে চুরি-ডাকাতি চ্যাংড়ামি ব্যাংড়ামি দেশ-গাঁয় না হইছে কবে ? আর যে কও, বাড়িঘর জোমাজমি কিছুই থাকল না ; বাড়িঘরেই যদি না থাক কেউ, তাইলে বাড়িঘরই বা থাকে কেমনে, আর জোমাজমিই বা থাকে কেমনে ?

তাহের—ছাড়াবাড়ির ফলফলাদি শূয়ারে-বান্দরে খাইত, আইজ কাইল না হয় মানুষে খায়,—তাতে দোষটাই বা কি ?

রজ্জব—তোমরা থাকবা গিয়া বিদেশে বিদেশে—বাড়ি আসবা পাঁচ বছরে একবার ; জমা দেখবা না, জমি দেখবা না—আর আমরা শুধু গায়ের রক্ত জল কৈরা ফসল ফলামু, তাই হাটে বাজারে বেচা-কেনা করুম—আর তোমারগো কাছে নগদ নগদ টাকা পাঠা'য়া দিমু ?

তাহের—বুঝলা না মেঞা, সুখের উপর সুখ, তার উপুর গাছের কাঁটা-টুক !

রজ্জব—কিন্তু যাই কও মেঞা আইজ মনটা বড় ছ্যাং ছ্যাং করে—
যেদিকে চাই ফাঁকা—প্রকাণ্ড বট ব্রেক্ষ পৈড়া গেছে যেন।

[সকলেই আবার কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল]

করিম—বসবা না তোমরা মেঞারা ?

রজ্জব—না মেঞা, বসুম না ; সারাদিনের খাটনি গেছে, আন্ধারে মান্ধারে
চৌক্ষেও দেখি না। আইলাম একবার একটু বিষয়টা জানতে।

তাহের—আর বিষয় ! এখন আন্দাজ করি জাহাজঘাটার ধরাধর।

রজ্জব—চলি তাইলে মেঞা, আর আফশোষে ফল হইবে কি ?

[রজ্জব ও তাহেরের প্রস্থান। করিম ও মেছের আবার কিছুক্ষণ
চুপ করিয়া রহিল, তারপরে করিম মেছেরকে বলিল]

করিম—মেছের, বাজান শোন দেখি এইদিকে। (মেছের কাছে
আসিল। করিম সর্দার চুপি চুপি) ভূঁইয়ায় কইয়া গেল নাকি
তোর কাছে কিছু ?

মেছের—না।

করিম—কিছুই কইল না ? কবে ফেরবে টেরবে—

মেছের—না।

করিম—(আবার কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া) যা বাজান, আইজ এখন
বাড়ি যা ; শীতের রাত্তির।

মেছের—আপনে ?

করিম—এই দেখি। যামু আমিও বাড়ি একটু বাদে, তুই যা।

[মেছের বার বার এদিক ওদিক তাকাইয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান
করিল। করিম সর্দার আবার কিছুক্ষণ একা একা বসিয়া হুঁকা
টানিতে লাগিল। তাহার পর উঠিয়া জোড়া খাট হইতে একটানে
ফরাসটা তুলিয়া ফেলিল, এবং সেটাকে গুটাইয়া এককোণে

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল; তাকিয়াটাকে ছুঁড়িয়া একটা মাচার উপরে তুলিয়া দিল; তার পরে একা একা ঘরে পায়চারি করিতে লাগিল; এদিক ওদিক তাকাইয়া কাছেমকে না দেখিতে পাইয়া] —কাছেম,—আবার কোথায় গেলিরে কাছেম? (কাছেমের প্রবেশ) তিলেকে তিলেকে কোথায় পালাস্? নারে মর্দ, কাম নাই বাতিতে—ওটা নিভা'য়া দে দেখি। [কাছেম বাতিটা নিভাইয়া দিয়া আবার সরিয়া পড়িল। করিম সর্দার ভ্রূকুটি করিয়া সেই অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। এমন সময় বাড়ীর চারিদিকে বহু লোকজনের একটা হুড়্গার শব্দ শোনা গেল।]—কিরে কাছেম, এ সব ব্যাপার কিরে? এত লোক-জন কিসের?—এত হুড়-হাঙ্গামার শব্দ কিসের? দেখি দেখি—(দুয়ার হইতে মুখ বাহির করিয়া) কারা সব—কারা—?

[আইজদ্দির প্রবেশ]

আইজদ্দি—একি বাজান, আপনি এখানে?

করিম—তুই এখানে কেন ক দেখি আইজদ্দি—। ব্যাপার কি? এত সোরগোল কিসের? (দূরে লেজা-লাঠি-মশাল দেখিয়া)—এ সব কিসের ক দেখি আইজদ্দি—

আইজদ্দি—এ বাড়ির দখল নিমু—আইজই—এই রাত্তিরেই; যদি কেউ বাধা দেয় ত খুন—

করিম—খুন? যে বাধা দিবে তারে খুন? বাধা দিমু আইজদ্দি আমি—! এ বাড়ি আমার!

[করিম সর্দার দুই হাতে আইজদ্দির ঘাড় বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া আগুন-ভরা চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।]

[পট-পরিবর্ত্তন]

চতুর্থ দৃশ্য

প্রজ্বলিত বিষ্ণুরায়ের বাড়ির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। শুধু বৈঠকখানা ঘর ছাড়া অন্য সব ঘর-বাড়ি পুড়িয়া গিয়া আগুন প্রায় নিভিয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে আগুন নিভিতে নিভিতেই আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এখনও হুঁস্-হাস্ ঝুম্-ঝাম্ শব্দ হইতেছে। প্রজ্বলিত মশাল ও লাঠি-লেজা হাতে মোস্তাজ, এক্রাম, বেঙ্গু কুলু, কিনারাম, ঈশান ঢুলী এবং আরও অনেকের প্রবেশ।

মোস্তাজ—কই গেল আইজদ্দি সর্দার, তারে আমরা চাই—একখুনি চাই।

এক্রাম—কি হে কুলুর পো, সর্দারের পো কোথায়?

গোপাল—কথা কও, চুপ থাকলে চলবে না। আইজ আর ছাড়াছাড়ি নাই কারোর। আগুন যখন হাতে নিছি তখন সব পুইড়া ছাড়খার করমু। আইজদ্দি কোথায়?

বেঙ্গু—আমি তার কি জানি?

মোস্তাজ—তুমি তার কি জান? তুমি সব জান। এতগুলা নগদ টাকা, গয়না-পত্তর থালা-বাসন বাক্স-প্যাঁটরা সব এক পলকের মধ্যে উধাউ হইয়া গেল? আইজদ্দিই বা কোথায় পিট্টান?

এক্রাম—যেখানে যাউক সেইখান থন টাইনা বাইর করুম, মইরা কবরের নীচে গিয়া থাকলে সেখানের থন টাইনা নিয়া আসুম। আমরা টাকার ভাগ চাই, গয়না-গাঁটি সোনা-দানার ভাগ চাই—জিনিস-পত্তরের ভাগ চাই।

গোপাল—কাল সকালে পুলিশ আইসা যাইয়া গুঁতাইয়া হাত কড়া দিবে

আমারগো—আর টাকা-পয়সা সোনা-দানা সব যাইবে আইজদ্দির পেটে? তুমি পিছনে বইসা তার পা চাটবা আর কিছু কিছু বাইর কৈরা নেবা? সেটি হইতেছে না কুলুর পো।

এক্রাম—হালুট্যা চাষা হইয়া—কাচ্চা-বাচ্চার বাপ হইয়া আইজ বেইমানি করছি, মিথ্যা কইছি, ডাকাতি করছি, সাতপুরুষ যাবৎ যে রায়গো জন্মে মানুষ—তারগো সব লুইট্যা পুইট্যা নিয়া এই মশালের আগুনে ঘরবাড়ি সব পুইড়া ছারখার কৈরা দিছি! কেন? কিসের জন্য? শুধু আইজদ্দির পেট ভরাবার জন্যে? (সহসা বেঙ্গুর গলা টিপিয়া ধরিয়া) কও কুলুর পো—কও—আইজদ্দি কোথায়,—টাকা-পয়সা জিনিস-পত্তর কোথায়—! কও, নইলে এখনই খুন, এই গলা টিপ্যা খুন।

বেঙ্গু—(হাত ছাড়াইয়া)—আমি তার কি জানিরে বাবা—

এক্রাম—এতক্ষণ ত তুমি সব জানতা, এখন তুমি কোন্ সাউগার! সব কথা ফাঁস কর—নইলে ছাড়াছাড়ি নাই। (আইজদ্দির প্রবেশ) এই যে আইজদ্দি সর্দার, (খপ্ করিয়া হাত ধরিয়া) কও সর্দারের পো, টাকা-পয়সা কোথায়—গয়না-গাঁটি জিনিস-পত্তর সব কোথায়!

আইজদ্দি—(হাত ছাড়াইয়া) ক্ষেপেছ কেন সব? সবই ত আছে।—

গোপাল—আছে সব তোমার পেটের মধ্যে—তাতে চলবে না সর্দার। আমরা ভাগ-বাটারা চাই—এক্খুনি চাই। নগদ টাকা চাই—সোনাদানা চাই—

আইজদ্দি—এত ব্যস্ত কি, সবই পাবি—।

এক্রাম—তোমার মিষ্টি কথায় গুষ্ঠী কিলাই; পাবি-না-পাবির ধার ধারি না আমরা, এক্খুনি চাই—হাতে হাতে বিদায় চাই।

আইজদ্দি—এত সোনা-দানা টাকা-পয়সা নিয়া রাখবা কোথায় মেঞা ?

এক্রাম—আমবা পানিতে ফেলুম—তোমার পেটে যাইতে দিমু না। বেশত, সোনা-দানা টাকা-পয়সায় কাজ নাই, তোমাব গোলা ভবা ধান আছে, চাউল আছে—আমারগো ধান দেও—চাউল দেও— ।

আইজদ্দি—কেন একি মগেব মুল্লুক নাকি ?

এক্রাম—(আইজদ্দির কাছে· আগাইয়া) মগেব মুল্লুকই পইড়া গেছে সর্দারের পো। আইজ অনেক অপকর্ম্ম করছি তোমাব সঙ্গে, হালুট্যা চাষা—জীবনে তা করি নাই। এতই যখন কবছি, তখন এই লেজার ফোঁড়ে তোমারও শেষ। পেটে আগুন জ্বলছে সর্দাবের পো, খাইতে দেও -নইলে টুকরা টুকরা কৈরা তোমার মাংস ছিঁড়া খামু। পেটেব আগুনেব জন্যই আইজ এই লাঠি ধরছি—পেটের আগুনের জন্যই আইজ ঘরে আগুন দিছি। এ আগুন না নিভাইলে কোনো আগুন নেভবে না, তোমার ঘরবাড়িও সব লুটপাট করুম,—পুইড়া ছারখাব কৈবা দিমু।

আইজদ্দি—সাবধান এক্রাম—

এক্রাম—কাব জোবে কোন্দ মেঞা ? আইজ এখন আর কেউ তোমাব পক্ষে নাই। আইজ তিন দিন কচুসেদ্ধ আর ফেন খাইয়া আছি, না খাইয়া না খাইয়া বক্ত হাইগা মৈরা গেল সেদিন ন'বছরের ছেইলাটা। আইজ শেষ রাত্রিবে বিছানায় শুইয়া ভাত ভাত কৈরা কাঁদছিল কোলেব মাইয়াটা—তার হাত পা ধৈরা এই শীতের বাত্তিবে বাইবে ফেইলা দিছি—হাড়-ভাইঙা সে এখনো ঘবে কোকায়। অনেক দুঃখে আইজ লেজা লাঠি হাতে নিছি—অনেক দুঃখে আইজ হাতে মশাল

নিছি। এ আগুন আইজ নেভতে দিমু না, পেটের আগুন না নেভলে এই মশালের আগুন নেভতে দিমু না। তোমার গোলাভরা ধান-চাউল, আমার কিছু অজানা নাই—তোমার বাড়ির পাশে বৈসা কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া না খাইয়া মৈরা যাইতেছি,—তবু এক মুঠ চাউল ধার দেও না—বদলা খাটা'য়া পয়সা দেও নাই। কথায় আর কাজ নাই—আয় মোস্তাজ—আয় গোপাল—আয় ভাই কিনারাম, ঈশান—আইজ আইজদ্দির সব লুটপাট কৈরা নিমু—এই আগুনে আইজদ্দির ঘরবাড়ি পুইড়া ছারখার কৈরা দিমু—চল—চল—

মোস্তাজ—(আইজদ্দির চুলের মুঠি ধরিয়া) কও সর্দারের পো, টাকা-পয়সা কোথায়—কোথায় সব গায়েব করছ—কও—(আইজদ্দি জোরে ছাড়াইতে চেষ্টা করিলে গোপাল, এক্রাম, কিনারাম, ঈশান প্রভৃতি সকলে আইজদ্দিকে ধরিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া চাপিয়া ধরিল)

আইজদ্দি—ছাড় ছাড়—কই—সব কই—

মোস্তাজ—না কইলে আর ছাড়তেছি না—

[বেঙ্গু কুলু পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে কিনারাম খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল]

কিনা—পালাও কোথায় কুলুর পো, তোমারও আইজ নিদান—

মোস্তাজ—বাঁচতে চাওত কও—টাকা-পয়সা গয়না-গাঁটি কোথায়—?

আইজদ্দি—(হাঁপাইতে হাঁপাইতে) সরা'য়া রাখছি—ভাল জায়গায়—অনেক দূরে—

মোস্তাজ—কোথায়? কোথায়?

আইজদ্দি—বোনাই বাড়ি—

এক্রাম—বোনাই বাড়ি? তাইলেই বুঝছি মতলব। চল মোস্তাজ, চল গোপাল--চল কিনারাম ঈশান—আইজ এই আগুনে আইজদ্দির সব পোড়ামু—চল—চল—

[চীৎকার করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।]

[পট-পরিবর্ত্তন]

পঞ্চম দৃশ্য

শেষ রাত্রি। বিষ্ণুরায়ের বাড়ির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। চারিদিক কুয়াসায় ভরিয়া গিয়াছে, এদিক-সেদিক দু'একটা গাছ দেখা যাইতেছে। অদূরে একটা দোলমঞ্চ। তাহার একপাশে সাদা-কাপড়ে সমস্ত শরীর জড়াইয়া কুকড়াইয়া শুইয়া আছে করিম সর্দার। বাড়ির ভিতরের দিক হইতে একে একে দুইটি লোক কিছু কিছু জিনিস লইয়া পলাইয়া গেল। তারপরে আর একটি লোক বিষ্ণুরায়ের বৈঠকখানার বাতিটি লইয়া পলাইতেছিল; অন্ধকারে তাহাকে ঠিক চেনা যাইতেছিল না। পায়ের শব্দ পাইয়া করিম সর্দার চোখ মেলিয়া চাহিল তারপরে চোরের মতন লোকটিকে পলাইতে দেখিয়া দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

করিম—এইবার—শালা! কিছুতেই আর পেট ভরে না, কিছুতেই আর আশ মেটে না? সারা রাত্তির ধৈরা সারাটা বাড়ি লুটপাট করলি, তারপরে ঘরবাড়ি জালা'য়া দিলি; বাকি ছিল খালি

বৈঠকখানার ঘরটা—তার বাত্তিটাও লইয়া চলছস্? আয় শালা এই দিকে—(করিম সর্দার লোকাটির হাত ধরিয়া টান দিল, লোকটি ফস্ করিয়া হাতখানি ছাড়াইয়া বাত্তিটা ফেলিয়া দৌড় দিল।) যা বান্দীর পুত—যা.—গেলি আইজ বাঁইচা—।

[করিম সর্দার বাত্তিটা তুলিয়া লইয়া দোলমঞ্চের উপরে রাখিয়া দিল; তারপরে আবার আস্তে আস্তে গিয়া একটা গাছের পিছনে দাঁড়াইল। বাড়ির ভিতর হইতে বৈঠকখানার সতরঞ্চিটা মাথায় করিয়া আর একটি লোক যাইতেছিল; করিম সর্দার পিছন হইতে গিয়া সতরঞ্চিটি ধরিয়া টান দিতে সতরঞ্চিটি লোকটির মাথা হইতে পড়িয়া গেল; লোকটি সহসা থতমত খাইয়া করিম সর্দারের মুখের দিকে চাহিল; করিম সর্দার খপ করিয়া লোকটির দাড়ি ধরিয়া টান দিতেই এক সঙ্গে গোঁফ দাড়ি খসিয়া গেল।]

করিম— কেরে— রাহা বাড়ির ফৈটকা না?

[ফটিকের দ্রুত পলায়ন।]

তুই-ও যোগ দিছস্ হারামজাদা? না, আর পারা যাইবে না।

[এই বলিয়া করিম সর্দার আবার গিয়া শুইয়া পড়িল। বার বার মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিল, আবার কোন লোক দেখা যায় নাকি। কিছুক্ষণ পরে বাহিরের দিক হইতে একটি লোককে গুটি গুটি পা ফেলিয়া বাড়ির ভিতরের দিকে আসিতে দেখা গেল। তাহারও মাথা, নাক-মুখ সব কাপড়ে জড়ান, কুয়াসার ভিতর দিয়া কিছুই দেখা যাইতেছিল না। করিম সর্দার মুখ তুলিয়া লোকটিকে দেখিতে পাইল; সে নড়িল,

না, শুধু লোকটির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। লোকটি এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে অল্প অল্প আগায়, আবার থামিয়া দাঁড়ায়। লোকটি খানিকটা অগ্রসর হইলে করিম সর্দার আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল, আস্তে আস্তে দোলমঞ্চ হইতে নামিয়া লোকটির পিছে পিছে পা টিপিয়া আগাইতে লাগিল—খানিকটা কাছে আসিয়া করিম সর্দার লোকটিকে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিল।]

করিম—আবার আসছস্ হারামজাদা—আবার—

(লোকটি সহসা মাথার এবং মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া বলিল)

আবার এসেছি করিম চাচা—আবার! আমি—আমি বিষ্ণু রায়—

করিম—(ছাড়িয়া দিয়া) ভূঁইয়া—।

বিষ্ণু—হাঁ চাচা, এলুম,—আবার ফিরে এলুম। ওদের সব পাঠিয়ে দিয়েছি—আমি—আবার পালিয়ে এলুম।

করিম—(মাথা নীচু করিয়া) কেন আবার—

বিষ্ণু—কেন? কেন?—এই গ্রামটাকে আবার একটু দেখতে এলুম—এই বাড়ি-ঘর একবার দেখতে এলুম। এই দোলমঞ্চটাই আর একবার একটু দেখতে এলুম,—এই—তোমাদের একবার দেখতে এলুম! (করিম সর্দার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মাথা নীচু করিয়া নীরব রহিল।) কথা কইছ না যে চাচা—মুখ ফিরিয়ে রইলে যে—! তাইত, চাচাও যে কথা কয় না! করিম চাচাও [illegible] কয় না! (চঞ্চলভাবে করিম সর্দারের হাত ধরিয়া) চল—চল চাচা, বাড়িঘর একটু দেখি—

করিম—(মাথা নীচু করিয়া মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া) সব গেছে ভূঁইয়া, কিছু রাখতে পারি নাই!

বিষ্ণু—কি গেছে? কি গেছে?

করিম—ঘরবাড়ি লুটপাট কৈরা সব পোড়া'য়া দিছে।

বিষ্ণু—কার—কার—?

করিম—তোমারও—আমারও।

বিষ্ণু—আমারও—তোমারও! কে? কে পোড়াল কিছু জান?

করিম—আইজদ্দি।

বিষ্ণু—তোমার ঘর?

করিম—আইজদ্দির লোকেরা।

বিষ্ণু—ভুল চাচা—ভুল! এ আশমানের আগুন! এত আগুন! আশমান থেকে নেমে এসেছে এত আগুন! গেছে সব বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে! (আরও চঞ্চল ভাবে) চল—চল চাচা—দেখি—একটু দেখি—ঐ ছাইগুলোই একবার একটু দেখি—

[বিষ্ণুরায় বেগে ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিলে করিম সর্দার তাহাকে ধরিল, বিষ্ণুরায় বিমূঢ় দৃষ্টিতে করিম সর্দারের দিকে তাকাইয়া রহিল।]

করিম—কোথায় যাও—কি দেখবা আর? এখন আর কিছু নাই—আছ শুধু তুমি—আর আমি!

—শেষ—